সেনসেক্স : ৮১,৪৪২.০৪ (+৪৪৩.৭৯)

নিফটি : ২৪,৭৫০.৯০ (+১৩০.৭০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বার্লিনে চুপিসারে বিয়ে মহুয়ার » ৯

শিলিগুড়ি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 6 June 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 19

‘বেপাত্তা’ লোকোপাইলট, ট্রেন ম্যানেজার

পার্সেল ভ্যানে কাঠ পাচার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : পাচারের আগে রেলের পার্সেল ভ্যান থেকে বিপুল পরিমাণ বার্মা সেগুন কাঠ, গাঁজা ও সুপারি উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি আরপিএফ এবং জিআরপি। বৃহস্পতিবার সকালে অসম থেকে গুজরাটগামী ওই ট্রেনটির পরপর কয়েকটি কামরা থেকে উদ্ধার হয় ২১০টি সেগুন কাঠের লগ। ঘটনার পর থেকে এলাকায় খোঁজ মেলেনি লোকোপাইলট ও ট্রেন ম্যানেজারের। এলাকায় রটে যায়, তাঁরা পালিয়ে গিয়েছেন। যদিও রাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা দাবি করেন, ‘রটে গিয়েছিল লোকোপাইলট এবং ট্রেন ম্যানেজার পালিয়ে গিয়েছেন। সেরকম কিছু হয়নি। ওঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। ট্রেনটি একটি বেসরকারি লজিস্টিক সংস্থা নিয়েছিল। রেলের এখানে কোনও যোগ নেই।’

রেলের এমন যুক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই ধোঁয়াশা বাড়ছে। কেনই বা লোকোপাইলট এবং ট্রেন ম্যানেজার এলাকা ছাড়লেন সেই প্রশ্নও ঘুরছে সর্বত্র। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি জিআরপির এসআরপি কুঁয়রভূষণ সিং বলেছেন, ‘গোটা রেকটিই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমরা পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছি।’

একটা সময় ডুয়ার্সে ট্রেনে কাঠ পাচার হত হামেশাই। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সিটের নীচে মহামূল্যবান শাল, সেগুনের লগ রেখে চলে যেত পাচারকারীরা। মিশে যেত যাত্রীদের ভিড়ে। সুযোগ পেয়ে যাত্রাপথের নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলা হত সেই লগ। দিন বদলেছে, বন দপ্তরের কড়া নজরদারিতে ‘সুদিন’ ফুরিয়েছে কাঠ মাফিয়াদের। ফলে ট্রেন ছেড়ে অন্য পথে পাচার জারি রেখেছিল তারা। এদিনের ঘটনায় বোঝা গেল, ট্রেনে কাঠ পাচারের ঘটনা পুরোপুরি কমেনি। বরং এদিন যা ঘটেছে, তা আগে কখনও ঘটেনি। এত বিপুল পরিমাণ কাঠও আগে উদ্ধার হয়নি বলে দাবি করছেন রেল ও বনকর্তাদের একাংশ।

এদিন সকালে এনজেপি স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি পার্সেল ভ্যান এসে দাঁড়ায়। মুহূর্তের মধ্যে আরপিএফ আধিকারিকরা এসে তল্লাশি শুরু করেন গোটা ট্রেনে। ডাকা হয় জিআরপিকেও। কী হচ্ছে, তা প্রথমে বুঝতে পারছিলেন না স্টেশনে থাকা রেলকর্মী ও রেলযাত্রীরা। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, পার্সেল ভ্যানের একের পর এক কামরার সিল কাটা হচ্ছে। এরপর সেখান থেকে মোটা মোটা সেগুন

এরপর দশের পাতায়

পার্সেল ভ্যান থেকে কাঠ নামাচ্ছেন শ্রমিকরা। এনজেপিতে। ছবি : সূত্রধর

মিলল গাঁজাও

- এদিন সকালে এনজেপি স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায় পার্সেল ভ্যানটি
- আরপিএফ সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশি শুরু করে, ডাকা হয় জিআরপিকে
- উদ্ধার হয় ২১০টি সেগুন কাঠের লগ, সঙ্গে সুপারি ও গাঁজা
- এযাবৎকালে ট্রেন থেকে এত পরিমাণ কাঠ উদ্ধার হয়নি

গ্রেপ্তার হবেন বিরাটের টিমের কর্তা

বেঙ্গালুরু, ৫ জুন : বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট ট্র্যাজেডির ঘটনায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল। কর্ণাটক হাইকোর্ট এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করার পরেই রাজ্য সরকার সাসপেন্ড করল বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার বি দয়ানন্দ সহ পাঁচ বড় পুলিশ কর্তাকে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার ঘোষণা, গ্রেপ্তার করা হবে আরসিবি কর্তাদের।

দুপুরে আদালতে সরকারের বক্তব্য ছিল, এই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সিআইডি-কে। গঠন করা হচ্ছে বিশেষ তদন্তকারী দলও (সিট)। রাতে মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন, বিচারবিভাগীয় তদন্ত হবে।

বেঙ্গালুরুতে সাসপেন্ড পুলিশ কমিশনার

এফআইআর করা হয়েছে আরসিবি, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা ও এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার বিরুদ্ধে।

মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে কাঠগড়ায় বিরাট কোহলির দল। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলের দুই সদস্য কপিল দেব এবং মদন লাল কড়া সমালোচনা করেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের। এত মানুষ প্রাণ হারানোর পরও কেন উৎসব বন্ধ হল না, তা নিয়ে সোচ্চার প্রাক্তনদের অনেকে। কপিলের বক্তব্য, উৎসবের চেয়ে প্রাণের মূল্য বেশি। মদন লালের মন্তব্য, একশো কোটি টাকার মামলা করা উচিত আরসিবি ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে।

এর মধ্যে অব্যাহত বিজেপি ও কংগ্রেসের তর্জা। ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য আগের দিনই সব দায় ঝেড়ে ফেলেছে।

এরপর দশের পাতায়

হেপাজত থেকে পালাল আসামি

মালদা ও হবিবপুর, ৫ জুন : পুলিশি হেপাজত থাকাকালীন আসামি পালানোর ঘটনায় শোরগোল পড়েছে মালদা জেলা পুলিশ মহলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানা এলাকায়। যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে হবিবপুর থানার পুলিশ। তবে বিষয়টি মেনে নিয়েছেন জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক। ওই শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, সম্ভবত চুরির ঘটনায় ওই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ধৃত আসামি পুলিশি হেপাজতে ছিল। তবে এদিন শারীরিক পরীক্ষা করানোর সময়, নাকি চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে গিয়ে ওই আসামি পালিয়ে যায় তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি। পলাতক ওই আসামির খোঁজে পুলিশি তল্লাশি জারি রয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশের ওই শীর্ষ আধিকারিক।

এই বিষয়ে হবিবপুর থানার আইসি সহ পুলিশ সুপারকে ফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠানোর পরেও তাঁদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, শারীরিক পরীক্ষা করানোর পর ওই আসামি কোথায় সিলিন্ডার বিক্রি করেছিল তা দেখাতে গিয়ে পালিয়ে যায়।

তবে পুলিশি হেপাজত থেকে আসামি পালানোর ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে মালদা মেডিকেলের পুলিশ সেল ওয়ার্ডের শৌচালয় দিয়ে আসামি পালানোর ঘটনা ঘটেছিল। যদিও পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে সেই আসামিকে কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল। তারও আগে মালদা জেলা আদালতের পুলিশ সেল থেকেও আসামি পালানোর ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা নিয়ে গোটা রাজ্যে তোলপাড় পড়েছিল। শুধু তাই নয়, আসামি পালানোর চেষ্টা হয়েছিল মালদা জেলা সংশোধনাগার থেকেও। যদিও কারাগার কর্মীদের তৎপরতায় আসামিদের সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

এদিন বিকেলে হবিবপুর থানা চত্বর যেন ছিল নিঝুম। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আইসি নেই থানায়। জরুরি কাজে থানার বাইরে। অন্যান্য অধিকাংশ অফিসারদেরও দেখা যায়নি। তাঁরাও নাকী জরুরি কাজে থানার বাইরে ডিউটিতে। হঠাৎই থানা থেকে প্রায় সব

হবিবপুর

পুলিশ অফিসারদেরই একই সঙ্গে ডিউটিতে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে এদিনের পরিবেশটা যেন একটু অন্যরকম ছিল। নিজেদের দরকারে থানায় আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যক্তিও বললেন, জানি না কী হয়েছে। তবে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে। কোনও অফিসার'কে পেলাম না। ফের অন্য দিন আসতে হবে। এদিকে থানা থেকে বেরিয়ে হবিবপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় দেখা গেল বিভিন্ন ছোটো বড়ো গাড়ি থামিয়ে গাড়ির ভেতরটা খুব ভালো করে চেক করছে পুলিশ। কখনও এভাবে চেক করার নজির থাকলেও হঠাৎই এদিনের পুলিশের এমন তৎপরতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেন পথচারীরা। এদিকে আগে একবার ফোনে হবিবপুরের আইসি'র সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও ফোন ধরেননি তিনি। ফের বিকেলে ফোন করলে 'জরুরি কাজে আছি' বলে ফোন কেটে দেন তিনি।

সোনালি চা বাগান নিয়ে তথ্যচিত্র দেখানো হচ্ছে বাগানবাসীকে।

রুপোলি পর্দায় সোনালি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ জুন : বাগান বন্ধ হলে যে সীমাহীন দুর্দশা নেমে আসে, তা শুধু জানেন ভুক্তভোগী শ্রমিকরাই। ডুয়ার্সের এক সময়ের বহুচর্চিত সোনালি চা বাগান বন্ধ হওয়া ও পরবর্তীতে শ্রমিকদের বেঁচে থাকার সোনালি আখ্যানকে রুপোলি পর্দায় তুলে ধরলেন চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরাই। ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের সেই তথ্যচিত্রের নাম 'খুন পসিনা যেকর, চা বাগান উকর' (রক্ত ঘাম যাঁদের, চা বাগান তাঁদের)। বৃহস্পতিবার ওই বাগানেরই বড়া লাইনে বড় পর্দায় প্রথমবারের মতো দেখানো হল সেই তথ্যচিত্র।

যাঁদের দু'বছরের পরিশ্রমে ওই অসাধ্যসাধনটি সম্ভব হয়েছে তাঁদের অন্যতম জন ওরাওঁ নামে সোনালিরই এক কলেজ পড়ুয়া। তথ্যচিত্রের ফিল্ড রিসার্চার ওই তরুণের কথায়, 'সোনালির সত্য ঘটনার মাধ্যমে যে কোনও বাগানেই রুটিরুজি না থাকলে পরিস্থিতি যে কী হয় তা প্রতীকী রূপে তুলে ধরা হয়েছে।' তথ্যচিত্রটির নির্মাতা ও ডুয়ার্সের সমাজকর্মী রূপম দেব বলছেন, 'বাগান বন্ধ হলে সমবায়ই হতে পারে একমাত্র হাতিয়ার। আমাদের তথ্যচিত্র দেখলে একথা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।' তথ্যচিত্রটি আপাতত তৈরি হয়েছে কিছুটা সাদরি, কিছুটা কুরুখ ভাষায়। সহকারী নির্মাতা শারদ মাহালি বলেন, 'পরবর্তীতে সাব-টাইটেল হবে বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও ইংরেজিতে।'

ঠিক কী ঘটেছিল সোনালি বাগানে? পুজোর বোনাস সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বাগানটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শ্রমিকরা সমবায় গড়ে তোলেন। ১৯৭৮ সালের ৯ জুলাই পর্যন্ত সেই সমবায় চলে সাফল্যের সঙ্গে। ১৯৭৭ সালে তো তারা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিয়ে ইতিহাসও সৃষ্টি করে। তথ্যচিত্রে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে, বাগান খোলার দাবিতে সোনালির শ্রমিকদের তিস্তা নদী পেরিয়ে হেঁটে জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দপ্তরে ধর্নায় যাওয়ার সেই রোমহর্ষক দৃশ্যও।

সোনালির সেই সোনালি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনও সেখানে কয়েকজন রয়েছেন। তাঁদেরই একজন, সমবায়টির ভাইস চেয়ারম্যানের পদে থাকা মাট্টু ওরাওঁ। পুরোনো দিনের কথা দেখতে গিয়ে এদিন সন্ধ্যায় ডুকরে কেঁদে ওঠেন ওই বৃদ্ধ। বলেন, 'আমরা পেরেছিলাম। একই পথ অনুসরণ করলে অন্য বন্ধ বাগানও পারবে।'

হিলিং রেভোলিউশন

নিউজ ব্যুরো

৫ জুন : আয়ুর্বেদিক হার্বস, ডায়েটকে কেন্দ্র করে অনেক বই রয়েছে। এবার ওই সব বইয়ের বিপরীতে রাম কে শর্মা তাঁর নতুন বই নিয়ে এসেছেন হিলিং রেভোলিউশন : আয়ুর্বেদা, যোগ, জীবনযাত্রার মাধ্যমে ১০০ রকমের অসুস্থতাকে পরাজিত করুন। এটি এমন একটি বই যা আয়ুর্বেদ ও যোগের প্রাচীন বিজ্ঞানকে এক করে। লেখক বলেছেন, 'যদি এই তিনটি উপাদানকে চিন্তাভাবনা করে একত্রিত করেন, নিরাময় প্রক্রিয়াটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে দ্রুত ও আরও কার্যকর হয়ে যায়।' এই বইটি সময় পরীক্ষিত, প্রাকৃতিক ও টেকসই কৌশলগুলোর সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার আমন্ত্রণ।

সম্মানিত অর্পণ

দিনহাটা, ৫ জুন : কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণে বিশেষ অবদানের জন্য সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (অসম) সেরা বিজ্ঞানীর সম্মান দিয়েছিল দিনহাটার ছেলে তথা কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ অর্পণ ভৌমিককে। এবার গত ১২ বছরের প্রেক্ষিতে অসাধারণ অবদানের জন্য জাতীয় স্তরের স্বীকৃতি হিসেবে বৃহস্পতিবার জাতীয় কৃষিবিজ্ঞান অ্যাকাডেমি এনএএএস অ্যাসোসিয়েটশিপ পুরস্কারে সম্মানিত করল অর্পণকে।

আজ টিভিতে

হর হর ব্যোমকেশ রাত ৯.০০ কালার্স বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বকুল প্রিয়া, দুপুর ১.০০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ বদলা, ১.০০ চলো প্রেম করি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.০০ ঘাতক, সন্ধে ৭.০০ জোর, রাত ১০.০০ কাছের মানুষ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আক্রোশ, দুপুর ২.০০ স্বপ্ন, বিকেল ৪.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ১.০০ বিনিসুতোয়

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শ্বেত পাথরের থালা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক, রাত ৯.০০ হর হর ব্যোমকেশ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৩ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৩.৪০ ভীরা : দ্য পাওয়ার, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৪৫ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.১৫ নক্সা : আনলক দ্য মিস্ট্রি, দুপুর ১.৩০ পঙ্গা, বিকেল ৩.৪৫ ফিলৌরি, সন্ধে ৬.১৫ রাজনীতি, রাত ৯.০০ নিউ ইয়র্ক, ১১.৩০ ব্যাং ব্যাং

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ শাদী মে জরুর আনা, দুপুর ২.০৬ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৫.০০ প্লেয়ার্স, রাত ১০.১০ এনিমি

সিংহম এগেইন সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা এইচডি

শ্বেত পাথরের থালা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩৩ অ্যাটাক, ২.৩৩ সত্য প্রেম কি কথা, বিকেল ৫.০১ ডক্টর জি, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ রঞ্জনা, ১১.২০ বদলাপুর

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইয়ার্ডের উন্নতকরণ

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের সামান্য মেরামতি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সাহিবার সুরক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার জংশনে নির্মাণ কাজ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : গজ উন্নয়ন মণিয়ান, কুরেঠা, প্রাণপুর, লাভা, দন্ডখোড়া, সোনাইলি, কাটিয়া এবং সালমারী গজ - মোট ৮ গজ। টেন্ডার মূল্য : ৫,৯৪,৩০,২৭১.৬১/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৪,৪৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহারের আওতাধীন গজ উন্নয়ন কাজের জন্য মণিয়ান, কুরেঠা, প্রাণপুর রোড, লাভা, দন্ডখোড়া, সোনাইলি, কাটিয়া এবং সালমারীতে ব্যালাস্ট সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য : ৫,৬১,৫৬,৫০০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৪,৩০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন আইএনএসআইটিইউ ফ্যাব্রিকেশন অফ গ্লুড জয়েন্ট দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ক্রটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্টের নৈমিত্তিক পুনর্নবীকরণ। টেন্ডার মূল্য : ৭৫,০৯,৮৩৩.৯৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৫০,২০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার-জোগবানি সেকশনের অধীনে বাথনাহা ও পূর্ণিয়ায় পণ্য সাইডিং অ্যাপ্রোচ রোড মেরামত। টেন্ডার মূল্য : ৬৫,১৪,২৩৩.১৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৩০,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ১০-এপি-III-২০২৫। কাজের নাম: ... ৩৫ কোটি থেকে ৫৫ কোটি ওজনের শিসেল বোতার এবং আনস্ক্রীনড শিসেল সরবরাহ"। টেন্ডার মূল্য: ১৫৯,৫৩,৮৭৭.১১ টাকা; বায়না ধন: ২,২৯,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৪-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-১২; তারিখ : ০২-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : এসএসই/টেলি/কাটিহার - এর কাটিহার ডিভিশনের সিনিয়র ডিএসটিই/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন টেলিকম গিয়ারগুলির পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নতি। টেন্ডার মূল্য : ৫১,৯০,১৮৩.২৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,০৩,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/২৬ অফ ২০২৫, তারিখ: ০২-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: অইটেম নং ১; অইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এসএসই/পিডব্লিউ/মরিয়ানি জংশন -এর আওতাধীন ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৫২,৬৬,৩৫৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,০৫,৩০০/- টাকা; অইটেম নং ২; অইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে: এডিইএন/তিনসুকিয়ার এখতিয়ারাধীন ডিডি/২৭, ডিডি/৪৩, ডিডি/৬৯, ডিডি/৭০ এবং ডিডি/৮০ বাদ দিয়ে এল-ক্রসিং গেট ডিডি/২৭ এবং ডিডি/২৮, ডিডি/৪৩ এবং ডিডি/৪৪, ডিডি/৬৮, ডিডি/৬৯, ডিডি/৭০ এবং ডিডি/৭১ ও ডিডি/৮০ এবং ডিডি/৮১ -এর একত্রীকরণ। টেন্ডার মূল্য: ৪,৫৭,০৭,৭১৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৭৮,৫০০/- টাকা; সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/ bidders for **NIeT No. 1717/2025-26** dated 05.06.2025, for Repairing and Renovation of Nandanpur Amarkhana Primary Schools under Sadar Block, Jalpaiguri.

For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in Date for submission of bids starts from **09.06.2025 at 12.00 PM**. Last date for submission of tender is **16.06.2025 upto 18:00 hrs**. other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SADAR BLOCK JALPAIGURI

NIQ NO : **1750 DATED : 04/06/2025**, invited by the undersigned for 01 no's of works under Sadar Block, Jalpaiguri, The last date & time of submission of quotation is 10/06/2025 up to 14.00 hours. Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

জুন, ২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে জুন, ২০২৫ মাসের জন্য রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিম্নরূপে নির্ধারিত হয়েছে:

ক্র.নং.	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	জুন, ২০২৫	১২-০৬-২০২৫, ১৯-০৬-২০২৫ ও ২৬-০৬-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সিনিয়র ডিএমএম, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
ADVERTISEMENT

1. Applications are invited with full Bio Data, attested copies of testimonials and passport size photograph for the post of TGT (Hindi) on Adhoc Basis alongwith a demand draft of 250/- in favour of Principal, Army Public School, Sukna payable at Siliguri on or before **20 Jun 2025**. Preference will be given to experienced candidates. Interview will be held on **25 Jun 2025** at **09.00 A.M** in the School. Age limit should not exceed 40 years in respect of candidates who do not have any teaching/work experience. Salary shall be as per the AWES norms.

Post	No of Post / existing Vacancy	Qualifications
TGT (Hindi)	01 (Adhoc)	Graduate (with the subject in which employment is sought), B.Ed. and equivalent with minimum 50% marks in each. In case the candidate does not posses 50% marks in graduation but has obtained 50% or more marks in Post-graduation in the subject, the candidature shall be valid. Salary–Rs. 31,215/-(Approx) per month (Consolidated)

2. No Call letter for interview will be issued.
3. Language Proficiency Test (Hindi) and Computer Proficiency Test will be held at APS, Sukna on the day of interview at 0900 hrs and interview will be held on the same day.
4. Applications duly completed should be sent direct to **Army Public School, Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling-734009** within 20 Jun 2025.

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 05 Jun 2025

Sd/x x x x x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

কর্মখালি

সারদা শিশুতীর্থ, তুলসীপাড়া, রূপাহার, উঃ দিঃ, ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষক B.Ed বাধ্যতামূলক। বায়োডাটা জমার তারিখ ০৭/০৬/২০২৫ কার্যালয়ে। সংগীত, নৃত্য, তবলা দক্ষরা অগ্রাধিকার। সাক্ষাৎকার-০৮/০৬/২০২৫ (দুপুর ৩টা) যোগাযোগ- ৯৩৩২০২১৩৫৬/৯৪৭৪৩২৪৮৩৬

TEACHERS REQUIRED
(Walk In Interview)
VIVEKANAND MISSION VIDYAPEETH, Madhopur, Madhubani, Bihar (affiliated to CBSE +2 LEVEL, AFFL. NO – 330435, School No - 65435) Website:- www.vmvmadhubani.org & VIVEKANAND MISSION VIDYAPEETH JUNIOR, Madhubani, Bihar. Website:- www.vmvjunior.com Urgently Need NTTS/PRTS/TGTS/PGTS For All Subjects Handsome Salary With Perk. Mail on:- vmvmadhubani@yahoo.com & vmvjuniormdb@gmail.com
CALL:- 7903746956/97981864171.
1. Venue:- Summit Barsana Resort & Spa Kalimpong, Barsana Fatak Upper Cart Road, kalimpong West Bengal – 734301
Date of Interview:- 07-06-2025 (Saturday):- 12:30 PM TO 05:00 PM & 08-06-2025 (Sunday):- 10:00 AM to 05:00 PM
2. Venue:- Vibgyor Endeavours First Cry Intellitots Playschool Opp P & T Colony Jalpaimore, Siliguri - 734005
Contact For Address Assistance +91 75859 52242
Date of Interview:- 09-06-2025 (Monday):- 11:00 AM to 04:00 PM

মালিগাওঁএ নবীকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২৭ অফ ২০২৫ তারিখ: ০৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিইএসটিএমএলজি-৩৩-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: মালিগাওঁএ-এসএসই/ডব্লিউএইচকিউ অধিক্ষেত্রের অধীনে মুখ্য কার্যালয় ভবনের পূর্ব, পশ্চিম এবং সেন্ট্রাল ব্লকের বহির্ভাগের উন্নীতকরণ সহিত ... টাকা। বায়না রাশি: ৩,২৩,৬০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিইএসটিএমএলজি -৩৪-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: এসএসই/ডব্লিউএইচকিউ অধিক্ষেত্রের অধীনে মুখ্য কার্যালয় পরিসরে কমন টয়লেট ব্লকের উন্নীতকরণ সহিত পিসিএসটিই, পিসিই, পিসিপিও, পিসিএমডি, পিসিএসসি এবং পিসিওএম/এনএফআর এবং অন্যান্য অধিকারিদের সেম্বার ও কার্যালয়ের নবীকরণ (রি-টেন্ডার)। টেন্ডার রাশি: ৩,৬৪,২১,১১১.৬০/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩২,১০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিইএসটিএমএলজি-৩৫-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: মালিগাওঁ মুখ্য কার্যালয়ে- উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় পরিসরে অগ্নির সাথে মোকাবিলা এবং অগ্নি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৩,৯২,১৬,০৩৬.০৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৪৬,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময়: ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/হেড-কোয়ার্টার, মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি Jahirul Miya S/o- Md. Afsar Ali Miah, Vill+P.O.বাগানবাড়ী P.S. ফালাকাটা Dist. আলিপুরদুয়ার আধার কার্ডে, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স আমার পিতার নাম ভুল থাকায় গত 05.06.25 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার পিতার নাম, Md Afsar Ali Miah, Afehhar Ali, Aphachhar Ali এবং Afsar Ali একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন। (B/S)

•

আমি Binoy Das পিতা রামপদ দাস ঠিকানা-গণেশ ঘোষ কলোনি, চম্পাসারি, শিলিগুড়ি, পোস্ট এবং থানা-প্রধাননগর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিলিগুড়ি কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ এর Affidavit দ্বারা Binay Das নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No-2314, Date 05/06/2025. Binoy Das ও Binay Das একই ব্যক্তি। (C/116752)

•

আমার আধার কার্ড নং 438002331025 এবং ভোটার কার্ড নং WB/01/008/321242 নাম ভুল থাকায় গত 30-05-25 সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Tarani Kumar Barman, Taranikanta Barman এবং Tarani Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মোয়ামারী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। PIN-736134, W.B. ভারত। (C/115959)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
HOUSE FULL-5
*ing: Akshya Kumar, Riteish Abhishek Bachahan & Others.
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
AC/Dolby Digital

Now showing at
BISWADEEP
Sajid Nadiawala in
HOUSE FULL-5
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০২৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০২৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে কিছু দেওয়ার আগে একবার ভাবুন। নিকট কোনও আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। **বৃষ :** বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে দিনটি কাটবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনাকে ভুল বুঝতে পারে। **মিথুন :** পরিবারকে সময় দিন। আপনার স্ত্রীর বুদ্ধিবলে কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন। **কর্কট :** কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার অপরকে দেবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবরের আশা করতে পারেন। **সিংহ :** কর্মক্ষেত্রে চমকপ্রদ কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। দাম্পত্যে কিছু সমস্যা হতে পারে। **কন্যা :** কাউকে বিশ্বাস করে মনের কথা বললে অনুতাপ করতে হতে পারে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। **তুলা :** কোনও গুরুজনের আন্তরিকতায় উপকৃত হবেন। ব্যবসায় প্রচুর লাভের সম্ভাবনা। **বৃশ্চিক :** সন্তানের সৃজনশীল কাজে গর্বিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। **ধনু :** কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। **মকর :** পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সামান্য জটিলতা। **কুম্ভ :** অত্যাধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থক্ষতি। সৃজনশীল কাজে সম্মানিত হবেন। **মীন :** প্রিয় বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসার জটিলতা কাটবে। বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন, ২০২৫, ২২ জেঠ, সংবৎ ১১ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৭। শুক্রবার, একাদশী অহোরাত্র। হস্তানক্ষত্র দিবা ৭।৫৯। ব্যতীপাতযোগ দিবা ১১।৫৭। বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৫।১৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের দশা ও বংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৭।৫৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৯।১৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৮।১৬ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৫৬ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।৫৭ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।১৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ১১।৫৭ গতে অপরাহ্ণ ৫।১৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫০ গতে ৬।৪২ মধ্যে ও ৯।২৫ গতে ১০।১৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- ১২।৮ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩১ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধূপগুড়ি স্টেশনে ধুন্ধুমার কাণ্ড চারজনের

দ্বিতীয় স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের ওপর চড়াও

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৫ জুন : ঘটনাস্থল ধূপগুড়ি রেলস্টেশন চত্বর। বুধবার বিকেলে সেই জায়গা তখন যুদ্ধক্ষেত্র। দুই পুরুষ ও দুই নারী মিলে এ ওঁর ওপর ঝাঁপাচ্ছেন, চুল টেনে ছিঁড়ে দিচ্ছেন। মুখের ভাষা যাঁদের কানে যাচ্ছে তাঁরা পারলে তখন কানঢাকা টুপি খুঁজছেন। অনেকেই যাকে বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'। কী করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। শেষমেশ জিআরপি আসরে নামে। দুই পুরুষকে নিয়ে গিয়ে বাহিনীর হাজতে পুরে দেওয়া হয়। তারপর কী হল সেটা জানার আগে কী কারণে গোটা ঘটনার সূত্রপাত তা একবার জেনে নেওয়া যাক।

এই খবরে অনেক 'সম্পর্ক' আছে। ঠিকমতো না বুঝতে পারলে সমস্যা। তাই একেবারে গোড়া থেকে শুরু করা যাক। বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ির বাসিন্দা পেশায় আলুর ফড়ে এক তরুণ বছর তেইশ আগে প্রেম করে বিয়ে করেন। দম্পতির চার সন্তান। সময়ের কোপ দুজনের বাঁধন কিছুটা ঢিলে করেছিল। এই সুবাদেই তরুণের মন ফের উড়ুউড়ু। ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে কাজের সুবাদে পরিচয়ের সূত্রে তিনি এক তরুণীকে বিয়ে করে বসেন। তাঁর সঙ্গে সংসারে দুই সন্তান। ঘটনার খবর বেশিদিন চাপা থাকেনি। তারপরই ঘোর অশান্তি শুরু। সমস্যা মেটাতে ওই তরুণই আসরে নামেন। সন্তান সহ প্রথম স্ত্রীকে ধূপগুড়ির উত্তর আলতাগ্রামে তিনি একটি বাড়ি করে দেন। দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে তেলিপাড়া এলাকায়

আলাদা বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। ইচ্ছে ছিল দুজনকেই নিয়ে সুখে সংসার করবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। সময়ের ভাগবাঁটোয়ারাটা যেন কিছুতেই ঠিক হচ্ছিল না। তাই দুই বাড়ির পরিবেশই যেন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। লড়াই থানাপুলিশ অবধিও গড়িয়েছিল। ওই তরুণের অবস্থা তখন যেন 'না ঘরকা না ঘাটকা'। জীবনে দুই স্ত্রী, অথচ কারও কাছেই নিজেকে আদর্শ স্বামী হিসেবে পেশ করতে পারছিলেন না।

এই পরিস্থিতিতেই সময় নিজের নিয়মে নতুন খেলা শুরু করে। আংরাভাসা এলাকার এক ব্যক্তি প্রেমিক হিসেবে ওই তরুণের দ্বিতীয় স্ত্রীর জীবনে এলেন। সেটা বছর তিনেক আগের ঘটনা। পেশায় ডাম্পারচালক সেই প্রেমিক নিজেও ঘোর সংসারী। ঘরে স্ত্রী ও দুই সন্তান। বানারহাটের সেই তরুণ অবশ্য দ্বিতীয় স্ত্রীর দ্বিতীয় প্রেমের বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারেননি। অতএব নতুন করে আরেক অশান্তি।

এরপর দশের পাতায়

আমাগো দ্যাশে ফেরান...

থানায় এসে অবাক আর্জি ১৬ বাংলাদেশির

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ জুন : 'আমাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠান।' এমনই আজব আর্জি নিয়ে হঠাৎ কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় হাজির ১৬ জন বাংলাদেশি। তাঁদের কথা শুনে পুলিশ আধিকারিকরা হতচকিত হয়ে যান। দ্রুত তাঁরা ওপরমহলে যোগাযোগ করেন। জেলা পুলিশের বড় কর্তারা খোঁজখবর শুরু করেন বিষয়টি নিয়ে। ওই বাংলাদেশিদের জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা বলেছেন, 'এদিন মোট ১৬ জন নিজেদের বাংলাদেশি পরিচয় দিয়ে কোতোয়ালি থানায় এসেছিলেন। বিদেশি আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ বছর ধরে ওই বাংলাদেশিরা পঞ্জাব, হরিয়ানা, নয়ডা সহ বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকের কাজ করতেন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশিদের ধরপাকড় শুরু হতেই এদিন তাঁরা কোচবিহারে আসেন। প্রথমে দিনহাটা ও পরে কোতোয়ালি থানায় হাজির হন তাঁরা। নিজেদের বাংলাদেশি পরিচয় দিয়ে তাঁরা জানান, বহু বছর আগে প্রত্যেকেই দালাল মারফত তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। এখন নিজের দেশে ফেরত যেতে চান।

কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন

কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় বাংলাদেশিরা। বৃহস্পতিবার। -জয়দেব দাস

ঘোরাল পুলিশ

- ওই বাংলাদেশিরা পঞ্জাব, হরিয়ানা, নয়ডা সহ বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকের কাজ করতেন
- বৃহস্পতিবার প্রথমে তাঁরা দিনহাটা থানায় এসে বাংলাদেশে ফেরানোর আর্জি জানান
- সেখান থেকে তাঁদের কোতোয়ালি থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেয় পুলিশ

জায়গায় বাংলাদেশিদের 'পুশব্যাক'-এর খবর মিলছে। সম্প্রতি জেলা পুলিশের হাতে বহু বাংলাদেশি গ্রেপ্তারও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের দেশে ফিরতে চাওয়ার ঘটনায় পুলিশ মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিজেদের বাংলাদেশি পরিচয় দিয়ে ওই ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, এদিন তাঁরা ট্রেনে কোচবিহারে আসেন। প্রথমেই দিনহাটায় যান। দিনহাটা থানায় গেলে সেখানকার পুলিশ তাঁদের কোতোয়ালি থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেয় বলে দাবি বাংলাদেশিদের। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তার না করে দিনহাটা পুলিশ তাঁদের অন্যত্র পাঠাল কেন? মাঝপথে যদি তাঁরা উধাও হয়ে যেতেন বা কোনও অসামাজিক

এরপর দশের পাতায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর ঃ কালিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের (ডব্লুভিএম) চুক্তিস্থ বণ্টনের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে ঃ- **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ ডব্লুভিএম-২০২৫-৭, নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৫ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে।** মালদা ডিভিসনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের (ডব্লুভিএম) জন্য ই-নিলামঃ এসইকিউ. নং. ঃ এএ/১, লট নং/বিভাগ ঃ এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১ এবং স্টেশন ঃ গোজ্জা, হাঁসডিহা, মীর্জাচৌকি, সাহেবগঞ্জ, বারহারওয়া, তিনপাহাড় এবং রাজমহল। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-77/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর ঃ কালিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), (নিলাম পরিচালনকারী অফিসার) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে ঘরের বাইরে (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) নীতির অধীনে বিজ্ঞাপনের লটগুলির জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-২০২৫-০৭।**

মালদা ডিভিসনে ঘরের বাইরে (ওওএইচ) ই-নিলাম

এসইকিউ. নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন ঃ এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১, ভাগলপুর।

মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর ই-নিলাম

এসইকিউ. নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন ঃ এবি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-আরজেএল-ওএসডি-২২০-২৫-১, রাজমহল।

মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর ই-নিলাম

এসইকিউ. নং, লট নং/বিভাগ, স্টেশন ঃ এসি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১, ভাগলপুর, **এসি/২,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১, ভাগলপুর, **এসি/৩,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১, ভাগলপুর, **এসি/৪,** এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১, মালদা টাউন, **এসি/৫,** এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১, মালদা টাউন, **এসি/৬,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১, ভাগলপুর, **এসি/৭,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/৮,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১, ভাগলপুর। **নিলাম শুরু ঃ** (প্রতিক্ষেত্রে) ১৮.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। আরও বিশদের জন্য সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-75/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টিকা দিতে গিয়ে হাড় ভাঙল সদ্যোজাতর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ জুন : সদ্যোজাতকে ভ্যাকসিন দিতে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে ফেলার মতো চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শুধু তাই নয় সেই চিকিৎসা না করেই সদ্যোজাতকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

পায়ের যন্ত্রণা নিয়ে একদিনের মধ্যে সদ্যোজাতকে ফের এমজেএন মেডিকেলের মাতৃমা বিভাগে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে রেফার করে দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এখন সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। কর্তব্যরত নার্স ও চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন সদ্যোজাতের বাবা। অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেছেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

গত ১৫ মে কোচবিহার-২ ব্লকের কালপানি এলাকার বাসিন্দা করিনা পারভিনকে মাতৃমায় ভর্তি করা হয়। সেদিন রাতেই তিনি সিজারিয়ান পদ্ধতিতে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। পরদিন সকালে কর্তব্যরত নার্স সদ্যোজাতকে ভ্যাকসিন দেন। পরবর্তীতে সেই জায়গায় ফুলে যায় ও লালচে ভাব দেখা যায় বলে অভিযোগ। ২১ মে রাতে তাদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পায়ের ব্যথা ও ফোলা ভাব না কমায় ২২ মে সদ্যোজাতকে ফের মাতৃমায় নিয়ে যাওয়া হয়।

- ১৫ মে কন্যাসন্তানের জন্ম
- পরদিন সকালে কর্তব্যরত নার্স সদ্যোজাতকে ভ্যাকসিন দিলে সেই জায়গা ফুলে যায়
- ২১ মে হাসপাতাল থেকে ছুটি, পায়ের ব্যথা না কমায় ২২ মে সদ্যোজাতকে ফের মাতৃমায় নিয়ে যাওয়া হয়
- ৩১ মে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার
- পরীক্ষার পর এক্স-রে রিপোর্টে দেখা যায় ওই শিশুর হাড় ভেঙে গিয়েছে

প্রতীকী ছবি।

সেখানে এসএনসিইউ বিভাগে রেখে তার চিকিৎসা চলে। ৩১ মে তাঁকে রেফার করা হয়। সদ্যোজাতের বাবা রমজান আলি বলেছেন, 'ভ্যাকসিন দেওয়ার পর থেকেই আমার সন্তান অস্বাভাবিক হারে কান্নাকাটি করত। নার্সদের জানালে তারা বলত এটি স্বাভাবিক বিষয়। মাতৃমা থেকে রেফারের পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তখন এক্স-রে রিপোর্টে দেখা যায় সন্তানের হাড় ভেঙে গিয়েছে।'

তিনি ক্ষোভের সুরে আরও বলেন, 'যখন প্রথমবার মাতৃমা থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় তখন আমার স্ত্রী একজন ডাক্তারকে বলেছিল যে, আমার বাচ্চা সুস্থ হয়নি। এখনই বাড়ি যাব না। তখন ওই ডাক্তার জবাবে বলেছিলেন, এটা কি তোমার শ্বশুরবাড়ি? একজন চিকিৎসক এভাবে কথা বলতে পারেন? আমি পুরো ঘটনার তদন্ত চাই।'

ওই সদ্যোজাত উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেই চিকিৎসাধীন। ভালো পরিষেবার জন্য কিছুদিন আগেই কেন্দ্রের তরফে পুরস্কার পেয়েছে এমজেএন মেডিকেলের মাতৃমা বিভাগ। তারপর এই ভ্যাকসিন দিতে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে ফেলার মতো অভিযোগ রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে কর্তৃপক্ষ।

নিয়ম না মেনে গ্রেপ্তার সেই আফগান তরুণীদের

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : সেই দুই আফগান তরুণীকে গ্রেপ্তারির ঘটনায় মুখ পুড়ল পুলিশের। তাদের গ্রেপ্তারির সময় নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ। তাছাড়া ওই দুজনের কাছে ইউনেসকোর রিফিউজি কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল কেন, সেই প্রশ্নও উঠেছে। বৃহস্পতিবার ওই দুজনের জামিন মঞ্জুর হয়ে যায়।

গত শনিবার রাতে মাটিগাড়ায় একটি পাবের ইভেন্টে যোগ দিতে এসেছিলেন ওই দুই আফগান তরুণী। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা একটি হোটেলে রুম বুক করার সময় হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের খবর দেয়। অভিযোগ করা হয়, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভারতে রয়ে গিয়েছেন। তখন পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। কিন্তু রাতে মহিলাদের গ্রেপ্তার করতে গেলে মহিলা আধিকারিক থাকা প্রয়োজন। সেদিন পুলিশের বাহিনীতে কোনও মহিলা আধিকারিক ছিলেন না। আদালতে এটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ওই দুই তরুণীর আইনজীবী জনার্দন পেরিওয়ালের বক্তব্য, 'অ্যারেস্ট মেমোর ১০ নম্বর কলাম খালি ছিল। সেখানে নিরপেক্ষ কাউকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে হয়। পাশাপাশি একজন পুরুষ অফিসার গ্রেপ্তার করেছেন। সেটা একজন মহিলা অফিসারের করার কথা। পাশাপাশি ওই দুই তরুণীর কাছে ভারতে থাকার মতো বৈধ কাগজপত্র রয়েছে।'

পুলিশ সূত্রের খবর, তাঁদের ভিসার মেয়াদ ছিল ২০১৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তাঁদের কাছে রিফিউজি কার্ড ছিল। রিফিউজি কার্ড থাকলে কোনও বিদেশিকে গ্রেপ্তার করা যায় না। তাঁদের রিফিউজি কার্ডের মেয়াদ রয়েছে ২০২৭ সাল পর্যন্ত। প্রথমে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছিল, একটি কার্ড পাওয়া গিয়েছে। রবিবার দুজনকে আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশকে সেই কার্ড যাচাইয়ের নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার সময় পুলিশের গাফিলতির বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে। কার্ডের ব্যাপারেও ক্লিনচিট দেওয়া হয়।

টুকরো খবর

কাঠ সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : অভিযান চালিয়ে শাল ও সেগুন কাঠ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল বন দপ্তরের সুকনা রেঞ্জ। রংটং স্টেশনের কাছে ১১০ নম্বর (সাবেক ৫৫ নম্বর) জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি সমেত বিশাল রাই ও শৈলেন রাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের ব্যবহৃত পিকআপ ভ্যানটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে হেপাজতে নিয়েছে সুকনা রেঞ্জ। সুকনার রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলির বক্তব্য, 'আমাদের কাছে খবর আসে অবৈধভাবে কাঠ পাচার করা হচ্ছে। ধৃতরা ওই কাঠের বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি।'

গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : রেলের কামরায় ধর্ষণের ঘটনায় এবার দুই রেলকর্মীকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপি। বুধবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল, সন্তোষ শা ও নরেন্দ্র পাসোয়ান। ঘটনার সময় অভিযুক্তকে ধরলেও টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সন্তোষদের বিরুদ্ধে। রেলকেও বিষয়টি চিঠি দিয়ে জানিয়েছে জিআরপি। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তুলে হেপাজতে নেয় রেল পুলিশ।

মাদক উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ৫ জুন : নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত নিরপানি কলাবাড়িতে বুধবার রাতে দার্জিলিংয়ের দুই তরুণ ব্রাউন সুগার সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। জিগমি তামাং এবং সোহম লামজেল নামে ওই দুই তরুণ ব্রাউন সুগার নিয়ে একটি বাইকে করে পানিঘাটার দিকে যাচ্ছিল। দুজনকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ তাদের কাছ থেকে ২৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে।

নতুন আজ শপথ নেবে সবুজের নামে।। *বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ভাইবোনের বৃক্ষরোপণ। ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় বৃহস্পতিবার। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক*

হাতির চিকিৎসা শুরু

ক্রান্তি, ৫ জুন : অবশেষে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের উদ্যোগে জখম হাতির চিকিৎসা শুরু হল। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ ও বেঙ্গল সাফারির দুজন বিশিষ্ট পশুচিকিৎসক মিলে অচৈতন্য করে হাতিটির চিকিৎসা করেন বৃহস্পতিবার। বন দপ্তর সূত্রে খবর, চিকিৎসায় অনেকটাই সুস্থ হয়েছে হাতিটি।

সেই বুনোর ওপর নজরদারি রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগে ফুলঝোরা বিটে সপ্তাহখানেক আগে, পূর্ণবয়স্ক দাঁতালকে আহত অবস্থায় দেখতে পান বনকর্মীরা। বন দপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, অন্য হাতির আক্রমণে গুরুতর জখম হয় ওই হাতিটি।

র‍্যালি

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার একটি র‍্যালির আয়োজন করা হল। র‍্যালিতে প্রাক্তন সেনা সহ বিভিন্ন সময় শহিদ হওয়া সেনাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালিটি পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

শিলিগুড়িতে রাজ্য মহিলা কমিশনের দল

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : বৃহস্পতিবার রাজ্য মহিলা কমিশনের একটি দল শিলিগুড়িতে পৌঁছেছে। তারা এবার উত্তরবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় নারী পাচার রুখতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেবে। কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এবছর আমরা রাজ্যজুড়ে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করব। কোথায় কী পরিস্থিতি রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করা হবে।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাকে পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পাশাপাশি আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মহিলাদের টাকার লোভ দেখিয়ে মাদক কারবারে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। এদিন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারকে নিয়ে কমিশনের সদস্যরা জলপাইগুড়ি জেলার তালমা সংলগ্ন জহুরি সীমান্ত এলাকায় পরিদর্শন করে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন।

শেড উদ্বোধন

নকশালবাড়ি, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের দুটি শেডের উদ্বোধন করা হয়। কেটুগাবুরজোত ও রকমজোত সংসদে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দুটি শেড বসানো হল।

শেড দুটিতে এলাকার আবর্জনা সংগ্রহ করে পরবর্তীতে তা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া হবে। এছাড়া দেশবন্ধুপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কেটুগাবুরজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পড়ুয়াদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের মিটিং হলে শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার হল।

ডিভাইডারে উলটে গেল লরি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ জুন : পুলিশের গাড়ি দুর্ঘটনার চারদিন কাটতে না কাটতেই ফের বিপত্তি। ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে গেল একটি লরি। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন লরির চালক ও খালাসি।

সম্প্রসারিত রাজ্য সড়কে ডিভাইডার বসানোর দু'মাসের মধ্যে এই নিয়ে চারটি বড় দুর্ঘটনা ঘটল। চলতি মাসের ২ তারিখ আশ্রমপাড়া মোড়ে পুলিশের গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। এদিনকার দুর্ঘটনা পুর টার্মিনাসের পাশে হয়েছে।

উল্লেখ্য, লরির ধাক্কায় সিমেন্টের ভারী ডিভাইডার বেঁকে গিয়েছিল। যদিও সকাল হওয়ার আগেই পুলিশ রাতারাতি লরিটি সরিয়ে সব ঠিক করে দেয়। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, ডিভাইডারে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়ছে না কেন? নাকি তাঁরা বড় দুর্ঘটনার অপেক্ষা করছেন? পুলিশ জানিয়েছে, পূর্ত দপ্তর ও মহকুমা শাসকের সঙ্গে এই মর্মে পদক্ষেপ করার জন্য আলোচনা চলছে। প্রতিক্রিয়া জানতে মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। যদিও পূর্ত দপ্তরের (রোডস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভবতোষ দাস দ্রুত ডিভাইডার উঁচু করে পর্যাপ্ত রিফ্লেক্টর লাগানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

সড়ক সম্প্রসারণের পর টার্মিনাসের দু'পাশে, চৌরঙ্গি মোড়ে, আশ্রমপাড়া মোড়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক পারাপারে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ডিভাইডার বসানো হয়েছে। দু'মাস কেটেছে ডিভাইডার বসানোর। এরমধ্যে চারটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটেছে। চারটির মধ্যে তিনটি দুর্ঘটনা আশ্রমপাড়া মোড়ে ঘটেছিল। এদিনেরটি টার্মিনাসের পাশের ডিভাইডারে হয়েছে।

ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেছেন, 'ডিভাইডারে একের পর এক দুর্ঘটনা নিয়ে আমরাও চিন্তিত। মহকুমা শাসক ও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ডিএসপি ট্রাফিককে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে বলেছি।'

পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'ট্রাফিক পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক আমাদের হয়েছে। সমস্ত ডিভাইডারে নির্দিষ্ট দূরত্বের পর উঁচু করে পর্যাপ্ত রিফ্লেক্টর যাতে দ্রুত বসানো যায় আমরা সেই চেষ্টা করছি।'

রুমাল চেপে যাতায়াত রোগী, চিকিৎসকদের

বাজার উঠে বর্জ্য জমল মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : রোগী ও তাঁর পরিজনরা ভেবেছিলেন, এবার তবে স্বস্তি মিলল। কিন্তু সচেতনতার অভাবে সেই অস্বস্তি যেন ফিরল নতুন রূপে। যত কাণ্ড উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। রোগী সুরক্ষার স্বার্থে মেডিকেলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বাজার তুলে দেওয়া হয় সম্প্রতি। এবার সেই জায়গায় ফেলা হচ্ছে বর্জ্য। বৃহস্পতিবার সুপারস্পেশালিটি ব্লকের কাছে করিডরে দাঁড়িয়ে কাওয়াখালির বাসিন্দা সজল বিশ্বাস বললেন, 'এটা হাসপাতাল না ভাগাড়, বুঝতে পারছি না। রোগী সুস্থ হতে হাসপাতালে এসে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।'

ওই পথ দিয়ে মেডিকেলের বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং সুপারস্পেশালিটি ব্লকে যাতায়াত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। সকলের এক দাবি, দুর্গন্ধে নাক জ্বলে যায়। কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিক দ্রুত। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক সমস্যার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, 'নির্দিষ্ট সময়ের পর মেডিকেল বর্জ্য তুলে নেওয়া হয়। তবে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (এসডব্লিউএম) বা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প পুরোপুরি চালু না হওয়া অবধি এই সমস্যা থেকে মুক্তির পথ দেখছি না।'

মেডিকেলের প্রসূতি এবং মেল মেডিসিন বিভাগের মাঝে বিশাল এলাকা নিয়ে বাজার বসছিল। সেখানে হোটেল, চায়ের দোকান, মশারি থেকে বিছানার চাদরের পসরা সাজিয়ে বসতেন ব্যবসায়ীরা। একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভেতরে এধরনের দৃশ্য বিরলই বটে। বারবার অভিযোগ আসছিল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন একাধিকবার বাজার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

তারপর থেকে মেডিকেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বর্জ্য এনে ফেলা হচ্ছে। হলুদ, কালো, লাল, নীল প্যাকেটে মোড়া বর্জ্য প্রচুর পরিমাণে রোজ আসে গাড়িতে। অভিযোগ, দিনের পর দিন পড়ে থাকে সেসব। বৃহস্পতিবার গিয়ে দেখা গেল, প্যাকেটের স্তূপ জমেছে যেন। আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করছে কুকুর, গোরু সহ অন্য প্রাণী। প্রসূতি ও মেল মেডিসিন বিভাগ, ব্লাড ব্যাংক, সেন্ট্রাল ল্যাবের রেজিস্ট্রেশন সেন্টার সহ একাধিক ওয়ার্ড এবং সুপারস্পেশালিটি ব্লকে যাতায়াতের জন্য এই করিডর ব্যবহার করতে হয়।

হাসপাতাল সুপারের বক্তব্যেও আশু সমাধানের আভাস নেই। যুক্তি দিচ্ছেন, 'মেডিকেল বর্জ্য নির্দিষ্ট সময়ে তুলে নেওয়ার কথা। আসলে বৃষ্টি হচ্ছে বলে সমস্যা বেড়েছে। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যা থাকবে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বর্জ্য জমেছে। বৃহস্পতিবার।

বেহাল ছবি

- দীর্ঘদিনের সমস্যা মেটায় স্বস্তিতে ছিলেন রোগী, চিকিৎসকরা
- বাজার ওঠার পর সেখানেই ফেলা হচ্ছে মেডিকেল বর্জ্য
- প্যাকেটে ভরে গাড়ি করে রোজ আনা হয় বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে
- ওই পথ দিয়ে যাতায়াতকারী চিকিৎসক, রোগীরা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ
- সুপারের যুক্তি, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ চালু না হওয়া পর্যন্ত সমস্যা থাকবে

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মেঘাচ্ছন্ন।। *বাগডোগরায় ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর সাহা।*

জমি বিক্রি করতে গিয়ে আক্রান্ত তরুণ

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : চিকিৎসার জন্য আধ কাঠা জমি বিক্রির চেষ্টা করে দালাল চক্রের খপ্পরে পড়তে হল এক তরুণকে। অসুস্থ নরেন্দ্র পাসোয়ানকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দিলীপ পাসোয়ান সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ওই তরুণের পরিবার। তবে অভিযুক্ত কেউ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি। বর্তমানে নরেন্দ্র শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ নরেন্দ্র চিকিৎসার জন্য আম্বেদকর কলোনিতে থাকা তাঁর অর্ধেক কাঠা জমি বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। যে কারণে তিনি এলাকায় খোঁজখবর করছিলেন বলে তাঁর আত্মীয় বিকাশ পাসওয়ানের বক্তব্য। তাঁর বক্তব্য, সেই সূত্র ধরেই নরেন্দ্রর সঙ্গে পরিচয় হয় দিলীপের।

বিকাশের অভিযোগ, দিলীপ শিবচরণ পাসোয়ান নামের এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসে নরেন্দ্র কাছে। ছয় লক্ষ টাকায় বিক্রির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার বায়না করে শিবচরণ। কিন্তু জমি লিখে দেওয়ার জন্য এরপর থেকে শিবচরণ চাপ সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ। যদিও বাকি টাকা না পাওয়া পর্যন্ত জমি ছাড়া হবে না বলে জানান নরেন্দ্র। বিকাশের অভিযোগ, 'শিবচরণ মঙ্গলবার রাতে দিলীপের বাড়িতে নরেন্দ্রকে ডাকে এবং জমি বিক্রির কাগজ সই করার জন্য চাপ দিতে থাকে। এমনকি বুধবারের মধ্যে জায়গা খালি করে দেওয়ার হুমকি দেয়। নরেন্দ্র অস্বীকার করলে তাঁকে বেধড়ক মারধর শুরু হয়।' নরেন্দ্রর সঙ্গে থাকা দুইজন মারধরের জেরে

আক্রান্ত নরেন্দ্র পাসোয়ান।

দিলীপের বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচে বলে বিকাশের বক্তব্য। নরেন্দ্রকে কোনওভাবে পরিবারের সদস্যরা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'প্রশাসনের উচিত গোটা বিষয়টা তদন্ত করে দেখা। দোষী কেউ থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।'

বেপরোয়া পর্যটনে পাহাড়-সমতলে শঙ্কার মেঘ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ জুন : পর্যটনের উন্নয়নের নামে লাগামহীনভাবে পরিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে। দার্জিলিং পাহাড় থেকে ডুয়ার্সের সর্বত্র যেভাবে নদীর ধার বা পাহাড়ের খাদের পাশে বহুতল, হোটেল, রিসর্ট তৈরি হচ্ছে তাতে সিকিমের লেক বিপর্যয়ের মতো ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হবে। এমনই আশঙ্কা করছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।

পাশাপাশি গজলডোবার পাখিবিতান বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোনের এলাকা চিহ্নিত হলে ভোরের আলো পর্যটন হাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেবে। একইভাবে গরুমারার ইকো সেনসিটিভ জোন চিহ্নিত হলে লাটাগুড়ি ও আশপাশে গড়ে ওঠা সরকারি ও বেসরকারি শতাধিক রিসর্টের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশঙ্কা থাকছে।

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি সুভাষ ভবনে জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের উদ্যোগে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স কনফেডারেশনের সহযোগিতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিষয়ক সেমিনারে এমনই আশঙ্কার কথা বললেন পরিবেশপ্রেমী ও বিশেষজ্ঞরা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা উজ্জ্বল রায় বলেন, 'দার্জিলিং, কালিম্পং ও ডুয়ার্সে বা সিকিমে নদীর পাড়বরাবর বা পাহাড়ের খাদ ঘেঁষে যেভাবে বাড়িঘর ও রিসর্ট, হোটেল, রেস্তোরাঁ হচ্ছে, তাতে ২০২৩ সালে সিকিমের লেক বিপর্যয়ের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। টাকা নিয়ে পর্যটকদের আমোদপ্রমোদের জন্য পাহাড় ও ডুয়ার্সে পর্যটনশিল্পের উন্নতির নামে লাগামহীনভাবে পরিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে।'

নির্মাণের নামে ধ্বংসলীলা

জলপাইগুড়ি সুভাষ ভবনে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে' বিষয়ক সেমিনার।

তাঁর আক্ষেপ, 'তিস্তা ও রঙ্গিতের সংগমে পর্যটকরা তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন। ২০২৩ সালের সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর সেই সংগমের অস্তিত্বই আর নেই। এই মুহূর্তে সিকিমে ৪০টি হ্রদ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। টাকার লোভেই মানুষ আমোদপ্রমোদের জন্য কত কী নির্মাণ করছে এই পাহাড়ে। আগের মতো সমতল ও পাহাড়ের পরিবেশকে একাত্ম করে পর্যটনের সেই মজাটাই হারিয়ে গিয়েছে। এখনই পদক্ষেপ না করলে বিপদ আসন্ন।'

অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন নিয়ে এদিন বারবার প্রশ্ন উঠেছে। পর্যটনপ্রেমী সব্যসাচী রায় বলেন, 'গরুমারা, মহানন্দা ও চাপড়ামারির জঙ্গলকে কেন্দ্র করে ইকো সেনসিটিভ জোন ঘোষণা করা হয়েছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ইকো সেনসিটিভ জোনে গড়ে ওঠা রিসর্ট, নির্মাণকাজের ভবিষ্যৎ কী হবে, সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কমিটি কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার অপেক্ষার রয়েছি। তাছাড়া সবেমাত্র গজলডোবায় পাখিবিতান ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির জমি বন দপ্তরের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভোরের আলো পর্যটনকেন্দ্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যটন পরিষেবা যেভাবে গড়ে উঠছে তা ভবিষ্যতে পাখিবিতান বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোন চিহ্নিত হলে ভোরের আলোর ভবিষ্যৎ নিয়েও অনেক সংশয় তৈরি হবে।'

জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর দাস বলেন, 'ইকো সেনসিটিভ জোনের মনিটরিং কমিটি আগামীদিনে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ রেখে কীভাবে বন এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ বজায় রাখতে ব্যবস্থা নেয়, সেদিকে নজর থাকবে। পর্যটনের নামে যথেচ্ছ উন্নয়ন আমাদের কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নাকাল রোগীরা

ল্যাপারোস্কোপি মেশিন বিকল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : ল্যাপারোস্কোপি মেশিন খারাপ। আর এর জেরে রোগী ফিরিয়ে দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। অভিযোগ, রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার পর অপারেশন না করেই ফেরত এনে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসূতি বিভাগ সূত্রের খবর, ল্যাপারোস্কোপি মেশিনে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। যদিও হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তিনি বলেছেন, 'প্রসূতি বিভাগ থেকে আমাকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। হয়তো তারা সরাসরি ওই মেশিন সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলব।'

মহিলাদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা নির্ধারণ এবং অপারেশনের ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপি মেশিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জরায়ু, তলপেটে টিউমার নির্ধারণ এবং অপারেশন, বন্ধ্যাত্ব শনাক্তকরণ সহ অন্য অপারেশনে এই মেশিন প্রধান ভূমিকা রয়েছে।

হায়দারপাড়ার বাসিন্দা এক মহিলা ২৯ মে মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর গর্ভধারণ সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। ১ জুন তাঁর অপারেশনের দিনক্ষণ ঠিক হয়। সেইমতো প্রয়োজনীয় রক্তের ব্যবস্থাও করে পরিবার। পরিবারের বক্তব্য, রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর তাঁকে বের করে আনা হয়। পরিবারের লোকেদের জানানো হয়, অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন খারাপ হয়ে গিয়েছে। এরপর সেদিন সন্ধ্যায় রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। আবার চলতি মাসের শেষে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

প্রসূতি বিভাগ সূত্রের খবর, প্রতিদিন এখানে যত অপারেশন হয় তাঁর অনেক ক্ষেত্রেই ল্যাপারোস্কোপি মেশিন প্রয়োজন। কিন্তু মেশিন খারাপ থাকায় রোগীর সঠিক চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে না। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক নীলরতন দাস বলেছেন, 'ল্যাপারোস্কোপি মেশিনের সুইচিং পয়েন্টে কিছু সমস্যা হয়েছে। বিষয়টি মেশিন সরবরাহকারী সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে টেকনিসিয়ান এসে মেশিন ঠিক করবে।'

প্রসূতি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে বেলাকোবার বাসিন্দা সুবোধ দাস বললেন, 'পিসিকে ভর্তি করেছি। তিনদিন হয়ে গেল, এখনও অপারেশন হচ্ছে না। অথচ ভর্তি করার দিনই বলা হয়েছিল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন করতে হবে। কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। চিকিৎসকরাও সেভাবে কিছু বলছেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই হচ্ছে, হবে বলছেন।'

রোগীরা এভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন, চিকিৎসা না করিয়ে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ সুপার এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন।

কী ঘটনা

- হায়দরপাড়ার এক মহিলা ২৯ মে মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন
- ১ জুন তাঁর অপারেশনের দিন ঠিক হয়
- অপারেশন থিয়েটার থেকে ঘণ্টাখানেক পরই তাঁকে বের করে আনা হয়
- বলা হয়, প্রয়োজনীয় মেশিন খারাপ হয়ে গিয়েছে

কংগ্রেসে ভাঙন নিয়ে সংশয়

পুরোনো ক্ষেত্রই পাখির চোখ শংকরের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে কংগ্রেসের যেটুকু সংগঠন রয়েছে, তাতে ভাঙন ধরাতে ঝাঁপাতে চলেছেন সদ্য হাত শিবির ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া বর্ষীয়ান নেতা শংকর মালাকার। শুক্রবার বিকেলে তিনি কলকাতা থেকে বিমানে শিলিগুড়িতে ফিরবেন। শনিবার দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর কথা রয়েছে বলে শংকর জানিয়েছেন। শংকরের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় নির্দেশ দিয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এলাকায় বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে এগোতে। শুক্রবার তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা আমায় স্বাগত জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন। দলের তরফে শনিবার সংবর্ধিত করা হবে।' শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, তৃণমূলের বিদায়ি জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের সঙ্গে শংকর কথা বলেছেন বলে জানান। তবে তাঁদের মধ্যে কে তাঁকে শুক্রবার স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকবেন, তা শংকর স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। অন্যদিকে, পাপিয়ার বক্তব্য, 'যাঁরা শংকর মালাকারের অনুগামী রয়েছেন, তাঁরা তাঁকে স্বাগত জানাতে যাবেন। আমরা দলের তরফে শংকরবাবুর জন্য কিছু একটা করব। তবে তা দলের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করা হবে।'

মাটিগাড়া-নকশাবাড়ি এলাকায় গত বিধানসভা ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট হেরে যায়। তারপর থেকে বামেদের পাশাপাশি কংগ্রেসের সংগঠনও সেখানে তলানিতে। তারপরও তৃণমূলে যোগ দিয়ে শংকর হাত শিবিরে কতটা ভাঙন ধরাতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগে শংকর কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতাকে নিয়ে বৈঠক করে দলবদলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে জেলার কোনও কংগ্রেস নেতা তৃণমূলে যোগ দিতে রাজি হননি।

গত লোকসভা নির্বাচনে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার বুথে কংগ্রেস নির্বাচনি এজেন্ট পর্যন্ত দিতে পারেনি। যা থেকে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যায়। এদিকে, প্রাক্তন বিধায়কের দলবদলের পরই সংগঠনকে মজবুত করতে স্থানীয় ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলনের কথা জানাল দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বৃহস্পতিবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয় বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে জেলা আহ্বায়ক সুবীন ভৌমিক বলেন, 'কর্মীরা ঠিক থাকলে, সংগঠন শক্তিশালী থাকবে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের জনবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে। পর্যায়ক্রমে যা করা হবে।' তাঁর সংযোজন, 'সাংগঠনিকভাবে আমরা দুর্বল ঠিক। তবে তা কাটিয়ে উঠতে যা করণীয়, তা আমরা করব।'

এদিকে, ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে শংকর তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। পরে এমনও দাবি করেন, অনুগামীরাও তাঁর সঙ্গে তৃণমূলে যোগ দেবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, শংকর ছাড়া বাকিদের কেউই ঘাসফুলে নাম লেখাননি। উলটে অনেকের মুখে সদ্য প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার বিরোধিতা শোনা গিয়েছে। এদিনও শংকর দাবি করেন, 'ওই এলাকায় আমার যাঁরা অনুগামী রয়েছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে তৃণমূলে যোগ দেবেন।' যদিও বাস্তবে কারা যোগ দেবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তৃণমূলই বা শংকরকে দলে নিয়ে কতটা সুবিধা করতে পারবে, তা নিয়েও প্রশ্ন।

প্রশ্ন কোথায়

- ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে শংকর তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন
- পরে এমনও দাবি করেন, অনুগামীরাও তাঁর সঙ্গে তৃণমূলে যোগ দেবেন
- কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, শংকর ছাড়া বাকিদের কেউই ঘাসফুলে নাম লেখাননি
- উলটে অনেকের মুখে সদ্য প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার বিরোধিতা শোনা গিয়েছে

ঘটা করে পরিবেশ দিবস

দূষণে লাগামের উদ্যোগ নেই

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ জুন : বৃহস্পতিবার বিকেল তখন প্রায় সাড়ে চারটে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে আয়োজিত শোভাযাত্রা ঢুকছিল মহানন্দার লালমোহন মৌলিক ঘাটের দিকে। সকলেরই মুখে সচেতনতার বার্তা। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ৬৫ ছুঁইছুঁই হাকিমপাড়ার সুবীর সরকার। পুরনিগমের উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও প্রবীণের প্রশ্ন, 'একদিন ঘটা করে পরিবেশ দিবস পালন করে আদৌ কি শহরে সচেতনতা বাড়বে? কমবে বাতাসে বিষ? মহানন্দা, ফুলেশ্বরী সহ নদী দূষণমুক্ত হবে কি?' না, ওঁর প্রশ্নের উত্তর নেই কারও কাছে।

এটাই বাস্তব যে, শিলিগুড়ি এখন দেশের দূষিত শহরগুলির মধ্যে একটি। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে শিলিগুড়ির অবস্থান তথৈবচ। ফিটনেস ফেল, গাড়ির ধোঁয়া, এসির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে বাতাসে মিশছে বিষ। সড়ক সম্প্রসারণ ও নগরায়ণের জন্য শহরে যে পরিমাণ গাছ কাটা হয়েছে, সেই পরিমাণ গাছ লাগানো হয়নি। পরিণামে প্রতিবছরই একটু একটু করে শহরে বাড়ছে তাপমাত্রা। পরিস্থিতি এমনই যে, শীতও ঠিক গায়ে লাগে না। এদিকে, শহর বহরে বাড়লেও আবর্জনা সমস্যা থেকে রেহাই মেলেনি আজও। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ধোঁয়া বিপদ আরও বাড়াচ্ছে। তার ওপর প্লাস্টিকের ব্যবহার আজও পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। আবার নদী দূষণের ছবিটাও ভয়াবহ। বিশেষ করে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দার গা ঘেঁষে রয়েছে একাধিক খাটা পায়খানা ও খাটাল। বর্জ্য মিশছে নদীতে। ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি তো আজ নর্দমার রূপ নিয়েছে। একই অবস্থা সাহুরও। নদীগুলো আবর্জনায় অবরুদ্ধ। প্রতিবছর ঘটা করে পরিবেশ দিবস পালিত হলেও এই ছবিটা বদলাচ্ছে না কেন? পুরনিগম, প্রশাসন দায় কি এড়াতে পারে? দূষণ থেকে মুক্তি মিলবে কি? প্রশ্ন আমজনতার। এবিষয়ে মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'দূষণ রুখতে আমরা কাজ করছি। পুরনিগমের তরফে গাছ লাগানোর পাশাপাশি প্রতিস্থাপনও করা হচ্ছে।'

এক্ষেত্রে সচেতনতাই যে একমাত্র পথ, বলছেন পরিবেশপ্রেমীরা। সেকথা মাথায় রেখে এদিন শিলিগুড়িতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। আয়োজিত হয়েছে বৃক্ষরোপণ, কুইজ, র‌্যালি, তথ্যচিত্র প্রদর্শনী সহ নানা কর্মসূচি। সবেতেই ছিল সচেতনতার বার্তা।

পুরনিগমের উদ্যোগে পরিবেশ দিবসে শোভাযাত্রা করা হয়। পরে মহানন্দার তীরে লাগানো হয় চারাগাছ। এদিন থেকেই পুরনিগমের 'চেতনায় প্রকৃতি ও নদী উৎসব' শুরু হল। এই প্রজন্ম নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে এসএফ রোড এবং সংলগ্ন এলাকায় গাছ লাগানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়েছে। শিলিগুড়ি কলেজ, নেতাজি জিএসএফপি স্কুল, নবগ্রাম প্রাইমারি স্কুলে এদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৩, ২৯ নম্বর সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ হয়। গাছের গুরুত্ব তুলে ধরে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন।

অন্যদিকে, পাহাড়গুমিয়া চা বাগান সংলগ্ন বাইরভিটা গ্রামে ২৬ একর জমিতে চারাগাছ লাগিয়ে বনসৃজনের সূচনা করল বন বিভাগ। পানিঘাটা রেঞ্জের তরফে পানিঘাটা ইকো ট্যুরিজম স্পটে দিনটি উদযাপন করা হয়। নিড নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৃক্ষরোপণ করেছে। ওয়েবকুপা, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গাছের চারা লাগানো হয়।

পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর কথায়, 'একদিন বৃক্ষরোপণ করে কিছু হবে না। শিলিগুড়িতে বর্তমানে যে হারে দূষণ বেড়েছে তাতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ, নদী দূষণ রোধ করা না গেলে ভবিষ্যতে খুবই ভয়ংকর দিন আসতে চলেছে।'

পরিবেশপ্রেমী সজল দত্তর বার্তা, '১০০টা গাছ লাগাতে হবে তার কোনও মানে নেই। ৫টা গাছ লাগান কিন্তু তার যত্ন করুন। গাছ প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনাও যথেষ্ট ভালো।' অন্যদিকে, চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। স্কুলে গাছ লাগানোর কর্মসূচি থেকে পড়ুয়াদের নিয়ে শোভাযাত্রা, অঙ্কন ও কুইজের আয়োজন করা হয়।

পরিবেশ বাঁচাতে সচেতনতার বার্তা পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

জলসংকট মেটাতে বিকল্প পরিকল্পনা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : শিলিগুড়ির জলসংকট মেটাতে বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছে পুরনিগম। মেয়র গৌতম দেব অন্তত এমনই আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'পরিস্থিতি এখন আগের থেকে অনেকটাই স্বাভাবিক। আমরা বিকল্প ব্যবস্থা করছি। মুখ্যমন্ত্রীকে সব জানিয়েছি। পদস্থ বাস্তুকাররা সহযোগিতাও করছেন।' পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, সিকিমে বৃষ্টি কিছুটা কমায় আপাতত তিস্তার জলে টার্বিডিটির পরিমাণ অনেকটা কমে গিয়েছে। সে কারণেই বৃহস্পতিবার শহরে পানীয় জল পরিষেবা আগের থেকে কিছুটা স্বাভাবিক করা গিয়েছে। শিলিগুড়িতে পানীয় জল পরিষেবার হাল ফেরাতে পুরনিগমকে সহযোগিতা করছে রাজ্যের সেচ দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপরই বৃহস্পতিবার সেচ দপ্তর ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাস্তুকারদের সঙ্গে বৈঠক হয় পুরনিগমের। বৈঠকে পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক, মেয়র পারিষদদের পাশাপাশি পুর কমিশনার ছিলেন। সিকিমে এভাবে বারবার বিপর্যয় হলেই শহরবাসী পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার স্থায়ী বিকল্পের খোঁজ শুরু করেছে পুরনিগম ও রাজ্য সরকার।

ইতিমধ্যেই ফুলবাড়িতে পানীয় জল পরিশোধন কেন্দ্র সহ দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের এলাকা পরিদর্শন করেন দুই দপ্তরের বাস্তুকাররা। আগামী ১৬ জুন কলকাতায় সেচ দপ্তরের কর্তা ও বাস্তুকারদের সঙ্গে ফের শিলিগুড়ি পুরনিগমের আলোচনা হবে।

পুরোনো জলপ্রকল্পের ইনটেক ওয়েলে পলি জমতে জমতে জল ঢোকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের জন্য তৈরি ইনটেক ওয়েল এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রথম ইনটেক ওয়েলটির পলি পরিষ্কার করা হবে। দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের আওতায় একটি পুকুর তৈরি করার কথা রয়েছে। ওই পুকুরে জল দুই থেকে তিনদিন জমা করে রাখলে সব পলি থিতিয়ে যাবে। এতে জল পরিস্রুত করে শহরবাসীকে দেওয়া যাবে। ওই পুকুর তৈরির কাজ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকরা বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে ওই পুকুরের গভীরতা আরও বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কাজ শেষ হতে আরও মাস দুয়েক বেশি সময় লাগবে। পরিস্থিতির গভীরতা বুঝে আরও একটি পুকুর তৈরির জন্য রাজ্যের কাছে আবেদন করেছিল পুরনিগম।

সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার সেই অনুমতি দিয়েছে। এছাড়া শহরে আরও সাতটি ডিপ টিউবওয়েল তৈরির টেন্ডার করেছে পুরনিগম। শীঘ্রই ওই কাজ শুরু হয়ে যাবে। পাশাপাশি ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডিপ টিউবওয়েল ১৫ জুন চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৬ জুন বৈঠক

তদন্তে প্রশাসন

চাকুলিয়া, ৫ জুন : গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর ও চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম বৃহস্পতিবার সাটিয়ারা গ্রামে পরিদর্শনে যান। তাঁরা জানান, ওই গ্রামের ১৩টি পরিবারকে বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিন মাস পেরিয়ে গেলেও ঘরের কাজ কেউ শুরু করেননি। একারণেই প্রশাসনের তরফে তদন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক উপভোক্তা রাজেন ঋষি অবশ্য বলেন, 'জমির জটিলতার জন্য এই সমস্যা হয়েছে।'

ল্যাবের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে কলেজে তৈরি হল নতুন এডভান্সড কম্পিউটার ল্যাব। বৃহস্পতিবার ল্যাবের উদ্বোধন করা হয়। ছিলেন অধ্যক্ষ ডঃ রঞ্জন সরকার, আইনজীবী, কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি অরুণকুমার সরকার, অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা। অধ্যক্ষ বলেন, 'ওই কম্পিউটার ল্যাবে হাইস্পিড ইন্টারনেটের সঙ্গে ৩২টি কম্পিউটার রয়েছে। এতে পড়ুয়ারা বিজনেস কমিউনিকেশন, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে আরও ভালো করতে পারবে।'

ফের গ্রামে ডাইনির গুজব

চোপড়া, ৫ জুন : চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে ডাইনি সম্পর্কিত কানাঘুষো শুরু হয়েছে। এর আগেও ওই গ্রামে ডাইনি অপবাদে একজনকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে। ফলে গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের জেলা কমিটির সদস্য নিমাই ওরাওঁ বলেন, 'গেন্দাগছ গ্রামে ডাইনি নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে দফায় দফায় সালিশি বৈঠক শুরু হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতেও যে সমাজে এই ধরনের গুজব রটছে, সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এব্যাপারে গ্রামবাসীরা সংগঠনের কাছে নালিশ জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যদের গ্রামে এনে সচেতনতামূলক শিবির করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

এদিকে চোপড়া থানার কাঁচাকালী ক্যাম্পের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এধরনের কোনওরকম লিখিত অভিযোগ আসেনি। তবে গ্রামবাসীদের একাংশের মধ্যে ঝামেলার কারণে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলম বলেন, 'ওই গ্রামে একাংশের বিরুদ্ধে সম্প্রতি এক তরুণকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। যাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তাদের পরিবারের একজন মহিলাকে কয়েকবছর আগে এধরনের মিথ্যা অভিযোগে মেরে ফেলার অভিযোগ ওঠে। এখানে মনে হচ্ছে, কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি পরিবারকেই টার্গেট করে হেনস্তা করে চলেছে।'

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি যোগেশ বর্মন বলেন, 'মাঝিয়ালিতে একটি আদিবাসী গ্রামে ডাইনি অপবাদের অভিযোগ ঘিরে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। যে কোনও সময় বড়সড়ো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। গ্রামবাসীদের মনের মধ্যে থেকে কুসংস্কার দূর করতে হবে।' তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনকে সঙ্গে করে কয়েকদিনের মধ্যে ওই গ্রামে সচেতনতামূলক শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে।

শিখাকে ঘিরে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : বৃক্ষরোপণ করতে গিয়ে বিজেপির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের বাধার মুখে পড়লেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। বৃক্ষরোপণ করতে শিখা এদিন মহানন্দা নদীর তীরে গিয়েছিলেন। সেখানেই তৃণমূলের নেতাকর্মীরা তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। শিখার অভিযোগ, 'তৃণমূলের এটাই সংস্কৃতি। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আগে সিপিএমে ছিলেন। সেখানে যা করেছেন, এখন তৃণমূলে এসেও সেই একই সংস্কৃতি চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি এলাকার বিধায়ক। সেখানে গাছ লাগাতে গিয়েছি। আর আমার গাড়ি ঘেরাও করা হচ্ছে। ধিক্কার জানাই।' তৃণমূলের পক্ষে ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাস সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দলের তরফে কিছু করা হয়নি। এলাকার মানুষ সারা বছর বিধায়ককে দেখতে পান না। তিনি এলাকার মানুষের পাশে থাকেন না। তাই এদিন গাছ লাগাতে এলে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।'

ময়নাগুড়ির প্লাস্টিক-রাস্তাকে ইউনিসেফের স্বীকৃতি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৫ জুন : সমানে চোখ রাঙিয়ে চলা প্লাস্টিকে কি ভবিষ্যতে বিপদের হাতছানি? উঁহু, বরং গোটা বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে দেখলে সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নও দিব্যি দেখা যায়। আর ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন সেটাই করে দেখিয়েছে। গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্লক স্তরের প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (পিডব্লিউএম) প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে রোজ ময়নাগুড়ি পুরসভা ও ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রায় ৬০০ কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। তা প্রক্রিয়াকরণ করে মেলা সামগ্রী বিটুমিনাসের সঙ্গে মিশিয়ে মাইলকে মাইল রাস্তা বানিয়ে ফেলা হয়েছে।

প্লাস্টিকের রাস্তায় স্কেটিং কিশোরের। খাগড়াবাড়ি-২ গ্রামে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বেহাল হয়ে পড়া রাস্তা নিয়ে রোজ কাগজে বহু খবর হয়। কিন্তু এই প্লাস্টিক-রাস্তা নিয়ে? একদম নয়। বরং এই রাস্তার মান এমনই যে বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরও এর ওপরে দাপটে স্কেটিং করে সবাইকে চমকে দেয়। ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসনের এই উদ্যোগকে এবারে ইউনিসেফ স্বীকৃতি জানাল। এখানকার এই প্লাস্টিক-রাস্তার বিষয়ে যাবতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে তারা বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে তাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করে। বর্জ্য পদার্থ কীভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে মানুষের কাজে লাগানো যায়, এমনকি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা যায় সবই ইউনিসেফের প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে।

এভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলে সবারই ভালো লাগার কথা। লাগছেও। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) রৌনক আগরওয়াল বললেন, 'প্লাস্টিক বর্জ্যকে একটি মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরিত করে আমরা কেবল পরিবেশের চাপ কমাচ্ছি বা নদীগুলি রক্ষা করছি তা নয়, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার পাশাপাশি টেকসই একটি রাস্তাও তৈরি করছি। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।' ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু তো উচ্ছ্বাসে রীতিমতো ভাসছেন, 'আগামীদিনে আমরা প্লাস্টিকমুক্ত ময়নাগুড়ি গড়তে চাই। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক যাতে কেউ ব্যবহার না করেন সেজন্য সবার কাছে আবেদন করছি।'

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ একটি পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এটি পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পকে মডেল হিসেবে ধরে মোট ১১টি ইউনিট ময়নাগুড়িতে কাজ করছে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের মতো বর্জ্যকে সূক্ষ্ম টুকরো বা দানাদার আকারে প্রক্রিয়াজাত করে ঠিকাদার বা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়। তাঁরা তা রাস্তা নির্মাণ বা প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহৃত পণ্যে ব্যবহার করেন। এই প্রকল্পে পাঁচজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা শ্রমিক কাজ করেন। দিনে ২০২ টাকা মজুরি। উদ্দেশ্য বোঝার পর কীভাবে এই কাজ তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে তা এখানকার কর্মী চৈতালি মোদক ইউনিসেফের প্রতিবেদনটিতে স্পষ্ট করেছেন।

> আগামীদিনে আমরা প্লাস্টিকমুক্ত ময়নাগুড়ি গড়তে চাই। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক যাতে কেউ ব্যবহার না করেন সেজন্য সবার কাছে আবেদন করছি।
>
> -প্রসেনজিৎ কুণ্ডু
> *বিডিও, ময়নাগুড়ি*

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ইউনূসের মর্জি

বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ২০২৪-এর ২৬ জুলাই ইউনূস বলেছিলেন, দেশে এখন দরকার অবাধ সংসদীয় নির্বাচন। তারপর ৫ অগাস্ট গণ অভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। অথচ আজ বাংলাদেশের অধিকাংশ দল যখন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চাইছে, ইউনূস তখন নানা ছুতোয় সেই ভোট আগামী জুন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

সম্প্রতি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন দলের বৈঠক ডেকেছিলেন ইউনূস। আওয়ামী লিগ হালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল মানবতাবিরোধী অপরাধে হাসিনা, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রাক্তন পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। সেই বৈঠকে কুড়িটি দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লিগকে বাদ দিলে বড় দল বলতে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি। জামায়াতে ইসলামি এখন নিষেধাজ্ঞামুক্ত। তারা ভোটে লড়বে।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতারা জাতীয় নাগরিক পার্টি নামে নতুন দল গড়েছেন। ভোট হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে বিএনপি নেতৃত্ব যথেষ্ট আশাবাদী। বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদের দাবি, ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে সমস্ত দলের প্রতিনিধি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি দরকার। এখানেই ইউনূসের যত জারিজুরি।

২০২৪-এর ৮ অগাস্ট ইউনূস ছাত্র নেতাদের অনুরোধে মুখ্য উপদেষ্টা হয়েছিলেন। শুরুতেই তিনি দুটো বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন- (১) জাতীয় সংসদ ভোটের আগে ব্যাপক সংস্কার জরুরি। অন্যথায় নির্বাচন করিয়ে লাভ নেই ও (২) ২০২৬ জুনের আগে ভোট অসম্ভব। কিন্তু বহু দলের এব্যাপারে তীব্র আপত্তি। বিশেষ করে বিএনপি'র। তাদের বক্তব্য, নির্বাচনি সংস্কার জরুরি হলেও সেটার জন্য এক মাসের বেশি সময় লাগার কথা নয়। সুতরাং ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটপর্ব সেরে নিতে অসুবিধা নেই।

ইউনূস এখনই ভোটে নারাজ বলে চাপ সৃষ্টি করছেন নানাভাবে। কখনও বলছেন, কেউ সহযোগিতা করছে না, তাই তিনি ইস্তফা দেবেন। কখনও দেশে 'যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি' রয়েছে বলে আতঙ্ক তৈরি করছেন। আবার কখনও বিভিন্ন দলের মধ্যে ঝামেলা বাধিয়ে দিচ্ছেন।

কিছুদিন আগে বিএনপি নেতারা ভোট ভোট করে ইউনূসের মাথা খারাপ করে দিচ্ছিলেন। খালেদা তখন দীর্ঘ চিকিৎসার পর লন্ডন থেকে সবে ফিরেছেন। খালেদার সঙ্গে কথা বলে ইউনূস পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাকি পদত্যাগ না করার জন্য ইউনূসকে অনুরোধ করেন। খালেদা-পুত্র তারেক রহমান কিছুদিন চুপ থাকলেন। ছাত্র নেতারা কার্যত হাতেপায়ে ধরে ইউনূসকে পদত্যাগ থেকে আটকালেন।

কিন্তু এই ধারণাটা ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, এসব ইউনূসের চাল। ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন ঘটনাচক্রে। এখন অত সহজে ক্ষমতা ছাড়তে চাইছেন না। মনে হচ্ছে, প্রধান উপদেষ্টার পদ তিনি নিজে ছাড়বেন না। বিএনপি সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের অভিযোগ, নির্বাচনি সংস্কারের দোহাই দিয়ে ইউনূস সংসদীয় নির্বাচন পিছিয়ে দিচ্ছেন। অথচ এত মাসের মধ্যে একটা সংস্কারও দেখলেন না দেশবাসী।

প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর থেকে এযাবৎ অন্তত দশবার বিদেশ সফর হয়ে গিয়েছে তাঁর। ১০-১৩ জুন আবার লন্ডন যাওয়ার কথা। দু'একটি দল বাদ দিলে প্রায় সকলেই মনে করে, সংসদ নির্বাচন নিয়ে হেলদোল নেই প্রধান উপদেষ্টার। শুরুতে বলতেন, ২০২৫ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ জুনের মধ্যে নির্বাচন করে ফেলা হবে। কিন্তু তার আগে সারতে হবে সংস্কার।

কিন্তু এখন ভোট এবং উপদেষ্টা পদে নিজের সময়সীমা কার্যত বেঁধে দিচ্ছেন অন্তত ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা করেছিলেন ছাত্র নেতারা। এখন নিজের মর্জিতে চলেছেন ইউনূস।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যেখানে সংযম নাই, সেখানে সত্য ও সাধনা নাই- এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা বিশেষ কোনও সৎকার্য হইতে পারে না। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

শহরের কেন্দ্রে স্টেডিয়াম এখন অচল

বেঙ্গালুরুর ট্র্যাজেডি প্রশ্ন তুলল অনেক। ইডেন, ওয়াংখেড়ে, কোটলা, চিপক, কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়েও কিন্তু এক সমস্যা।

জয়দীপ বসু

বেঙ্গালুরু যাওয়ার সুযোগ পেলে আজকাল বহু মানুষেরই মন নেচে ওঠে, তা তিনি দেশের যে প্রান্তের বাসিন্দাই হন না কেন। আধুনিক কর্ণাটকের রাজধানী দক্ষিণ ভারতের এই শহরটি এখন নতুন প্রজন্মের অতি প্রিয় এক গন্তব্যস্থল; দেশের অন্যতম বৃহৎ আইটি সেক্টর, বিভিন্ন পণ্যের বিশাল ব্যবসাকেন্দ্র, ছবির মতো সাজানো রাস্তাঘাট, কর্মসংস্থানের অফুরন্ত সুযোগ, সর্বোপরি চমৎকার আবহাওয়া, সব মিলিয়ে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে উপযুক্ত এক আন্তর্জাতিক আলফা সিটি।

তবু, এত কিছুর পরেও একটা ছোট্ট 'কিন্তু' থেকে যায় বেঙ্গালুরুকে ঘিরে, বিশেষ করে যাঁরা নিয়মিত যাওয়া আসা করেন, তাঁদের মনে। এঁরা প্রায় সবাই একবাক্যে বলেন, একফোঁটা দুধে চোনার মতো শহরটার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল এর যানবাহন চলাচলের পরিস্থিতি, এমন অসহনীয় ট্রাফিক দেশের অন্য কোনও শহরে নেই, এমনকি দিল্লি অথবা মুম্বইয়ের ট্রাফিকও এর চাইতে অনেক বেশি সহনীয়।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হল শহরের কেন্দ্রস্থলে, যার ব্যাসার্ধ ছয় কিলোমিটার, যা গড়ে উঠেছিল সেই ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আমলে, আজকাল যাকে বলা হয় সিটি সেন্টার। বর্তমানে এই সিটি সেন্টারে সর্বদাই যেন রথ দোলের মেলা, লোকে লোকারণ্য, স্পিডব্রেকার টু স্পিডব্রেকার গাড়ি, পথে হাঁটা দায়, রাস্তা পার হওয়া দস্তুরমতো বিপজ্জনক।

আর এই ছয় কিলোমিটারের ব্যাসার্ধর মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে রাজ্য ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। যেখানে বুধবার দিনেরবেলা পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ দিলেন এগারোজন ক্রিকেটপ্রেমী সদ্য আইপিএল জয়ী তাঁদের প্রিয় দল আরসিবির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে। মর্মান্তিক পরিণতি হল এক নিছক আনন্দানুষ্ঠানের। জায়গাটা এমনিতেই ভিড়ে ভিড়াক্কার, তার ওপর প্রিয় খেলোয়াড়দের একবার চোখের দেখা দেখতে হাজির হয়েছিলেন আরও বেশ কয়েক হাজার মানুষ। দুই মিলিয়ে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল, তা সামাল দেবার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় পুলিশের পক্ষে ছিল অসম্ভব। ফলত, যা হওয়ার তাই হল।

একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই স্টেডিয়ামটি যদি শহর থেকে দূরে কোনও বিস্তীর্ণ জমিতে অবস্থিত হত, তাহলে নির্ঘাৎ এই অবস্থার সৃষ্টি হত না। যতই ভিড় হোক না কেন, প্রয়োজনে মানুষের খোলা জায়গায় সরে যাবার সুযোগ থাকত, সিরাজদৌলার ব্ল্যাকহোলের মতো ফাঁদে পড়ে স্ট্যাম্পেডের অসহায় শিকার হতে হত না।

আজ থেকে ৫৬ বছর আগে যাঁরা চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরা দ্রুত বর্ধনশীল এক শহরের ব্যস্ততম অঞ্চলে ক্রিকেটের মতো জনপ্রিয় একটি খেলার স্টেডিয়াম গড়ে তোলার বিপদটা হয় আঁচ করতে পারেননি, অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

তবে শুধু চিন্নাস্বামী নির্মাতাদের সমালোচনা করে লাভ নেই; সেদিক থেকে দেখতে গেলে ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। কলকাতার ইডেন, চেন্নাইয়ের চিপক, দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে, সবই একেবারে শহরের কেন্দ্রস্থলে। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের এক অবস্থা। এবং এই স্টেডিয়ামগুলির আগমন ও প্রস্থান পথ মোটেই খুব বিস্তৃত নয়। যতদিন না কোনও গণ্ডগোল হয়, ততদিন কারও বিশেষ মাথাব্যথা থাকবে না। কিন্তু পালে যেদিন সত্যি বাঘ পড়বে, সেদিন টনক নড়বে। তবে টনক নড়েও কোনও লাভ নেই, কারণ এগুলির অবস্থান এমনই জায়গায়, যে খুব বেশি পরিবর্তন করার কোনও পরিসর নেই।

বেঙ্গালুরুর ঘটনায় প্রবল অস্বস্তিতে পড়ে যাওয়া কর্ণাটক সরকার অবশ্যই সাফাই গাইতে পারেন এই কথা বলে যে, কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তাঁরা আগেই বিজয় মিছিল বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হল কই? সংবাদপত্রের রিপোর্ট বলছে, প্রায় হাজার পঞ্চাশেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন বিজয়ী বেঙ্গালুরু দলকে সংবর্ধনা জানাতে। এঁদের অধিকাংশের কাছে স্টেডিয়ামে ঢোকার টিকিট ছিল না। বিপত্তি ঘটল গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই। যাঁদের টিকিট আছে এবং যাঁদের নেই, তাঁরা সবাই প্রবল বেগে হুড়োহুড়ি করে ঢুকতে গিয়ে পায়ের তলায় প্রাণ চলে গেল এগারোজন মানুষের। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হল অগণিত ক্রিকেটপ্রেমীকে।

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা জানেন এই স্টেডিয়ামের যাবতীয় গেটগুলির পরিসর মোটেই এত বড় নয়, যেখানে এত মানুষ একসঙ্গে ঢুকতে পারেন। তার ওপর ইডেন, ওয়াংখেড়ে, ব্রেবোর্ন অথবা কোটলার মতো এখানেও গেট পেরোলেই রাস্তা, যানবাহনের ঠেলায় সেখানে পা দেওয়ার জায়গা নেই। অতএব যা হওয়ার তাই হয়েছে, সরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জায়গাটুকুও তাঁরা পাননি।

বর্তমান পৃথিবীতে স্টেডিয়াম পরিকল্পনার ধরনটাই বদলে গিয়েছে। শুধু বিদেশে নয়, আজকাল এদেশেও নতুন যাবতীয় স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, বিরাট খোলা জমির ওপর, তা নয়াদিল্লির নিকটবর্তী নয়ডাতেই হোক, অথবা হরিয়ানার রোহতকে। দূরত্বের কারণে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেক মানুষের প্রবল আপত্তি থাকলেও, এই সিদ্ধান্ত একশো ভাগ ঠিক। জমির অপেক্ষাকৃত কম দাম, জমি পাওয়ার সুবিধা, জনবসতি এবং যানবাহনের বাঞ্ছনীয় কম ঘনত্ব, এই বিশেষ কারণগুলি ছেড়ে দিলেও, শুধু নিরাপত্তার কারণেই নতুন কোনও স্টেডিয়াম শহরের বাইরে হওয়াই শ্রেয়।

বেঙ্গালুরুর দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে সাতাশ বছর আগে হওয়া ফ্রান্সের একটি ঘটনার কথা অনেকের মনে পড়ে যেতে পারে। ১৯৯৮ সালে আয়োজক দেশ ফ্রান্স প্রথমবার ফুটবলের বিশ্বকাপ জয় করেছিল স্তাদ দ্য ফ্রাঁস স্টেডিয়ামে। প্যারিসের মূল শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে বিরাট ফাঁকা জমির ওপর তৈরি অত্যাধুনিক এই স্টেডিয়াম। পাশ দিয়ে হাইওয়ে। কিন্তু চারপাশে বিস্তীর্ণ পাথরে বাঁধানো চত্বর প্রায় এক কিলোমিটার জায়গাজুড়ে। সেদিন রাতে ফ্রান্স বিশ্বকাপ জেতার পর স্বাভাবিকভাবেই স্টেডিয়ামের চারপাশে উৎসবের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অবাঞ্ছিত কোনও ঘটনা ঘটেনি।

বিপত্তি ঘটল সেদিন রাতেই শহরের মধ্যস্থলে শঁজে-লিজে-তে সামনে যখন উৎসাহী মানুষের ঢল নামল। ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন ৬০ জন। এঁদের মধ্যে অনেকেই শারীরিকভাবে চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন। এই জায়গায় রাস্তা একেবারেই প্রশস্ত নয়, ফলত মানুষ সরে যাওয়ার সুযোগটুকুও পেলেন না।

হরষে কিংবা বিষাদে, বিশ্বজুড়ে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ যুক্তিহীন আবেগে ভেসে যান, বিশেষ করে প্রিয় দলের জয় অথবা পরাজয়ে। এই আবেগকে লাগাম পরানো এক অসম্ভব কাজ, সেই শাহরুখ খানের ডনের মতোই বলা যায় নামুমকিন হ্যায়। কবে, কখন, কোথায়, এবং ঠিক কোন মুহূর্তে এই আবেগ বাষ্পায়িত মেঘের মতো ভেঙে পড়বে, তার ভবিষ্যদ্বাণী করা বরাহমিহিরেরও সাধ্যের বাইরে। এমন ঘটনা রুখে দেওয়ার একমাত্র উপায় সঠিক পরিকল্পনা। সম্ভবত সেখানেই প্রবল খামতি থেকে গিয়েছিল বেঙ্গালুরু প্রশাসনের।

জয়ী দলকে বীরের সংবর্ধনা দিতে হবে বলে স্বয়ং বর্ষীয়ান মুখ্যমন্ত্রী যখন আগেভাগেই তাঁর আগমন ঘোষণা করেন, এবং তারপরেই তাঁর প্রশাসন জানায়, এত মানুষ উপস্থিত থাকবেন তাঁদের হিসাবে ছিল না, তখন মনে কিছু সন্দেহ জাগে বৈকি। কর্ণাটক সরকারের উচিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় এক কোটি জনবসতির শহর বেঙ্গালুরু থেকে বেশ কিছুটা দূরে আরেকটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির কথা ঘোষণা করা। যেখানে ক্রিকেট এবং আরসিবি প্রিয় মানুষ এরপর খোলা মনে উৎসবে যোগ দিতে পারবেন, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে দূরে সরে থাকবেন না।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১১

ঔপন্যাসিক নীহাররঞ্জন গুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৯

আজকের দিনে জন্ম বিশিষ্ট অভিনেতা সুনীল দত্তের।

আলোচিত

আগের রাতে আহমেদাবাদে সেলিব্রেশনের পর ফের এত তাড়াতাড়ি বেঙ্গালুরুতে সেলিব্রেশনের কী দরকার ছিল? বাইরে সমর্থকরা মারা যাচ্ছেন, স্টেডিয়ামের ভেতরে সেলিব্রেশন হচ্ছে! অবাক করা ঘটনা। আরসিবি আর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ১০০ কোটির মামলা হওয়া উচিত। দায় বোর্ডেরও।

- মদন লাল

ভাইরাল/১

ক্ষুধার্ত হাতি থাইল্যান্ডের খাও ইয়াই-তে নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানে ঢুকে পড়ে। শুঁড় দিয়ে যাচাই করে জিনিস। দোকান থেকে কিছু খাবারও খায়। বৃহৎ চেহারাটি দোকানের ছাদ ছুঁয়ে যায়। তবে জিনিসপত্র নষ্ট করেনি।

ভাইরাল/২

এক বিশেষভাবে সক্ষম বৃদ্ধের কেদারনাথ যাত্রার ভিডিও ভাইরাল। অনেকে ঘোড়ার পিঠে গেলেও, হাতে ছাতা ও পিঠে ব্যাগ নিয়ে পদযাত্রায় তিনি। দুটি পা-ই নেই। রুক্ষ মাটি থেকে শরীর রক্ষার্থে তলায় প্লাস্টিক বেঁধে সম্পূর্ণ করেন যাত্রা।

জনমন
জনমত

আঁকার স্কুল নিয়ে কিছু প্রশ্ন

'যে আলো নিজেরে দেখে না, সে আলো অন্ধকার বটে' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রবাদবাক্য আজ শিলিগুড়ির বিভিন্ন বেসরকারি অঙ্কন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বাস্তব পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করে। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে খুব কাছ থেকে দেখেছি, কীভাবে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক অঙ্কন স্কুলগুলি ধীরে ধীরে এক চক্রবৃদ্ধি বাণিজ্যের রূপ নিয়েছে। নিঃসন্দেহে, চিত্রকলার প্রতি শিশুদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ আমাদের সমাজের ইতিবাচক দিক, কিন্তু এই আগ্রহকে পুঁজি করে যেভাবে কিছু অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য ব্যক্তি নিজেদের 'শিক্ষক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছেন, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

এইসব কেন্দ্রের অধিকাংশ শিক্ষকই কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেননি। কোনও বৈধ প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট বা সরকারি অনুমোদনের তোয়াক্কা না করেই তাঁরা শিক্ষাদানের নামে টাকা নিচ্ছেন। অভিভাবকদের হাতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক রসিদ দেওয়া হয় না, বরং হাতে লেখা কার্ড বা খাতা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু ছাত্রদের শেখানো হয় কিছু নির্দিষ্ট ধাঁচের ছবি– একই ঘর, পাখি, ফুল কিংবা চেনা দৃশ্য। কোনও নির্ধারিত সিলেবাস, গঠনমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি কিংবা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা অভিভাবকরাও জানেন না, কোন মানদণ্ডে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিচার করবেন।

বিভিন্ন বেসরকারি বোর্ডের নামে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রশিক্ষকের যোগ্যতা যাচাই না করেই শুধুমাত্র ছাত্রসংখ্যার ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই অব্যবস্থার কারণে সত্যিকারের প্রতিভা হারিয়ে যায় কাঁচা হাতে। শিল্পচর্চা এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া, আর এজন্য চাই দক্ষ দিকনির্দেশনা, সংবেদনশীল মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি যোগ্য প্রশিক্ষক। এসব ছাড়া শিল্প শিক্ষাকে প্রহসনের চেয়ে বেশি কিছু বলা যায় না।

শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিভাগ যদি উদ্যোগী হয়, তাহলে তিনটি মৌলিক পদক্ষেপ করা অত্যন্ত জরুরি– প্রতিটি বেসরকারি অঙ্কন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বৈধতা ও অনুমোদনের যাচাই, প্রশিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন এবং অভিভাবক ও ছাত্রদের স্বার্থে নির্দিষ্ট গাইডলাইন বা তদারকি কমিটি গঠন।

শিল্প মানে শুধু ছবি আঁকা নয়, তা জীবনের দীক্ষা। সেই শিক্ষার ক্ষেত্র যদি ধোঁকার আশ্রয়ে চলে, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তাশক্তি ও সৃজনক্ষমতা ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। শিশুদের স্বচ্ছ ও গঠনমূলক শিল্প শিক্ষার অধিকার রক্ষায় আজই আমাদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

মৃন্ময় সিনহা
রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

উপেক্ষার অন্ধকারে চৈতন্য থেকে বঙ্কিম

পুরীতে শ্রীচৈতন্যের শেষজীবনের বাড়ি, নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভিটে অনেকে চেনেন না। ভিড় সব অন্য জায়গায়।

শৌভিক রায়

রেললাইনের এধার-ওধার। এধারে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভিটেতে, একজন দর্শনার্থীও নেই। ওধারে, একটি বিশেষ মন্দিরে, ঠাঠা রোদেও, দেবী কৃপা প্রত্যাশীদের লাইন এঁকেবেঁকে অন্তত এক কিমি। লাইনে দাঁড়ানো অধিকাংশ মানুষই 'বন্দে মাতরম' রচয়িতার বাড়ির কথা বলতে পারলেন না।

জাম্প কাটে চলে যাই বাঙালির চিরদিনের পুরীতে। ভোর পাঁচটা। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সামনে কয়েক হাজার জনতা। দেব দর্শনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। সামনের বিরাট ডিসপ্লে বোর্ডে গতকালের সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কত সংখ্যক মানুষকে দর্শন দিয়েছেন জগন্নাথ দেব। আজও একই অবস্থা। সারাদিন ভিড় চলবে। এই বিপুল জনসমাগমের আশি শতাংশ মানুষই বাঙালি। এঁদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রীগম্ভীরা বা রাধাকান্ত মঠ চেনেন কি না। কেউই চিনলেন না। কয়েকজনের মুখ দেখে মনে হল, তাঁরা এই কথাটি প্রথম শুনলেন।

অবাক হলাম না। এরকম মুখ দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যে বাঙালি হোটেলে আছি, তাঁরাও কোনও খবর দিতে পারেননি। দেখিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় অটোচালকদের।

এমনিতে, গম্ভীরা শব্দের অর্থ ঘরের মধ্যে ছোট ঘর। সে রকমই একটি ঘরে, পুরীতে কাশী মিশ্রের বাড়িতে, জীবনের শেষ ১২ বছর কাটান শ্রীচৈতন্য। জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে বালিসাহিতে অবস্থিত এই বাড়িটি রাধাকান্ত মঠ নামেও পরিচিত। এখানে সযত্নে রক্ষিত শ্রীচৈতন্যের পাদুকা, কমণ্ডলু ও গায়ের চাদর।

আলারনাথ মন্দিরের কথাও অজানা অনেকের। পুরীর সামান্য দূরে ব্রহ্মগিরির এই মন্দিরে শ্রীচৈতন্য নাম সংকীর্তন করতেন। সেখানেও তাঁর স্মৃতিবিজড়িত শিলা রাখা আছে।

এমন নয় যে, এই জায়গাগুলির কোনও দেখভাল হয় না। দর্শনার্থী অবশ্যই আসেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই কম। রাধাকান্ত মঠের বাসিন্দারা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে নিত্যপুজো থেকে শুরু করে সবকিছু করছেন। আলারনাথ মন্দিরেও তাই। এখানে অবশ্য জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার পর ভিড় বাড়ে। কেননা পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির তখন বন্ধ থাকে। আর বিশ্বাস অনুসারে জগন্নাথ দেবের বাস তখন এখানে।

নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভিটে অত্যন্ত ভালোভাবে রক্ষিত। তাঁর ব্যবহৃত পালঙ্ক, আলমারি, পাগড়ি থেকে শুরু করে বহু কিছু রাখা আছে সেখানে। নৈহাটির আরও দুই প্রখ্যাত মানুষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সমরেশ বসুও স্থান পেয়েছেন এখানকার মিউজিয়ামে।

বাংলার প্রথম সমাজসংস্কারক শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ অবস্থান ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান সম্পর্কে এই অজ্ঞতায় এখন আর বিস্মিত হই না। স্বাভাবিক বোধহয় এটাই। আমাদের মতো উদাসীন ও আত্মঘাতী জাতি দ্বিতীয়টি নেই। পুরীর ভিড়ে তাই হারিয়ে যান মহাপ্রভু। নৈহাটিতে অজ্ঞতার অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকেন সাহিত্যসম্রাট। কোচবিহারে অবহেলায় ভেঙে যায় ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের বাড়ি। দার্জিলিংয়ে সিস্টার নিবেদিতার সমাধির কথাও আমরা জানি না। উদাহরণ এরকম অনেক।

আসলে যে দেবতাদের চোখে দেখা যায় না, তাঁদের জন্যই আমাদের আকুলতা। কিন্তু যে মানুষেরা তাঁদের সুকর্মের মধ্যে দিয়ে দেবতাদের কাজ করে গেলেন, তাঁদের দিকে আমরা চেয়েও দেখি না। অথচ তাঁরা না থাকলে, এই বর্তমান আমরা কখনোই পেতাম না। তাই প্রশ্ন জাগে মনে, এভাবেই কি ক্রমশ অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে যাব আমরা? ভুলে যাব নিজেদের সমৃদ্ধ অতীত!

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৫৯

পাশাপাশি : ১। কোমল বা মসৃণ ৩। আখরি বা সর্বশেষ ৫। গরিবদের মধ্যে জিনিস বিতরণ ৬। স্থান অথবা ভূসম্পত্তি ৭। যে গাছের সঙ্গে পাণ্ডবদের সম্পর্ক আছে ৯। অপঘাতে মৃত্যুর পর মৃতদেহে অনুসন্ধান ১২। আগলানো, সতর্ক করা বা সংযত করা ১৩। চিরনিদ্রা, যে ঘুম আর ভাঙবে না।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে পরীক্ষা করা ২। ম্লান, নিষ্প্রভ বা কলঙ্কযুক্ত ৩। আশ্বাস বা ভরসা দেওয়া ৪। সহযোগিতা বা উৎসাহ দেওয়া ৫। নিক্ষেপ করা বা ঠকানো ৭। শেষ বা অবসান ৮। শ্রীকৃষ্ণের নাম ৯। এই দেবীর নামে মঙ্গলকাব্য আছে ১০। পর্যুদস্ত হওয়া ১১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।

সমাধান ■ ৪১৫৮

পাশাপাশি : ১। অস্ফুট ৩। চারুলতা ৪। গরল ৫। বাসি বিয়ে ৭। দফা ১০। সভা ১২। কিংখাব ১৪। কামাল ১৫। দুরমুশ ১৬। কঠিন।

উপর-নীচ : ১। অপবাদ ২। টগর ৩। চালবাজ ৬। বিরস ৮। ফার্লং ৯। অবকাশ ১১। ভাসমান ১৩। বলক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন: ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চোখের চিকিৎসা করে এসএসকেএম থেকে বাড়ির পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

সময় চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি

বঞ্চনা জানাতে যেতে চান মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জুন : কেন্দ্রীয় বঞ্চনা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের অন্যতম ইস্যু হতে চলেছে রাজ্যের শাসক শিবির। আর সেই কারণেই আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বকেয়া অর্থের দাবিতে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৯ জুন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চেয়ে নবান্ন থেকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে চিঠি গিয়েছে। যদিও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় নিশ্চিত করে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে নবান্নে কোনও উত্তর আসেনি। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আদৌ কোনও সাক্ষাৎ হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করতে সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে গিয়েছে। চলতি সপ্তাহেই প্রতিটি দলের ফিরে আসার কথা রয়েছে। আগামী সপ্তাহের প্রথমেই ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হবে কি না, তা নিয়েই সংশয় রয়েছে।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেশের ঐক্যের পক্ষে গলা ফাটিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের ডাকা বৈঠকে তিনি হাজির হননি। দেশের মাটিতে বিজেপি-বিরোধিতা যে আরও কঠোরভাবেই করতে চায় তৃণমূল, তা বুঝিয়ে দিতেই কালীগঞ্জের উপনির্বাচনকে ঢাল করে ওই বৈঠক এড়িয়েছেন অভিষেক। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মমতার সময় চাওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে। ৯ জুন থেকে বিধানসভার বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। বিধানসভা চলাকালীন সাধারণত মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার বাইরে যান না। কিন্তু বাদল অধিবেশন শুরুর দিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ করতে চাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে এখন থেকেই জোরদার প্রচার শুরু করতে চলেছে তৃণমূল। সেই কারণেই বিধানসভা অধিবেশন শুরুর দিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন মমতা। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সময় না পেলে তা নিয়ে বিধানসভার অধিবেশনে যেমন ঝড় তোলা যাবে, একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার যে এই রাজ্যকে বঞ্চনা করছে, তা প্রমাণ করার সুযোগ থাকবে। সেই কারণেই এই সময়টিই বেছে নিয়েছেন মমতা। বিধানসভার বাদল অধিবেশনে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়ার ইস্যু নিয়ে বিজেপি যেমন সরব হবে, তেমনই অন্যান্য দুর্নীতি ইস্যুতেও শাসকদলকে চাপে পড়তে হবে। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকে পালটা হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল। বকেয়া ডিএ সহ একাধিক বিষয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট আর্থিক চাপে আছে। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের আগ্রহপ্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ।

এসডিপিও অফিস থেকে দলীয় দপ্তরে স্বমেজাজে

হাজিরার পর মুচকি হাসি অনুব্রতের মুখে

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ৫ জুন : অবশেষে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিসে হাজিরা দিলেন অনুব্রত মণ্ডল। ফোনে আইসিকে হুমকি কাণ্ডে অভিযোগ ওঠার সাতদিন পর এসডিপিও অফিসে হাজিরা দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বেলা তিনটে নাগাদ বোলপুরের নীচুপট্টির বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি এসডিপিও অফিসে যান। প্রায় দু'ঘণ্টা সেখানে ছিলেন অনুব্রত। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে উঠে চলে যান। বেরিয়েই সাংবাদিকদের দেখে মুচকি হাসি দেন কেষ্ট। নিজস্ব স্টাইলে গাড়িতে উঠে সোজা পৌঁছে যান দলীয় অফিসে। অনুগামীদের সঙ্গে সন্ধে পর্যন্ত খাসগল্প করেন তিনি। সরকারি অফিসারকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করার পর কোনও অনুতাপ তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায়নি।

অনুব্রত এবং বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারের কথোপকথনের একটি 'অডিও ক্লিপ' গত বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে আইসিকে গালিগালাজ ও কুকথা বলার অভিযোগ উঠেছিল অনুব্রতর বিরুদ্ধে। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই দলের নির্দেশে লিখিত ক্ষমা চান অনুব্রত মণ্ডল। তবে সেই চিঠিতে অডিও ভাইরাল হওয়ার পিছনে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেন তিনি।

এই ঘটনার দিনই ওই আইসি নিজে অনুব্রতর নামে মামলা রুজু করেন। অন্যদিকে, ওই আইসির বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। পুলিশও তাঁকে শনিবার বোলপুর এসডিপিও-র অফিসে হাজিরার নোটিশ পাঠায়। সেই দিন না যাওয়ায় তাঁকে দ্বিতীয় নোটিশ পাঠিয়ে রবিবার বেলা ১১টায় ফের ওই দপ্তরেই ডাকা হয়। কিন্তু রবিবারও হাজিরা দেননি কেষ্ট। পরিবর্তে তাঁর আইনজীবী বিপত্তারণ ভট্টাচার্য, পলাশ দাস ও অনুব্রত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তথা 'সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি'র রাজ্য সভাপতি দেবব্রত ওরফে গগন সরকার এসডিপিও-র দপ্তরে যান। অনুব্রত শারীরিকভাবে 'অসুস্থ' ও তাঁকে পাঁচদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলেছেন চিকিৎসক, এমন মেডিকেল রিপোর্ট অনুব্রতের আইনজীবী তদন্তকারী অফিসারকে জমা দেন বলে খবর। সেই সঙ্গে দাবি করা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অনুব্রতর গলা তৈরিরও।

সূত্রের খবর, অনুব্রতের মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আইসি লিটন হালদারের দু'টি ফোনও। তবে ওই 'অডিও ক্লিপ'-এর কণ্ঠস্বরের নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

আইসি-র সঙ্গে অনুব্রতের কথোপকথনের 'অডিও ক্লিপ' কীভাবে বাইরে ছড়াল, তা নিয়েও আইসি লিটনের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে বলে বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ জানিয়েছেন। তবে অনুব্রতকে ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে কি না বা তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও কঠোর পদক্ষেপ করবে কি না, তা স্পষ্ট করে বলেননি পুলিশ কর্তারা।

বিপত্তারণকে নিয়ে অস্বস্তি বিজেপির

কলকাতা, ৫ জুন : অনুব্রতর হয়ে আদালতে আইনি লড়াই লড়ছেন বীরভূম জেলা বিজেপি নেতা বিপত্তারণ ভট্টাচার্য। বিপত্তারণ বীরভূম জেলা বিজেপির আইনজীবী সেলের নেতা। এই ঘটনায় ৯ জুন বোলপুরে শুভেন্দুর মিছিল ও সভার আগে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে দল।

ওই অডিও ভাইরাল হওয়ার পরই দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে রাজ্যজুড়ে থানায় থানায় অনুব্রতর গ্রেপ্তারের দাবিতে পথে নামে বিজেপি। এই আবহে আচমকাই সামনে এসেছে জেলা বিজেপির আইনজীবী সেলের নেতা বিপত্তারণ ভট্টাচার্যর অনুব্রতর হয়ে আইনি লড়াই করার বিষয়টি। প্রথমে বিজেপির তরফে অবশ্য বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছিল।

বোলপুর বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, 'বিপত্তারণ আমাদের আইনজীবী নেতা, তা জানা ছিল না। সংবাদমাধ্যম থেকেই তা জানতে পেরেছি। এই মুহূর্তে আগামী ৯ জুনের দলীয় কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত আছি। কর্মসূচির পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

পদ্মের নির্বাচন কমিটিতে চর্চায় দিলীপের পুনর্বাসন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ জুন : রাজ্যস্তরে শীর্ষনেতাদের নিয়ে নির্বাচন কমিটি গড়ে বাংলায় ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের মুখোমুখি হতে চান বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেক্ষেত্রে বঙ্গ বিজেপি বর্তমান নেতৃত্বে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান তাঁরা। নির্বাচন কমিটিতে আপাতত দলে ব্রাত্য প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রবীণ দিলীপ ঘোষকে পুনর্বাসনও দেওয়া হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সদ্য রাজ্য সফর সেরে দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পরই গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ মহলে গুরুত্ব দিয়ে এই ভাবনা শুরু হয়েছে। এই ভাবনা এদিন বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ মহলেও পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই কৌশলী ভাবনার কথা সম্ভবত বেরিয়ে এসেছে দলে 'চাণক্য' বলে পরিচিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মাথা থেকে। তাঁর এই কৌশলে সহমত প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপিতে শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, মতান্তর আর গোপন নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব মোটামুটি তিন শিবিরের মাথায় তিন শীর্ষ নেতা দলের বর্তমান রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ রয়েছেন। রাজ্যে দলের কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময়ে তবু সুকান্ত ও শুভেন্দুকে একসঙ্গে দেখা গেলেও দিলীপের প্রায় দেখা নেই। বিষয়টি নজর এড়ায়নি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। এই অবস্থায় '২৬-এ বিধানসভা ভোটের মুখোমুখি হতে হলে দলকে আবার ভুগতে হবে বলে নিশ্চিত ধারণা দলের হেভিওয়েট

মোদি, শা দিল্লি ফিরে যাওয়ার পর ভাবনা

কেন্দ্রীয় নেতাদের।

এই ভাবনায় কিছুটা গুরুত্ব পেয়েছে প্রবীণ দিলীপ ঘোষের বিষয়টি। রাজ্যে দলের ওপরমহলে তাঁর পুনর্বাসন নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে চাপ রয়েছে আরএসএস তথা সংঘ পরিবারের। এই চাপের মুখে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভাবনায় দিলীপ ঘোষের পুনর্বাসনের বিষয়টিও সক্রিয় হচ্ছে। দিলীপকে ছাড়া বঙ্গ বিজেপির পক্ষে ভোটে লড়াই করা মোটেই দলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে না অন্তত শাসকদল তৃণমূলের মোকাবিলায়। তাই দিলীপ, সুকান্ত ও শুভেন্দুকে এক বন্ধনীতে রেখে '২৬-এর ভোটের জন্য দলে রাজ্যস্তরে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নির্বাচনি কমিটি গড়ে দেওয়া যায় কি না, তার ভাবনাই এখন দলে। সেক্ষেত্রে বঙ্গ বিজেপির বর্তমান রাজ্য কমিটিতে নেতৃত্ব পর্যায়ে স্থিতাবস্থা বজায় রেখেই এটা প্রয়োজন বলে মনে করছেন। নতুন করে দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন না করে স্ট্যাটাস কো বজায় রাখাকেই শ্রেয় মনে করছেন তাঁরা। নতুন সভাপতি ও রাজ্য নেতৃত্ব গড়া হলে দলের অন্দরে অস্থিরতা বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। এমনিতেই বঙ্গ বিজেপি দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া এখনও শেষ করতে না পারায় মোটেই সন্তুষ্ট নয় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এরাজ্যে দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা সেই কথা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে।

বরাদ্দই সার, বর্ষার আগে রাস্তা সংস্কার হল না রাজ্যে

কলকাতা, ৫ জুন : রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এক হাজার কিলোমিটার পুরোনো রাস্তা সংস্কারের জন্য গত মার্চে ২২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল অর্থ দপ্তর। বর্ষার আগে গ্রামাঞ্চলের ওই রাস্তা মেরামত করার জন্য ওই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্ষা এসে গেলেও এখনও ওই রাস্তার কোনও কাজ শুরুই করা যায়নি। বর্ষার সময় বিটুমিন বা মোরামের কোনও রাস্তার কাজ করা যায় না। ফলে পুজোর আগে ভাঙাচোরা ওই রাস্তা আর সংস্কারের কোনও সম্ভাবনা নেই। গত ২ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় নতুন করে কোনও রাস্তা হয়নি। পুরোনো রাস্তাও সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। ফলে আগামী কয়েক মাস সাধারণ মানুষকে ভাঙাচোরা রাস্তার মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করতে হবে। মার্চে অর্থ বরাদ্দ করা হলেও বর্ষার আগে কেন রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ করা যায়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের এই গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার অবশ্য দাবি করেছেন, খুব খারাপ থাকা রাস্তাগুলি ইতিমধ্যেই সংস্কারের কাজ প্রায় শেষের দিকে। বর্ষার সময় রাস্তার বেশিরভাগ কাজ করা যায় না। বর্ষা মিটে গেলেই পুরোনো রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি এবারের বাজেটে বরাদ্দ অর্থে নতুন রাস্তা তৈরির কাজও শুরু হবে। পঞ্চায়েত দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'এবারের বাজেটে নতুন দেড় হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। কোন কোন এলাকায় রাস্তা তৈরি করা হবে, তা নিয়ে জেলা প্রশাসনগুলির কাছে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর চাওয়া হয়েছে। পুজোর আগেই নতুন রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলা হবে। পুজোর মধ্যেই বর্ষা শেষ হয়ে যাবে। তখন নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।'

গত দু-বছরেরও বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার টাকা

পঞ্চায়েত দপ্তরের গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

বরাদ্দ না হওয়ায় নতুন রাস্তা তৈরির কাজ যেমন হয়নি, পুরোনো রাস্তাও সংস্কার হয়নি। এরই মধ্যে গত দুটি বর্ষায় রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকে গিয়েছে। সেখানে বেশকিছু রাস্তা ইতিমধ্যেই খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে পঞ্চায়েত দপ্তরের রিপোর্ট জমা হয়েছে। কিন্তু মার্চে টাকা বরাদ্দ সত্ত্বেও কেন কাজ শুরু করা যায়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে জেলাগুলির কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে। আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সেখানে তাপ্পি দিয়ে বর্ষার সময়টা চালানো হবে। তারপর ঢেলে সংস্কার করা হবে।

কলকাতার বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের তিনটি ঝলক। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

শর্মিষ্ঠার গ্রেপ্তার নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ৫ জুন : জারি হওয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে করা হয়েছিল। নিম্ন আদালতের গ্রেপ্তারের নির্দেশ আইনের চোখে যথোপযুক্ত নয় বলে শর্মিষ্ঠা পানোলির জামিন মামলায় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। সমাজমাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কুমন্তব্যের অভিযোগে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শর্মিষ্ঠাকে। জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পুনের ওই আইনের ছাত্রী। বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর গ্রীষ্মাবকাশকালীন বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। এই মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, '২২ মে আলিপুর আদালত তদন্তকারী অফিসারকে গ্রেপ্তারের যে নির্দেশ প্রদান করে, আইনের চোখে তা যথোপযুক্ত নয়। যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল, তা মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে। সেখানে শুধুমাত্র গ্রেপ্তার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। গ্রেপ্তার করতে হবে বলা হয়নি। ধর্তব্যযোগ্য অপরাধ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।' ১০ হাজার টাকার বন্ডে গার্ডেনরিচ থানার মামলা থেকে শর্মিষ্ঠার অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

তাঁর জামিনে আদালত বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ, তদন্তে সহযোগিতা করে যেতে হবে তাঁকে। তবে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হবে শর্মিষ্ঠাকে। আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন না। শিক্ষাগত

জামিন মঞ্জুর

কারণে দেশের বাইরে যেতে হলে নিম্ন আদালতকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। বিচারপতির মন্তব্য, 'যখন নোটিশ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল, তখন শর্মিষ্ঠা কলকাতায় ছিলেন না। তিনি একজন আইনের ছাত্রী। তাঁকে হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের কোনও প্রয়োজন নেই।' শর্মিষ্ঠা সমাজমাধ্যমে কী মন্তব্য করেছিলেন, তা অভিযোগপত্রে যথাযথভাবে উল্লেখ নেই বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি।

আলিপুর আদালতে পুলিশ পাহাড়ায় শর্মিষ্ঠা পানোলি। -ফাইল চিত্র।

নয়া উদ্যোগ

কলকাতা, ৫ জুন : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের পর দুশ্চিন্তায় পড়ুয়ারা। শিক্ষকের অভাবে রাজ্যের একাধিক স্কুলে বন্ধ রয়েছে বিষয়ভিত্তিক ক্লাসও।

এই সমস্যা দূর করতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ রাজ্যের স্কুলগুলিতে 'ক্লাস্টার' পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে এলাকাভিত্তিক 'হাব' স্কুল তৈরি করবে সংসদ। সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুলের শিক্ষকরা এই হাবে এসে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিষয়ভিত্তিক ক্লাস করাবেন।

জঙ্গলমহলে কমছে জঙ্গল, জীবিকায় কোপ

কলকাতা, ৫ জুন : দূষণের ভারে হারিয়ে যাচ্ছে গাছ। জঙ্গলমহলের মতো পরিবেশ প্রধান এলাকাতেও শাল গাছের পরিমাণ কমায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ পর্যটকদের কপালে। শাল গাছের ৫৯.৪৩ শতাংশ কমেছে ১৯৯২ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে। এমন তথ্য সম্প্রতি উঠে এসেছে পশ্চিম মেদিনীপুরে রাজা এনএল খান উইমেন্স কলেজের অধ্যাপক প্রভাতকুমার শিট এবং তাঁর ছাত্র সৌমেন বিশুইয়ের সমীক্ষায়।

শালবনি গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গল মাহাতোর কথায়, '২০ বছর আগেও শালপাতা ও মহুয়া ফলের ওপর আমার জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। তবে এখন গাছ কমে যাওয়ায় অন্য কাজ খুঁজছি।' ঝাড়গ্রামের বেলিয়া গ্রামে ১৯৯২ সালে বনভূমির পরিমাণ ছিল ১.৯২ বর্গকিলোমিটার। ২০২২ সালে সেই সীমা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.০৫ বর্গকিলোমিটার। একইভাবে মেদিনীপুরের দেলুহাগ্রামে যেখানে ১৯৯২ সালে বনভূমির পরিসীমা ছিল ১.২০ বর্গকিলোমিটার, সেখানে ২০২২ সালে তা কমে পরিণত হয়েছে ০.৫৮ বর্গকিলোমিটারে।

সমীক্ষকরা বলছেন, 'দক্ষিণবঙ্গের ফুসফুস ঘোর বিপদে। বন দপ্তর শাল গাছ রোপণের বদলে ইউক্যালিপটাস এবং অ্যাকাসিয়া গাছ রোপণ করছে। ফলে আদতে পরিবেশের কোনও লাভ হচ্ছে না।' জঙ্গলমহল বাঁচাতে গেলে এবং বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শাল গাছের বিকল্প আর কিছুই নয়, তা স্পষ্টতই স্বীকার করে নিয়েছেন প্রভাত।

অবশ্য বোলপুরের 'পজেটিভ বার্তা' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে এক বছরে এক কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এদিন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সেই সংলগ্ন এলাকায় গাছ লাগানো হয়েছে। ১০ হাজার পরিবারকে অন্তত ৫টি করে গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সংগঠনের প্রধান মলয় পীট বলেন, 'আমাদের হাসপাতাল শুধু নয়, জেলার সমস্ত হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবারকে পাঁচটি করে গাছ আমরা দেব। আগামী এক বছরের মধ্যে ১ কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি।'

ভিনরাজ্যের সীমানায় সবুজ প্রাচীরের ভাবনা

কলকাতা, ৫ জুন : উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা সহ রাজ্যের সীমানা লাগোয়া এলাকায় ক্রমেই বাড়ছে বায়ুদূষণের মাত্রা। পরিবেশবিদদের মতে, ভিনরাজ্য থেকে সীমানা পেরিয়ে দূষণ কণা প্রবেশ করার জন্যই রাজ্যে বায়ুদূষণের এই বৃদ্ধি। সমাধান সূত্র হিসেবে সীমানা লাগোয়া এলাকায় সবুজ প্রাচীর গড়ার পরিকল্পনা করেছে রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। ঝাড়গ্রাম থেকে এই তিন সারিতে বৃক্ষরোপণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র জানিয়েছেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সীমানা লাগোয়া এলাকাতেও গাছ লাগানোর কাজ সমাপ্ত হবে।

তবে কোচবিহার, দার্জিলিংয়ের কিছু এলাকা এবং কালিম্পং অঞ্চলে দূষণ কণা প্রবেশের মাত্রা কিছুটা হলেও কম। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের সমীক্ষাও একই কথা বলছে। পর্ষদের মতে, প্লাস্টিক দূষণ রোধ করাই পরিবেশ বাঁচানোর সব থেকে বড় ওষুধ।

বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরিবেশ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পদ্মশ্রী অধ্যাপক অজয়কুমার রায়, পরিবেশ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রোশনি সেন এবং পর্ষদের সদস্য সচিব জগদীশপ্রসাদ মিনার গলায় শোনা গেল একই সুর। নিষিদ্ধ এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগে ১০০০টি, পৌরসভাগুলিকে ৪০০টি এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরকে ৪০টি ডিজিটাল গজ থিকনেস মিটার দিয়েছে। উদ্দেশ্য, সাধারণ জনগণ এবং রাজ্য সরকারের যৌথভাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজে নামা।

তবে ২০২২-২৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপাদন আশানুরূপভাবে অনেকটাই কম। দার্জিলিং এই উৎপাদনে শীর্ষস্থানে থাকলেও সর্বশেষ স্থানে রয়েছে কালিম্পং। কলকাতায় প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপাদনের পরিমাণ সেখানে ৪৯৯.৫০ মেট্রিক টন। সম্প্রতি এই দূষণ রোধের জন্য রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন বাজার, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স এবং শপিং মলগুলিতে ১০০টি কাপড়ের ব্যাগ ভেন্ডিং মেশিনও তৈরি করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উঠে এসেছে তিস্তা নদীর জলস্তর বাড়ার সমস্যার কথাও। রোশনি সেন জানিয়েছেন, 'মহানন্দা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও আমরা ভাবছি।'

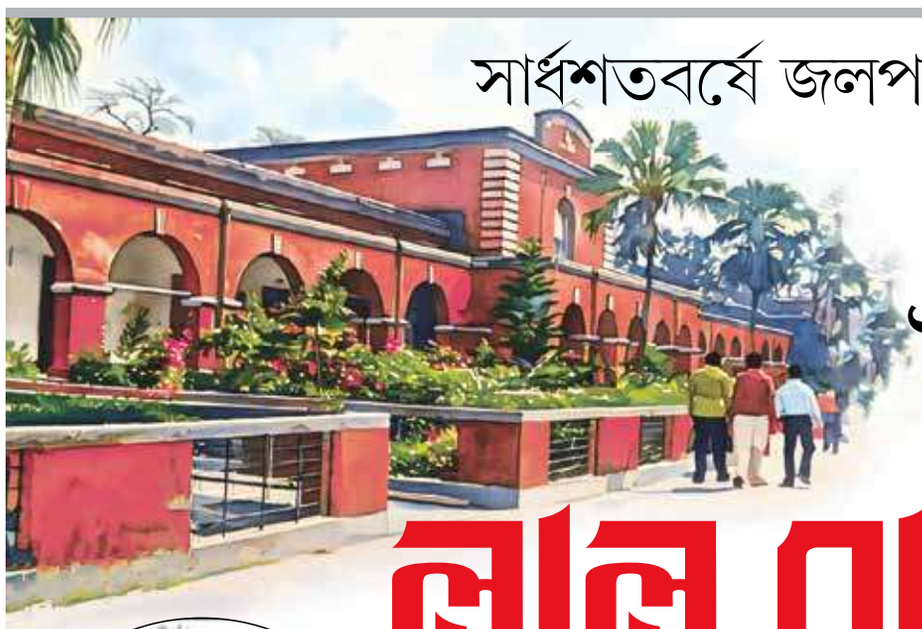

সার্ধশতবর্ষে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল

আমার শৈশবের লাল বাড়িটা...

একটি বট গাছ যেন কালের অনন্ত যাত্রা, বহু যুগের নীরব সাক্ষী হয়ে সে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর প্রতিটি ঝুরি যেন অতীতের গল্প বহন করে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠা এক জীবন্ত ইতিহাস। লিখলেন **অনসূয়া চৌধুরী ও অনীক চৌধুরী**

১৯৭৫ সালের স্কুলের ছবি। -সংগৃহীত

উত্থানের কাহিনী

লাল বাড়িটা গুটিগুটি পায়ে পৌঁছেছে ১৫০ বছরে। প্রতিটা ইটের সঙ্গে জড়িয়ে হাজারো স্মৃতি। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাডুইয়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এল প্রতিষ্ঠাকালের কথা। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৮৭৬ সালের ২৬ মে। বর্তমানে যেখানে ডিভিশনাল কমিশনারের বাংলো, সেখানেই পথ চলা শুরু। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সেই ভবনটি পুড়ে গিয়েছিল।

এরপর বর্তমানে যেখানে জেলা পরিষদের কার্যালয়, ঠিক তার উলটোদিকে নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে দুটো ঘর এবং স্টেশন রোডের গোপালপুর হাউসের উত্তর-পশ্চিমে একটি ঘরে স্কুলটিকে স্থানান্তর করা হয়। তবে এভাবে আলাদা আলাদা জায়গায় বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ফলে ফের ঠিকানা বদল। আইনজীবী নগেন্দ্রনাথ শিকদারের বাড়িতে খোলে স্কুল। কোনও কারণে লাগা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই বাড়িটিও।

১৯০৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালীন ছুটি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ঠিকানা ছিল স্টেশন সংলগ্ন নৃপেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ শিকদারের বাড়ি। স্কুলের বর্তমান জায়গায় একটি ছোট্ট ঘর এবং কর্নেল হেদায়েত আলির বাড়িতেও কিছুদিন চলে পঠনপাঠন। অবশেষে ১৯১৪ সালে বর্তমান লাল ভবনের নির্মাণ শেষ হয়। প্রতিষ্ঠানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে চলতিবছরের ২৬ মে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কর্তৃপক্ষ। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধীরাজমোহন ঘোষের কথায়, 'আমার শিক্ষকতার জীবনে এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আরও উন্নতি হোক।'

একটু নজর দিন

পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা, গান, আবৃত্তি, নাটক, কুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় পড়ুয়াদের উৎসাহ দেন শিক্ষকরা। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে খুদেরা অংশ নেয়। ২০২০ সালে রাজ্যস্তরে ইয়ুথ পার্লামেন্ট কম্পিটিশন-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল। তবে পরিকাঠামোগত খামতি একটা বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন ল্যাবরেটরি এবং ক্লাসরুমের মানোন্নয়ন, আরও বৈদ্যুতিক কাজকর্ম, লাইব্রেরি ইত্যাদি। পাঁচটি স্মার্ট ক্লাস রয়েছে, আরও কিছু তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে। প্রাইমারি ও ডে (হাই) স্কুল মিলিয়ে মোট পড়ুয়া সংখ্যা ১৫০০। দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ঘাটতি। বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়াদের অনেকেরই দাবি, ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর যদি দেওয়াল চিত্র এঁকে সাজিয়ে তোলা যায়, তবে ভালো হয়। প্রাঙ্গণ সুন্দর হতে পারে ফুল বাগানে। করা যেতে পারে কিচেন গার্ডেনিং। দেখভালের অভাবে অবহেলায় পড়ে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের আবক্ষমূর্তি।

বর্তমানের কথা

দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া অনন্য কর ও প্রান্তিক সেনগুপ্তদের মন খারাপ। বলছিল, 'আমরা তো স্কুল থেকে আর ক'দিন পর বেরিয়ে যাব। সব বন্ধুরা আর একসঙ্গে থাকব না। একেকজন একেকদিকে। মাঝেমধ্যে হয়তো দেখা হবে। হয়তো কারও সঙ্গে বছরে একবার। স্মৃতিটুকু থাকবে।'

-সবথেকে মিস করবে কী?

-ক্যুইজডম। প্রতিবার জিলা স্কুলের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা পরিচালনা করে। অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও অংশ নেয়। এতে জ্ঞানের পরিধি বাড়ে। নলেজ শেয়ারিং বলতে পার।

ওরা বলে চলল, 'শুনেছি আগে আরও একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার হত। ছোট আর বড় ক্লাসের পড়ুয়ারা মাসে একবার বা কখনও দু'-তিনমাসে একদিন একসঙ্গে বসত। ক্লাস করত। এভাবেও নলেজ শেয়ারিং হয় কিন্তু।'

সবশেষে আলাপ হল অষ্টম শ্রেণির সায়নদীপ করের সঙ্গে। তার বাবাও এই স্কুলে পড়তেন। আরও অনেক বছর সায়নদীপ কাটাবে এখানে। খুদে হয়তো জানে না, এটাই জীবনের সেরা সময়।

প্রাক্তনের চোখে

প্রাক্তন পড়ুয়া ও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের সম্পদ। তাঁদের অনেকেই এখন তারাদের দেশে। তবে সকলে নিজ গুণে ছাপ রেখেছেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীদের তালিকার উজ্জ্বল প্রাক্তন ফুটবলার প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার, সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার এবং দেবেশ রায় প্রমুখ। সিনিয়ার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সায়ন পাল ভাসলেন স্মৃতির সাগরে, '১৯৮৬ সালে বাবা-মায়ের হাত ধরে স্কুল প্রাঙ্গণে প্রথম পা রাখি। সেদিন ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষা। খেলার মাঠ পেরিয়ে লাল বাড়ি। সে বছরই প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার। পরীক্ষায় উতরে ভর্তি হই ক্লাস ওয়ানে। তারপরে বারোটা বছর কেটেছে স্বপ্নের মতো। ১৯৯৬ সালে মাধ্যমিকে ভালো ফল করার পর অনেকেই কলকাতায় গিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি আর মায়া ত্যাগ করতে পারিনি। শিক্ষকদের স্নেহ, ক্যাম্পাসের তাল-সুপারি গাছ, গোলাপ বাগান, শীতকালে ডালিয়া আর গাঁদা ফুলের সৌন্দর্যের মায়ায় বাঁধা পড়েছিলাম।'

কথা বলতে বলতে চিকিৎসক ডাঃ সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায় ফিরে গেলেন নিজের স্কুলজীবনে, 'এক বৃষ্টির দিনে মান্না দে'র গান শুনেছিলাম স্কুলের অনুষ্ঠানে। ভীষণ মিস করি সোনালি দিনগুলো। তৃতীয় শ্রেণিতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়া, তারপর ১৯৮১ সালে মাধ্যমিক ও ১৯৮৩-তে উচ্চমাধ্যমিক। আমাদের সময় অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হত, তাই রেজাল্ট অনেক ভালো ছিল। প্রধান শিক্ষক সহ অন্য শিক্ষকের বেত্রাঘাত থেকে ভালোবাসা- পেয়েছি সবই। ১৫০ বছর পেরিয়ে সুনামের সঙ্গে আরও এগিয়ে যাক আমাদের প্রিয় লাল বাড়ি।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্দীপ ভট্টাচার্যও একজন প্রাক্তনী। ছেলেবেলায় ক্লাসরুমে শিখেছেন 'ফাইন্ড আ ওয়ে অর মেক ইট'। এখন শিক্ষক হিসেবে নিজের ছাত্রদের সেই পাঠ পড়ান। সন্দীপের কথায়, 'যখন ১২৫ বছর হল, তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। শিক্ষকদের শাসন আর স্নেহ ছাড়া জীবনে সফল হতে পারতাম না। এখন একটাই চাওয়া, স্কুলের রেজাল্ট যেন আরও ভালো হয়। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মাইলফলক হয়ে উঠুক।'

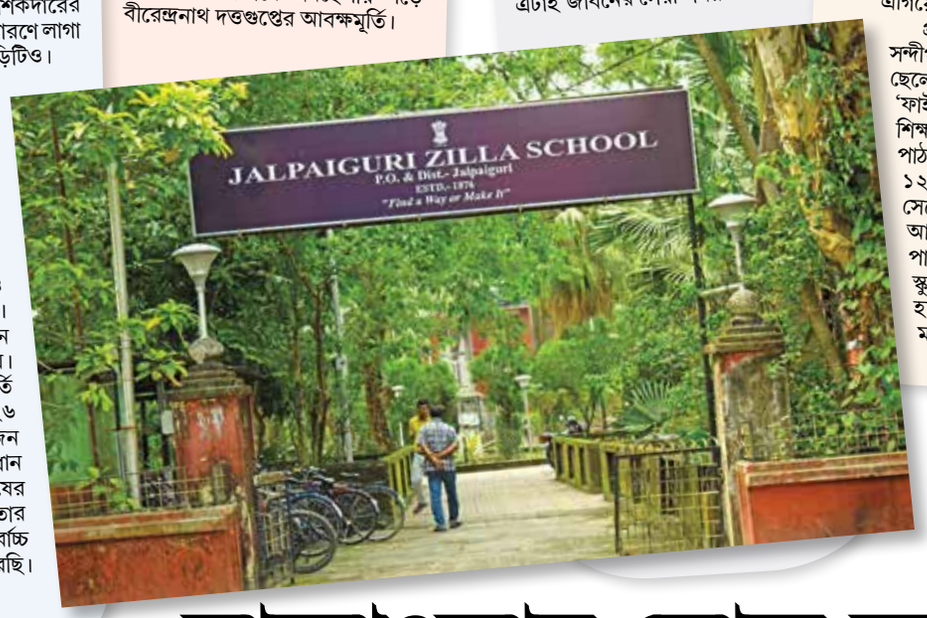

ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বাগানে বড় দুখ রে... চল এখন অন্য কাজে

পিনাকী সেনগুপ্ত
শ্রী ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, আলিপুরদুয়ারের তোর্ষা চা বাগানের বাসিন্দা

সবুজ পাতার বাহারে দুলতো দোদুল আহা রে...।

চা বাগিচার সেই কাব্যটা আজ আর নেই। ভূপেন হাজারিকার গানের সেই 'অমল কোমল হাত বাড়িয়ে' চা পাতা তোলার লছমিদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কঠোর বাস্তব। মানুষ যেখানে চাকরির জন্য হাপিত্যেশ করে, উত্তরবঙ্গে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় জায়গাটা সেখানে কর্মীর অভাবে ধুঁকছে।

চা গাছের সবুজ গালিচায় চা-পাতা বোঝাই ব্যাগ, টুকরি কাঁধ থেকে নামিয়ে শ্রমিকের দল জামাকাপড়, নিত্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকির বোঁচকা মাথায় ভিনরাজ্যের ট্রেন ধরছে। স্থায়ী চাকরি ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছেন তাঁরা। শুধু কি শ্রমিক, সাহেব, বাবু- চা শিল্পে ব্রিটিশ সৃষ্ট তিন ধরনের কাজে বর্তমান প্রজন্ম আর আগ্রহী নয়।

বাবু শ্রেণিতে (যাঁরা বাগানের অফিস, উৎপাদনের দেখভালের দায়িত্বে) প্রজন্ম পরম্পরায় চা বাগানে থেকে যাওয়ার দিন প্রায় শেষ। বাবুদের ঘরের সন্তানরা অন্য জীবিকার সন্ধানে দলে দলে বাগানের বাইরে। এমনকি, অনেক কর্মরত বাবুও ভিন্ন চাকরিতে চলে যাচ্ছেন। পাঁচ বছর আগে চা বাগানে কর্মরত বাবু শান্তনু লাহা এখন কলকাতার একটি স্বনামধন্য সংস্থায় অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্টে যুক্ত।

অথচ তাঁর বাবা যতীন লাহা আশির দশকে আসানসোল থেকে এসে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের বাবু হয়েছিলেন। বাবার অবসরের পর সেই চাকরিটা পেয়েছিলেন শান্তনু। চা শিল্পে এই বংশপরম্পরা ছিল আদত। কিন্তু সামান্য বেতন, অন্য সুযোগ-সুবিধার অভাব তাঁকে চা বাগানে বেঁধে রাখতে পারল না। ফলে বাগানের পর বাগানে বাংলাভাষী কর্মী এখন খুঁজে পাওয়া ভার।

চা বাগানের আরেক বাবু ভবেশ নন্দীর পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে নির্ভীক ও নিবৃতা নিজেদের তৈরি করছেন সরকারি চাকরির জন্য। তাঁদের কাছে আর সবুজ প্রকৃতির মাঝে কাজের আকর্ষণ নেই। কেন? বেতন, সুযোগ-সুবিধা, পরিকাঠামো- কোনওটিই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো নয়। সরকারি চাকরিতে নিয়োগে হাজার দুর্নীতি, হাঙ্গামা থাকলেও চা-বাগানে চাকরির কথা তাঁরা ভাবতে চান না।

বাঙালিরা মুখ ফেরানোয় চা বাগানের ঐতিহ্যের সেই সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চার দিনও ফুরিয়েছে। বাংলা সংবাদপত্র পড়ারও লোক নেই। কয়েক পুরুষের শিকড় থাকলেও চা বাগান ছেড়ে ভিনরাজ্যে ভিড় জমিয়েছেন আদিবাসী, নেপালি শ্রমিকরা। যাঁরা চা শিল্পের প্রাণ।

অনায়াসে দিনে ৩৫ থেকে ৪০ কেজি চা-পাতা তুলতে অভ্যস্ত বেতুল ওরাওঁ, কার্তিক ওরাওঁ, ধনেশ বিশ্বকর্মা, সুখমণি গোয়ালাদের মতো অভিজ্ঞ শ্রমিকরা এখন মুম্বই, চেন্নাই, কেরলে নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে ইট, বালি-পাথর তুলছেন। শিকড় ছিঁড়ে অতদূরে যাওয়ার কারণ একটিই- উপার্জন বেশি। শ্রমিক নেতা উদিত এক্কার মতে, অভিজ্ঞ শ্রমিক না থাকাটা চায়ের উৎপাদন ও মান পড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বাইরের চটকদার রূপ দেখে তাই ভেতরের নীরব ধ্বংসের আভাস মেলে না।

চা-বাগানের চৌকিদারের চাকরি ছেড়ে তেজস ছেত্রী চায়ের দোকান খুলেছেন। বাগানের চাকরিতে আর বাড়ির চারজন মানুষের পেট চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। বাধ্য হয়ে তাই বিকল্প পেশা বেছে নিয়েছেন। সাহেবসুবোরাও আগের মতো চা শিল্পে পড়ে থাকতে আগ্রহী নন।

সিদ্ধান্ত সিংয়ের কথা ধরা যাক। প্রশিক্ষিত, দক্ষ ম্যানেজার। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানে কাজ করেছেন। পুত্র যশপাল সিংকে পড়িয়েছেন জলন্ধরের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে। চা বাগানে হাতে ধরে কাজও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেকে চা বাগানমুখী হতে দেননি। উলটে নিজেও বাগানের চাকরি ছেড়ে ছেলের সঙ্গে পঞ্জাবে গম চাষে মন দিয়েছেন।

একটি বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার অক্ষয়কুমার মহাপাত্র মনে করছেন, চা বাগানে বিরাট রূপান্তরের পর্যায়ে ছোঁয়া লেগেছে। যেখানে পুরোনোর সঙ্গে নতুনের মেলবন্ধন হতে খানিকটা সময় লাগছে। পুরোনোদের অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন, তেমনই জরুরি নতুন প্রজন্মের আধুনিকতা। কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটাতে চা শিল্পকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাটা জরুরি বটে। কিন্তু যেভাবে মুখ ফেরানোর স্রোত বইছে, তাতে চা শিল্পে কর্মসংস্থানের জোয়ার ফেরানো সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

নতুনের ভাবনায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা প্রকাশিত হবে 'ক্যাম্পাস' পাতায়।

সাক্ষাৎকার হোক আত্মপ্রকাশের জায়গা

পড়াশোনার পাশাপাশি অনেকেই চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ বাড়ছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, সাক্ষাৎকার (ইন্টারভিউ) বা ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা (পার্সোনালিটি টেস্ট)। সেই নিয়ে লিখলেন প্রাক্তন আমলা এবং বর্তমানে একটি এড-টেক সংস্থার কর্ণধার কৌশিক গোস্বামী। প্রথম পর্বে কর্পোরেট চাকরিতে ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি।

কর্পোরেট চাকরির ইন্টারভিউ হল একজন প্রার্থীর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব এবং পেশাদারিত্ব যাচাই করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যেখানে নিয়োগকর্তা বোঝার চেষ্টা করেন, আপনি সংশ্লিষ্ট সংস্থার সংস্কৃতি ও টিম স্পিরিটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন কি না। সাক্ষাৎকারে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, পাশাপাশি আপনার যোগাযোগ ক্ষমতা, ইতিবাচক মনোভাব, আত্মবিশ্বাস এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা কেমন- সেটাও দেখা হয়।

সফল ইন্টারভিউ একজন প্রার্থীর জন্য স্বপ্নের চাকরির দরজা খুলে দিতে পারে। আবার সঠিক প্রস্তুতি না থাকলে, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও একজন অন্য প্রার্থীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে পারেন। আত্মবিশ্বাস ও কৌশলী প্রস্তুতির মাধ্যমে সফল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

যেসব বিষয় মনে রাখা জরুরি

সংস্থা সম্পর্কে জানুন

যে প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন, সেই সংস্থার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ইতিহাস, মূল উদ্দেশ্য (MISSION) ও তাদের পণ্য কিংবা পরিষেবা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক কার্যকলাপ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের পরিচিতি এবং বাজারে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত। আপনি যে পদের জন্য আবেদন করেছেন, সেই পদের দায়িত্ব ও কাজের প্রকৃতি আগে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিজেকে চিনুন-জানুন

ইন্টারভিউয়ের আগে নিজের জীবনবৃত্তান্ত (CV) মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন, যাতে প্রতিটি তথ্য আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করতে পারেন। নিজের শক্তি ও দুর্বলতা, এর আগে যে কোনও ক্ষেত্রে পাওয়া সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। 'নিজের সম্পর্কে বলুন', এমন পরিচিতিমূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পরিষ্কার অথচ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রস্তুত করে রাখুন আগে থেকে।

সাধারণ প্রশ্নের প্রস্তুতি

'আমাদের কেন আপনাকে নিয়োগ দেওয়া উচিত?', 'পাঁচ বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান?' অথবা 'এই সংস্থায় কাজ করতে চাইছেন কেন?' এই জাতীয় সাধারণ প্রশ্নের উত্তর কী দেবেন, তা আগে থেকে ভাবতে হবে। এর পাশাপাশি ব্যবহারগত (BEHAVIOURAL) এবং পরিস্থিতিনির্ভর (SITUATIONAL) প্রশ্নেরও প্রস্তুতি নিয়ে রাখা উচিত।

উপযুক্ত পোশাক

ফর্মাল পোশাক পরা প্রয়োজন। পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শার্ট, প্যান্ট, পালিশ করা জুতো এবং প্রয়োজনে ব্লেজার পরা যেতে পারে। নারীরা শার্ট ও ট্রাউজার, ব্লেজার, সালোয়ার-কামিজ বা শাড়ি পরতে পারেন। খুব উজ্জ্বল রঙের পোশাক এড়িয়ে চলা উচিত। পরিচ্ছন্নতার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। চুল, দাড়ি, নখ সহ সামগ্রিক গঠন পরিপাটি হওয়া চাই।

যোগাযোগ দক্ষতার (COMMUNICATION SKILLS) চর্চা

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় স্পষ্ট উচ্চারণ এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলবেন। অহেতুক শব্দ যেমন- 'মানে', 'এই যে', 'উম' ইত্যাদি এড়িয়ে চলা জরুরি। কারণ, এগুলো আপনার প্রস্তুতির অভাব বা দ্বিধাগ্রস্ততা প্রকাশ করে। কথোপকথনের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর চোখে চোখ রেখে কথা বলার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। আপনার শরীরী ভাষাও যেন আত্মবিশ্বাসী হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

যেসব নথি সঙ্গে থাকবে

নিজের জীবনবৃত্তান্তের (CV) একাধিক প্রিন্ট কপি সঙ্গে রাখুন, যেন প্রয়োজনে প্যানেল সদস্যদের দেওয়া যায়। পাশাপাশি সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রফেশনাল কোর্সের সার্টিফিকেট, মার্কশিট ফাইলে রাখবেন। পরিচয়পত্র (যেমন আধার কার্ড বা প্যান কার্ড) অবশ্যই বহন করা দরকার। ইন্টারভিউ চলাকালীন প্রয়োজনীয় তথ্য লেখার জন্য একটি নোটবুক ও কলম হাতে রাখা যেতে পারে। যদি আপনি কোনও প্রোজেক্ট, কোর্স বা কাজের উদাহরণ দেখাতে চান- তবে সেই প্রোজেক্ট রিপোর্ট, সার্টিফিকেট বা পোর্টফোলিও'র একটি ফোটোকপি সঙ্গে রাখবেন।

ইন্টারভিউয়ের দিন যা করণীয়

নির্ধারিত সময়ের আগে ইন্টারভিউয়ের স্থানে পৌঁছে যান। সাক্ষাৎকার শুরুর আগে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট বা সুইচ অফ করতে হবে। ইন্টারভিউ বোর্ডের ঘরে ঢোকার সময় হাসিমুখ, ধীরে দরজা খুলুন। তারপর টেবিলের সামনে গিয়ে 'গুড মর্নিং' বা 'গুড আফটারনুন' বলে সম্ভাষণ। প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনে ভেবেচিন্তে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিন। ইন্টারভিউয়ের শেষে যদি আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে হবে। যেমন, এই প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিবেশ কেমন? প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে কি না ইত্যাদি। সাক্ষাৎকার শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দরজা খুলে বের হবেন।

যদি অনলাইনে হয়

ইন্টারভিউ শুরুর আগে নিজের ইন্টারনেট সংযোগ, ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, পরীক্ষা করে নিতে হবে। এমন একটি জায়গায় বসুন- যেখানে আলো পর্যাপ্ত, পরিবেশ শান্ত এবং ব্যাকগ্রাউন্ড পরিষ্কার থাকে। মনে রাখবেন, ভার্চুয়াল হলেও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা জরুরি। তাই ফর্মাল পোশাক পরবেন। সাক্ষাৎকার শুরুর নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ মিনিট আগে লগইন করে প্রস্তুত হয়ে থাকুন, যাতে হঠাৎ দেখা দেওয়া প্রযুক্তিগত সমস্যা এড়ানো যায়।

ভাষা নিয়ে পরামর্শ

ইন্টারভিউ সাধারণত ইংরেজিতে নেওয়া হয়, তবে আপনি যদি ইংরেজিতে নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করতে অসুবিধা অনুভব করেন, তাহলে সৌজন্যমূলকভাবে অনুমতি নিয়ে বাংলা বা অন্য স্থানীয় ভাষায় উত্তর দিতে পারেন। এতে কোনও সমস্যা নেই (যদি না ইংরেজিতে দক্ষতা চাকরির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে থাকে)। বরং নিজের সুবিধা-অসুবিধা জানানো আপনার সততা ও পরিস্থিতি সামলানোর দক্ষতা প্রকাশ করে। মনে রাখবেন, ভাষা নয়, একজন প্রার্থীর চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনের ধরন ইন্টারভিউ বোর্ড সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। তবে চেষ্টা করবেন সাধারণ ইংরেজি শব্দ বা বাক্যাংশ (যেমন : 'TEAM WORK', 'PROBLEM SOLVING', 'DEADLINE', 'TARGET') ব্যবহার করতে, যাতে বোঝা যায় আপনি নিজেকে আরও উন্নত করতে আগ্রহী।

বিশেষ পরামর্শ

যদি সাক্ষাৎকারের সঙ্গে অ্যাপটিটিউড বা টেকনিকাল টেস্ট যুক্ত থাকে, তবে তার জন্য আগেভাগে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা উচিত। আগের কর্মস্থল বা সহকর্মীদের সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করা এড়িয়ে চলতে হবে। নিজেকে উপস্থাপন করুন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, কিন্তু অতিরঞ্জিত করে নয়। আপনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সত্য এবং বিনয়ী হোন। বাড়ি ফিরে যদি সুযোগ থাকে, তবে সংক্ষিপ্তভাবে 'ধন্যবাদ বার্তা' (THANK YOU MAIL) পাঠান।

কর্পোরেট ইন্টারভিউ নিয়ে অহেতুক ভয় পাওয়ার কারণ নেই। ভুল হতেই পারে, কিন্তু আপনি চেষ্টা করছেন- এটাই সবচেয়ে বড় কথা। মনে রাখবেন, প্রতিটি ইন্টারভিউ নতুন কিছু শেখায়, যা আপনাকে আগের চেয়ে আরও বেশি ভালোভাবে প্রস্তুত করে তোলে। তাই নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা জরুরি। সাহস নিয়ে এগিয়ে যান, জয়ী হবেন।

‘এক কোটি টাকা দিচ্ছি, ছেলেকে ফিরিয়ে দিন’

মৃতদের কেউ পড়ুয়া, কেউ শিল্পী, কেউ বা এসেছিলেন ইন্টারভিউ দিতে

বেঙ্গালুরু, ৫ জুন : বৃহস্পতিবার সকালে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল জুতো, ছেঁড়া জার্সি আর ফেলে যাওয়া ক্রিকেটপ্রেমীদের নানা জিনিস। বুধবার আরসিবির আইপিএল জয়ের আনন্দোৎসব পরিণত হয় মমান্তিক এক পদপিষ্টের ঘটনায়। যেখানে প্রাণ হারান অন্তত ১১ জন এবং আহত হন কমপক্ষে ৪৭ জন।

আইপিএলের ইতিহাসে এই প্রথমবার জয়ী হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। বিরাট কোহলিদের দেখতে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন প্রায় তিন লক্ষ মানুষ। আর তাতেই বিপর্যয়।

প্রিয় ক্রিকেটারদের একঝলক দেখতে কেউ উঠে পড়েন উঁচু দেওয়ালে, কেউ বা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে। কমবয়সি বহু তরুণ-তরুণীকে দেখা যায় তরতর করে গাছে চড়ে উল্লাস করতে। কিন্তু সেই উল্লাসই যে মুহূর্তে বদলে যাবে লাশের মিছিলে, কে জানত!

মৃতদের বয়স ১৩ থেকে ৩৩-এর মধ্যে। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন নৃত্যশিল্পী, কেউ স্কুলপড়ুয়া। কেউ এসেছিলেন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। কেউ আবার এসেছিলেন বন্ধুদের দলে ভিড়ে গিয়ে।

মৃতদের শনাক্ত করে তাঁদের নাম জানিয়েছে পুলিশ। তাঁরা হলেন পূর্ণচন্দ্র (২৬), দিব্যাংশী বিএস (১৩), প্রোজ্জ্বল জি (২০), চিন্ময়ী শেট্টি (১৯), শিবালিঙ্গু চন্দাপ্পা (১৬), ভূমিক লক্ষ্মণ (২০), সাহানা রাজেশ (১৯), শ্রবণ কেটি (২০), কামাক্ষী দেবী (২৬), মনোজ কুমার (১৮) এবং অক্ষতা পাই (২৭)।

কেউ কেউ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে মর্গের সামনে ভেঙে পড়েছেন কান্নায়। কেউ আবার দুষেছেন সরকার এবং আরসিবিকে।

বেঙ্গালুরুর বৈদেহী হাসপাতালের মর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন পবিত্রা গণেশ। বুধবারের ঘটনায় তিনি হারিয়েছেন বছর কুড়ির পুত্র প্রোজ্জ্বলকে। তিনি জি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তেন। বিড়বিড় করে পবিত্রা বলছিলেন, ‘আরসিবির জন্য পাগল ছিল। সেই আরসিবির জার্সি পরেই মরল।’ প্রোজ্জ্বল রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আরসিবির জয় উদযাপন করে সকালে স্টেডিয়ামে যান। মা পবিত্রা বলছিলেন, ‘ওকে পইপই করে বারণ করেছিলাম, তাও গেল। বিকাল ৫টা নাগাদ ফোনে জানানো হয় যে ও নেই। সরকারই আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আরসিবি কি ওকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?’

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন ১৮ বছরের মনোজ কুমার। যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও বন্ধুদের অনুরোধ ফেলতে পারেননি তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার বাবা দেবরাজ কুমার ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন তাঁর বন্ধুদেরই। বেঙ্গালুরুর বোরিং হাসপাতালের মর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘ওরাই নিয়ে গিয়েছিল ছেলেটাকে।’ দেবরাজ পেশায় ফুচকা বিক্রেতা। বারবার বলছিলেন, ‘ফুচকার দোকানে নিজে খেটেছি। ভালো করে পড়িয়েছিলাম ছেলেটাকে। সে আজ চলে গেল। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।’ সরকার ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে শুনে দেবরাজ পালটা বলেন, ‘৫০ লক্ষ বা ১ কোটিও দিতে রাজি- সরকার কি আমার ছেলেকে ফেরত দিতে পারবে?’

মা, কাকিমা ও ছোট বোনের সঙ্গে বুধবার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ১৩ বছরের দিব্যাংশী। বেঙ্গালুরুর কানুরের বাসিন্দা সে। তার মা আশ্বিনী বললেন, ‘ও বলেছিল কোহলিকে একবার কাছ থেকে দেখবে। সেই ইচ্ছাই ওর প্রাণ কেড়ে নিল।’ দিব্যাংশীর ঠাকুমার আক্ষেপ, ‘বাকিরা ফিরে এল। শুধু নাতনিই ফিরল না।’ দিব্যাংশীর কাকিমার অভিযোগ, ‘স্টেডিয়ামে কোনও পুলিশ ছিল না। ছিল না কোনও স্বেচ্ছাসেবকও। দিব্যাংশীকে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাই। মুখ্যমন্ত্রী এলে এত পুলিশ থাকে। স্টেডিয়ামে কেন তারা ছিল না?’

মাণ্ড্যার বাসিন্দা পূর্ণচন্দ্র ছিলেন মাইসুরুর একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ওই দিন বেঙ্গালুরুতে এক সম্ভাব্য পাত্রীকে দেখতে গিয়ে পরে স্টেডিয়ামে যান। সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছোয় পরিবারে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ও যক্ষগান শিল্পী চিন্ময়ী ক্রিকেটে আগ্রহী ছিলেন না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন। বিকেল সাড়ে ৫টায় মৃত্যু সংবাদ পায় পরিবার। বাবা করুণাকর শেট্টি চোখে জল নিয়েই বললেন, ‘ক্ষতিপূরণ নয়, আমি কেবল আমার মেয়েকে ফেরত চাই।’

বেঙ্গালুরুর এম এস রামাইয়া লে-আউটের বাসিন্দা ভূমিকের কোনও পরিকল্পনা ছিল না স্টেডিয়ামে যাওয়ার। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সেখানে যান বাড়িতে না জানিয়েই। ভিডিও কলে স্টেডিয়ামের আনন্দ দেখানোর পরই হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। তাঁর বাবা বলছিলেন, ‘সরকারি অবহেলার কারণেই আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে।’

অক্ষতা ও তাঁর স্বামী অর্ধদিবস ছুটি নিয়ে স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন। ১৭ নম্বর গেট খুলতেই চাপে দু’জন মাটিতে পড়ে যান। স্বামী বলেন, ‘আমি ওর হাত ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু লোকজনের চাপে ওকে হারিয়ে ফেলি।’

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, প্রায় ৬০০-৭০০ তরুণ-তরুণী হঠাৎ গেট ভেঙে স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখনই শুরু হয় হুড়োহুড়ি। রোড শো বাতিল হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সবাই স্টেডিয়ামেই ভিড় জমান। অনেকের টিকিটও ছিল না। পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এরপর প্রবল ভিড়ের চাপে ও হুড়োহুড়িতে শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে একে অপরের ঘাড়ে পড়ে যান।

দাসোঁ-টাটা চুক্তি, ভারতে তৈরি হবে রাফাল

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : রাফাল যুদ্ধবিমান তৈরি করতে টাটাদের সঙ্গে হাত মেলাল ফরাসি সংস্থা দাসোঁ অ্যাভিয়েশন। টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেম লিমিটেড (টিএএসএল) এবার থেকে রাফালের মূল কাঠামো তৈরি করবে। এই প্রথমবার ফ্রান্সের বাইরে রাফাল যুদ্ধবিমানের মূল কাঠামো সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরি হতে চলেছে। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত কর্মসূচির আওতায় এই উৎপাদন হতে চলেছে। হায়দরাবাদে টিএএসএলের উৎপাদনকেন্দ্রে লকহিড মার্টিনের এফ-২১ যুদ্ধবিমান, অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার, সি-২৯৫ পরিবহণকারী বিমান এবং সেগুলির বিভিন্ন অংশ তৈরি হয়েছে। দাসোঁর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৮ সালের মধ্যে রাফালের প্রথম কাঠামোটি তৈরি করে ফেলতে হবে টাটাদের। উৎপাদন পুরোদমে চালু হলে প্রতিমাসে দুটি করে রাফাল কাঠামো তৈরি করবে টিএএসএল। গত এপ্রিলে ভারতীয় নৌসেনার জন্য ২৬টি পঞ্চম প্রজন্মের রাফাল কেনার চুক্তি করেছে নয়াদিল্লি। এর আগে ২০১৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় বায়ুসেনাকে ৩৬টি রাফাল ধাপে ধাপে সরবরাহ করছে দাসোঁ।

রাম মন্দিরে মুগ্ধ মাস্কের বাবা

অযোধ্যা, ৫ জুন : মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের বাবা এরল মাস্ক অযোধ্যার রাম মন্দির দেখে মুগ্ধ। মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে তিনি বিমোহিত। ভারতীয় সংস্কৃতি ও আতিথেয়তার প্রশংসা করে টেসলা-কর্তার বাবা জানিয়েছেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের এই মন্দির দেখতে আসা উচিত। কন্যা আলেক্সজান্দ্রা ও ১৫ জনের একটি টিম নিয়ে তিনি রাম মন্দির পরিদর্শন করে প্রার্থনা জানিয়েছেন। দেখেছেন হনুমানগড়ি মন্দিরও। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিরি জানিয়েছেন, ভারতীয় সংস্থা সার্ভো রিনিউয়েবল পাওয়ার সিস্টেম লিমিটেড-এর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ডে রয়েছেন এরল মাস্ক।

কিভে হামলা মস্কোর, হত ৫

কিভ ও ওয়াশিংটন, ৫ জুন : ইউক্রেনকে দস্তর মতো জবাব দেওয়াই রাশিয়ার লক্ষ্য। জেলেনস্কি সরকারের সাম্প্রতিক ড্রোন হামলার জোরালো প্রতিশোধ নেবে মস্কো। এই মুহূর্তে শান্তির কোনও কথাই নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোনে ইউক্রেন সম্পর্কে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের হুঁশিয়ারির পরেই কিভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশিয়া।

বুধবার রাতভর ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলের প্রিলুকির বসতি এলাকায় মস্কোর ড্রোন আক্রমণে এক বছরের শিশু সহ অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। ছ'জন আহত হয়েছেন। তাঁরা হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার আঞ্চলিক রাজ্যপাল ভিয়াচেস্লাভ চাউস জানিয়েছেন, প্রিলুকিতে আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা পর পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভেও ড্রোন হামলা হয়। তাতে ৭০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে এক নবতিপর মহিলা, এক অন্তঃসত্ত্বা ও কয়েকটি শিশু রয়েছে। হামলা করা হয়েছে সাহেদ ড্রোন দিয়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক আবাসিক ভবন। বহু বেসরকারি গাড়িরও ক্ষতি হয়েছে। ইউক্রেনের আরও এক আঞ্চলিক প্রধান সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, মানুষ যখন ঘরে ঘুমোচ্ছে তখন আক্রমণ চালানো হয়েছে।

পুতিনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ফোনালাপের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘পুতিনের সঙ্গে ফোনে ভালো আলোচনা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে শান্তি হচ্ছে না।’

শনিবার গভীর রাতে রাশিয়ার চারটি বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে ইউক্রেন যে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল, তাতে রাশিয়ার কোনও বিমান ধ্বংস হয়নি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার পাঁচদিন পর এই বার্তা দিয়েছেন রাশিয়ার উপ-বিদেশমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ।

সিঁদুর গাছে জল

নিজের সরকারি ভবনে সিঁদুর গাছ লাগিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে। এই গাছ নিয়েই চলছে দেশজুড়ে চর্চা।

সন্ত্রাসবিরোধী কমিটিতে পাকিস্তান

মোদির বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : অপারেশন সিঁদুর, কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত এবং সেইসব নিয়ে দেশজুড়ে বিপুল প্রচার সত্ত্বেও পাকিস্তানকে একঘরে করতে ব্যর্থ হল ভারত। উলটে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তালিবান নিষেধাজ্ঞা কমিটির চেয়ারম্যান পদ এবং সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছে পাকিস্তান। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে। পাকিস্তানের এহেন ‘সাফল্য’-র জন্য মোদি সরকারের বিদেশনীতিকেই কাঠগড়ায় তুলেছে কংগ্রেস। পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে হাতশিবির।

কংগ্রেসের প্রধান পবন খেরা বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘অপারেশন সিঁদুরের পরই বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানকে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৩ জুন এডিবি পাকিস্তানকে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে বলে জানিয়েছে। এবার ৪ জুন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তালিবান নিষেধাজ্ঞা কমিটির চেয়ারম্যান এবং সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছে পাকিস্তান।’ খেরার খোঁচা, ‘অবশ্যই এটা আমাদের বিদেশনীতি ভেঙে পড়ার করুণ কাহিনী। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ই বা কীভাবে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়াকে লাগাতার অনুমোদন করছে?’

অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পান্ডার নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল ২৭ মে কুয়েতে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তুলে ধরেছিল। কুয়েত সরকার তারপরের দিনই পাকিস্তানিদের ভিসার ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ভিডিও বার্তায় বলেছে, ‘দীর্ঘ ১৯ বছরের নিষেধাজ্ঞার পর ২৮ মে পাকিস্তানের নাগরিকদের জন্য দেশের দরজা খুলে দিল কুয়েত সরকার। এ কেমন কূটনীতি!’

> রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তালিবান নিষেধাজ্ঞা কমিটির চেয়ারম্যান এবং সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছে পাকিস্তান। অবশ্যই এটা আমাদের বিদেশনীতি ভেঙে পড়ার করুণ কাহিনী।
>
> **পবন খেরা**

চুপিসারে বার্লিনে বিয়ের পিঁড়িতে মহুয়া

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : কাকপক্ষী কেউই টের পেল না। গোপনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। পাত্র পুরীর প্রাক্তন বিজেডি সাংসদ পিনাকী মিশ্র। তবে তাঁরা দেশে সাত পাকে বাঁধা পড়েননি। সবাইকে এড়িয়ে গতমাসের ৩০ তারিখ জামানির বার্লিন প্রাসাদে মহুয়া মৈত্র বিয়ে সারেন বলে জানা গিয়েছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত দু'জনের কেউই এই বিয়ের কথা স্বীকার করেননি। তবে তাঁদের বিয়ের পোশাকে তোলা একটি ছবি ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, কৃষ্ণনগরের সাংসদকে সোনার গয়না ও ঐতিহ্যবাহী পোশাকে দেখা গিয়েছে। ১৫ বছরের বড় পিনাকীর সঙ্গে মহুয়ার এই সম্পর্ক নিয়ে অনেকদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল রাজনৈতিক আপাতত পিনাকী-মহুয়া ইউরোপে মধুচন্দ্রিমায় ব্যস্ত বলে খবর।

১৯৭৪ সালের ১২ অক্টোবর অসমে জন্মগ্রহণ করেন মহুয়া মৈত্র। তিনি কেরিয়ার শুরু করেছিলেন একজন বিনিয়োগ ব্যাংকার হিসেবে। মহুয়া দীর্ঘদিন মার্কিন অর্থলগ্নি সংস্থা ‘জেপি মর্গ্যান অ্যান্ড চেস’-এ কর্মরত ছিলেন। সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন তিনি। সেই পর্বেই ড্যানিশ ফিন্যান্সার লার্স ব্রর্সনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল মহুয়ার। দু'জনের বিয়েও হয়। পরে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

বার্লিনের ব্রান্ডেনবুর্গ গেটের সামনে মহুয়া মৈত্র ও তাঁর স্বামী প্রাক্তন সাংসদ পিনাকী মিশ্র।

এরপরেই রাজনীতিতে প্রবেশ করে প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে ২০১০ সালে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১৬ সালে প্রথম করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে কৃষ্ণনগর লোকসভা আসন থেকে জয়লাভ করে সংসদে পৌঁছোন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে তিনি পুনরায় জয়লাভ করেন। এর আগে আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদরাইয়ের সঙ্গে তিন বছরের সম্পর্কে ছিলেন মহুয়া মৈত্র। পরে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পোষ্যের হেপাজত নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল আদালতে। পরে অনন্তের সূত্র ধরে মহুয়া জড়িয়ে পড়েন সাংসদ পোর্টালের লগ-ইন পাসওয়ার্ড বিতর্কে। তখন সাংসদ পদ খোয়াতে হয়েছিল মহুয়াকে।

অভিজ্ঞ আইনজীবী ও রাজনীতিক পিনাকী মিশ্রের জন্ম ১৯৫৯ সালের ২৩ অক্টোবর পুরীতে। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট স্টিফেনস কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক এবং আইন বিভাগ থেকে এলএলবি সম্পন্ন করেন। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে পুরী লোকসভা আসন থেকে জয়লাভের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ। পরবর্তীকালে তিনি বিজেডিতে যোগ দেন এবং ২০০৯, ২০১৪ ও ২০১৯ সালে পুনরায় জয়ী হন। পিনাকী এর আগে ১৯৮৪ সালে সংগীতা মিশ্রর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁদের এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে।

আজ কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ জুন : পহলগাম জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথমবার জম্মু ও কাশ্মীর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার কাটরায় বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু চেনাব সেতুর দ্বারোদঘাটন করবেন তিনি। একইসঙ্গে শ্রীনগর-কাটরা রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসেরও সূচনা করবেন তিনি। এটাই জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম বন্দে ভারত ট্রেন। স্বাভাবিকভাবেই মোদির এই সফর ঘিরে উপত্যকাজুড়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। পহলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরপরাধ নাগরিকের প্রাণহানি হয়। ওই হামলার জবাবে ৬-৭ মে রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারত। তার জেরে ভারত-পাক সংঘাত তীব্র হয়।

সংঘর্ষ বিরতির জেরে দুই দেশের সামরিক সংঘর্ষ থামলেও কূটনৈতিক পথে ভারত-পাক উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। এই আবহে মোদি জম্মু ও কাশ্মীর সফর ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কাটরা স্টেডিয়ামে একটি জনসভাও করবেন। সেখানে তিনি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের শান্তি, উন্নয়ন ও জাতীয় সংহতির প্রতিও দৃঢ় বার্তা দেবেন। তবে এই সফরকে মোদি সরকারের ১১ বছরের সাফল্যের অংশ হিসেবেও চিহ্নিত রাখা হচ্ছে। আগামী ৯ জুন শুরু হচ্ছে দেশজুড়ে সরকারের বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি, যার সূচনা কার্যত হবে এই সফরের মাধ্যমেই। শুক্রবার উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল সংযোগ প্রকল্প সহ ৪৬ হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্প উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করবেন তিনি।

সিঁদুরের বদলা রক্ত, হুমকি কংগ্রেস সাংসদের

সারেন্ডার তত্ত্ব খারিজ শশীর

ওয়াশিংটন, ৫ জুন : কংগ্রেসের দলীয় লাইনের সঙ্গে দূরত্ব আরও বাড়ল তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপেই ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি হয়েছে বলে বারবার অভিযোগ করেছে হাত শিবির। সম্প্রতি ভোপালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি তির্যক মন্তব্য করে বলেছিলেন, ‘নরেন্দর, সারেন্ডার।’ তাঁর ওই মন্তব্য ঘিরে বিজেপি-কংগ্রেস চাপানউতোরের মধ্যেই থারুর দাবি করেছেন, ভারত কখনও কারও মধ্যস্থতা প্রার্থনা করেনি। বর্তমানে থারুরের নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে মোদি আত্মসমর্পণ করেছেন বলে রাহুল গান্ধি যে আক্রমণ শানিয়েছেন তা নিয়ে বুধবার (স্থানীয় সময়) ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে থারুরকে প্রশ্ন করা হয়।

ট্রাম্পের লাগাতার মধ্যস্থতার দাবির সামনে ভারত জোরালোভাবে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে পেরেছে কি না তাও জানতে চাওয়া হয়। হাসতে হাসতে থারুর উত্তর দেন, ‘আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর প্রেসিডেন্সির প্রতি আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমরা কখনও কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে মধ্যস্থতা করার জন্য চাইনি।’ প্রবীণ কংগ্রেস নেতার কথায়, ‘সংঘর্ষ থামানোর জন্য ভারতকে বাধ্য করানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের সেই কথা বলারও প্রয়োজন নেই। কারণ, আমরা বারবার বলেছি, পাকিস্তান থামলেই আমরা থামতে প্রস্তুত।’ রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন কর্তা বলেন, ‘পাকিস্তানিরা যে সন্ত্রাসবাদের ভাষায় কথা বলেন আমাদের সেই ভাষায় কথা বলতে কোনও অসুবিধা নেই। আমরাও একইভাবে শক্তির ভাষা প্রয়োগ করব। তার জন্য আমাদের কোনও তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন নেই।’

ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি শশী থারুর। বাইরে মোদির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে খালিস্তানিপন্থীরা। ছবি-জয় মণ্ডল/অন অ্যাসাইনমেন্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যে রণকৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে সেই কথা জানাতেও ভোলেননি থারুর। তবে তিনি মানতে না চাইলেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার খোঁচা দেওয়া জারি রয়েছে। বৃহস্পতিবারও ট্রাম্পের মাথায় থাকা টুপির একটি ছবির সঙ্গে ‘নরেন্দর, সারেন্ডার’ মন্তব্য লিখে সমাজমাধ্যমে প্রচার চালিয়েছে কংগ্রেস।

পাকিস্তানকে বিঁধে থারুর বলেন, ‘যারা আমাদের মাথায় বন্দুক তাক করে তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করতে পারব না। এটা আশা করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বোঝে। পাকিস্তান যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে আমরা তার জবাব দেব। কারণ, আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আমি মনে করি, অপারেশন সিঁদুর নামটি যথাযথ। হিন্দিতে একটি কথা আছে, রক্তের বদলা রক্ত। এখানে সিঁদুরের বদলা রক্ত।’ প্রাক্তন মার্কিন বিদেশসচিব হিলারি ক্লিন্টনের মন্তব্য ধার করে তিনি বলেন, ‘নিজেদের বাগানে বিষাক্ত সাপ পুষলে সে কি শুধুমাত্র প্রতিবেশীদেরই কামড়াবে?’ পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে তাঁর কটাক্ষ, ‘ওঁর মাকে সন্ত্রাসবাদীরাই হত্যা করেছিল। ওঁরা নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে দাবি করছেন। ওঁরা বলছেন, ওঁদের নাকি বেশি রক্ত ঝরেছে। আমাদের প্রশ্ন সেটা কার দোষে? তালিবানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আমাদের সকলেরই জানা।’

ছেলের শোকে ছয়ঘরিয়া গ্রামে আকুল মা আসিনা খাতুন।

ইলেক্ট্রিক শক কাণ্ডে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

ইসলামপুর ও কলকাতা, ৫ জুন : কিশোরকে উলটো করে ঝুলিয়ে ইলেক্ট্রিক শক কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শেখ শাহেনশাহকে গ্রেপ্তার করেছে রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। অন্যদিকে, ঘটনার সাতদিন পেরিয়ে গেলেও নাবালক সামশাদের খোঁজ মেলেনি। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নিখোঁজ কিশোরের মা আসিনা খাতুন। এমনকি তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সন্তানের খোঁজ পেতে আর্জি জানিয়েছেন। আসিনা ছেলেকে না পেয়ে পুলিশের উপর বেজায় চটেছেন। যদিও রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ভবানী ভবনে নিখোঁজ সেলে খবর দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত থানায় ওই কিশোরের ছবি দিয়ে তার খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। এমনকি ঘটনার দিন ঠিক কী ঘটেছিল আশপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এদিন ইসলামপুর থানার ছয়ঘরিয়া এলাকায় সামশাদের বাড়ি পৌঁছে দেখা গেল মা আসিনা বাড়ির বারান্দায় পাটি পেতে ছেলের নাম ধরে কেঁদেই চলেছেন। আশপাশের কিছু লোকজন বাড়িতে উপস্থিত। ইসলামপুর পুলিশ সূত্রে ততক্ষণে তাঁর কাছে শাহেনশাহ ধরা পড়ার খবর পৌঁছে গিয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাড়িতে আনাগোনা নিয়েও আসিনার ক্ষোভের অন্ত নেই। তাঁর প্রশ্ন, 'সবাই আসছে যাচ্ছে, কিন্তু আমার ছেলে কই? কলকাতার ও ইসলামপুরের পুলিশ অফিসাররাও তদন্ত চলছে বলেই খালাস। কিন্তু আমার ছেলেকে কেউ ফিরিয়ে দিচ্ছে না। মমতাদি কী এসব দেখছেন না?' কথাগুলি বলে বেশ কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন আসিনা। চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে নিথর। আচমকা চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'যারা আমার ছেলেকে শক দিয়েছে, আমি চাই তাদেরও শক দিয়ে শাস্তি দেওয়া হোক। আর ছেলেকে যদি মেরেই ফেলে থাকে তবু মৃতদেহটি তো আমার হাতে তুলে দিক।' একনিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

উল্লেখ্য, সামশাদ সুস্থ থাকলে শাহেনশাহ পালিয়ে মুম্বইয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেন? কিশোরের নিখোঁজ হওয়ার পর একাধিক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও তারা সামশাদের খোঁজ কি দিতে পারেনি? এই প্রশ্নগুলি স্বভাবতই দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে বলে আমরা তা জানতে পেরেছি। বাকি বিষয় রবীন্দ্রনগর থানা বলতে পারবে।'

সরকারি আবাস প্রকল্পে অনৈতিক হস্তক্ষেপ

ভারতে ঢুকে বাধা বিজিবি'র

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৫ জুন : ফের অশান্তি। মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি সীমান্ত উত্তপ্ত। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)' কাঁটাতারের ভিতরে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সরকারি আবাসন প্রকল্পের ঘর নির্মাণে বাধা দিচ্ছে। নির্মীয়মাণ ঘরের দেওয়ালের উচ্চতা তিন ফুটের বেশি হলে তা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এর জেরে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশিরা শীতলকুচি সীমান্তে এক কৃষককে অপহরণ করেছিল। সেই ঘটনা নিয়ে বেশ জলঘোলা হয়। ওই ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতেই এবারে বিজিবি'র দৌরাত্ম্যকে কেন্দ্র করে এলাকা উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'বিজিবি ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে ঘর তৈরিতে বাসিন্দাদের বাধা দিচ্ছে বলে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে বিজিবি'র সঙ্গে পতাকা বৈঠক করা হবে।'

ভারতীয় ১০৮ কুচলিবাড়িতে বিজিবি।

কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৮ ছোট কুচলিবাড়ি, ১০৯ ব্রহ্মোত্তর, কলসিগ্রাম সহ একাধিক গ্রামের বহু বাসিন্দা সরকারি আবাস যোজনার আওতায় প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘর তৈরি শুরু করেছেন। কিন্তু বিজিবি বাধা দেওয়ায় নির্মাণকাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে প্রায় ৫০টি পরিবার সরকারি ঘরের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাঁটাতারের ওপারে বিএসএফ নিয়মিত টহল না দেওয়ায় বিজিবি ভারতে ঢুকে পড়ছে। তারা বন্দুক হাতে এসে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিতে চাপ দিচ্ছে। একাধিক ক্ষেত্রে ঘরের দেওয়াল ভাঙতেও তারা বাসিন্দাদের বাধ্য করেছে।

১০৮ ছোট কুচলিবাড়ির এক তরুণের বক্তব্য, 'বিজিবি দিনেরবেলাতেই বন্দুক হাতে ঢুকে যাচ্ছে। আমরা আতঙ্কে ঘরের কাজ বন্ধ রেখেছি। বিএসএফ যেন জিরো লাইনে ডিউটি দেয়, এটাই দাবি আমাদের।' সেভাবে মুখ খুললে বিজিবি তো বটেই, বাসিন্দারা অনেকে বিএসএফের তরফেও হয়রানির ভয় করছেন। তাঁদেরই একজন বললেন, 'প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘর তৈরি শুরু করেছি। কিন্তু তিন ফুটের বেশি দেওয়াল দেওয়া যাবে না বলে বিজিবি এসে হুমকি দিয়েছে। অথচ বাড়ি তৈরি না করলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আটকে যাচ্ছে। আমরা চরম সমস্যায় আছি। কিন্তু সবার সামনে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারছি না। কারণ, কাঁটাতারের ভেতরেই আমাদের থাকতে হবে। বিজিবি'র যেমন চাপ আছে, তেমন বিএসএফ-ও আমাদের হয়রান করতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানকার বাসিন্দারা একরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিও'র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিরোলা ওরাওঁ বললেন, 'প্রায় ৫০টি পরিবার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। যাতে তাদের টাকা মঞ্জুর করা যায় সেজন্য আমরা বিডিও-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি।' মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডলের বক্তব্য, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত মাপকাঠিতে ঘর তৈরি না হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া যাবে না। তবে বিষয়টি সীমান্ত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। নির্দেশ এলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দ্রুত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ না করা হলে পরিস্থিতি সঙ্গিন হতে পারে বলে আশঙ্কা দানা বেঁধেছে।

ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

কিশনগঞ্জ, ৫ জুন : কিশনগঞ্জ শহরের পশ্চিমপালির ক্রিবস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে কিডনি চিকিৎসায় গাফিলতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জ সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিডনি রোগী অমন রায়ের বাবা প্রকাশ রায় এই অভিযোগ দায়ের করেন। গত ২০ এপ্রিল অমন রায় ডায়ালিসিসের জন্যে ওই হাসপাতালে ভর্তি হন। অভিযোগ, ভুল চিকিৎসার জন্যে রক্তপাত হওয়ার ফলে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে। পরবর্তীতে শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে নিয়ে এসে তাঁর চিকিৎসা করা হয়।

চড়াও স্বামী

তিনের পাতার পর

তরুণের দ্বিতীয় স্ত্রী আবার নতুন প্রেমকে বিদায় জানাতে নারাজ। অতএব, দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, পালিয়ে যাবেন। সেইমতোই দুজনের বুধবার বিকেলে ধূপগুড়ি স্টেশনে হাজির হওয়া। ইচ্ছে ছিল ট্রেনে চেপে দুটিতে চেন্নাই পৌঁছে নতুন জুটি হিসেবে জীবনের আরেক ইনিংস শুরু করবেন।

কিন্তু তা আর হল কই! দ্বিতীয় স্ত্রী পালিয়ে যাচ্ছে বলে বানারহাটের সেই তরুণের কাছে সময়মতো খবর পৌঁছে গিয়েছিল। দু'চারজনকে সঙ্গী করে পড়িমরি করে সেই তরুণ স্টেশনে হাজির। খানিক বাদে তরুণের প্রথমপক্ষের স্ত্রীও সেখানে হাজির হন। ট্রেন ধরে দূরে ভিনরাজ্যে পালিয়ে যাওয়া যখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ঠিক তখন প্ল্যাটফর্মে স্বামীকে দেখে দ্বিতীয় স্ত্রীর রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার জো। তারপর কথা কাটাকাটি, বচসা। দ্বিতীয় স্ত্রী কিছুতেই বাড়ি ফিরতে রাজি নন। প্রথমপক্ষের স্ত্রী ততক্ষণে স্বামীর সমর্থনে গলা তোলা শুরু করেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রী পালিয়ে গেলে যেখানে নিজের সংসারে শান্তি ফেরা নিশ্চিত, সেখানে তিনি সতিনের পালানো ঠেকাতে কী কারণে মাঠে নামতে গেলেন তা অবশ্য জানা যায়নি।

এরপর বচসা হাতাহাতি, চুলোচুলি পর্যন্ত গড়াতে বেশি দেরি হয়নি। দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রেমিকের ওপর স্বামী চড়াও হলেন। প্রেমিককে বাঁচাতে দ্বিতীয় স্ত্রী জান লড়িয়ে দিলেন, মানে হাত-পা চালিয়ে ছোটবেলায় সিনেমায় দেখা কুংফু-ক্যারাটের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন। স্বামীকে মার খেতে দেখে প্রথমপক্ষের স্ত্রীও চুপ থাকতে পারেননি। নিজে লেডি দারা সিং হয়ে গদাম গদাম করে মুষ্টিবদ্ধ হাত চালিয়ে দিলেন। প্ল্যাটফর্ম থেকে 'লড়াই' স্টেশন চত্বরে নামল। লোকে লোকারণ্য। কী কারণে এহেন যুদ্ধ কারও জানা নেই। তবে মজা পেতে সবাই 'কেয়াবাত' বোল তুলে চারজনকে বাহবা দিতে ব্যস্ত।

এই সময় জিআরপি আসরে নামে। দুই তরুণকে পাকড়াও করে স্টেশন চত্বরে জিআরপি গারদে পুরে দেওয়া হয়। নাছোড় দুই মহিলা পিছন পিছন যান। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়। শেষমেশ সবার রণে ভঙ্গ। কেউ কারও বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগে রাজি না হওয়ায় শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত মুচলেকার বিনিময়ে মুক্তি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ধূপগুড়ি স্টেশন চত্বরের এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'ধর্না প্রেম থেকে মুচলেকা প্রেমের মতো কত কিছুই ধূপগুড়িতে দেখলাম। এবারে চতুষ্কোণ প্রেমের সাক্ষী থাকলাম। সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ধূপগুড়ি এখন যে ফর্মে তাতে করণ জোহরের মতো নির্দেশক এখানে এসে সিনেমা বানালে ফের নিজের সোনালি দিনগুলি নিশ্চিতভাবে ফিরে পাবেন।'

পর্যটক উদ্ধার, নিখোঁজ সেনাকর্মীরা

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : সকালের অনুকূল আবহাওয়াকে কাজে লাগাল সিকিম প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ছাতেন থেকে উদ্ধার করা হল ৬৩ জন পর্যটককে। এঁদের মধ্যে আবার ২২ জনকে পাকিয়ং বিমানবন্দর থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বুধবার দু-দু'বার আকাশে উড়লেও খারাপ আবহাওয়ার জন্য মাঝপথ থেকে ফিরতে হয়েছিল বায়ুসেনার দুটি হেলিকপ্টারকে। বৃহস্পতিবার সাতসকালে বৃষ্টি শেষে আকাশ পরিষ্কার হতেই পাকিয়ং থেকে ছাতেনের উদ্দেশে রওনা দেয় হেলিকপ্টার দুটি। সবমিলিয়ে ৬৩ জন পর্যটককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দুপুরের দিকে আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় উদ্ধারকাজ বন্ধ রাখা হয়। মংগনের জেলা পুলিশ সুপার সোনম ডিকচু ভুটিয়া জানান, শুক্রবার ফের আটকে থাকা বাকি পর্যটকদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে। এদিন পর্যটকদের উদ্ধার করা যেমন হয়েছে, তেমনই ছাতেন সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। গত কয়েকদিন ধরেই বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত উত্তর সিকিমে। এনডিআরএফের একটি দল এদিন ছাতেনে পৌঁছে দুটি পরিষেবা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করে দিয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। অন্যদিকে, এদিনও নিখোঁজ ছয় সেনাকর্মীর কোনও খোঁজ মেলেনি। তাঁদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে এনডিআরএফ এবং সেনাবাহিনী।

ফোনে মন

বন্ধুরা একসঙ্গে, কিন্তু সবাই যেন আলাদা।। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

ভিজিলেন্স টিমের হানা

কিশনগঞ্জ, ৫ জুন : বৃহস্পতিবার সকালে মনিহারি মহকুমার সরকারি আধিকারিক শ্বেতা মিশ্রার বাংলো ও দপ্তরে বিহার সরকারের ভিজিলেন্স টিম হানা দেয়। শ্বেতা উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের বাসিন্দা। অভিযোগ, তিনি ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক পদে কর্তব্যরত অবস্থায় নানা অবৈধ কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। অনেকদিন ধরেই তিনি ভিজিলেন্সের নজরে ছিলেন। এদিন রাত অবধি তাঁর বাড়ি ও অফিসে হানা চলে।

শিবির

চোপড়া, ৫ জুন : ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর ও স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের মাধ্যমে পড়ুয়াদের সামনে রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সচেতনতামূলক বার্তা তুলে ধরা হয়।

কাঠ পাচার

প্রথম পাতার পর

কাঠের লগ বের করা আনা হয়। এত লগ ছিল যে সেগুলি নামাতে বাইরে থেকে শ্রমিক ডাকতে হয়। এভাবে প্রায় ১১টি বগি থেকে সেগুন কাঠের মোট ২১০টি লগ বের করে আরপিএফ ও জিআরপি।

এখানেই শেষ নয়। সেগুন কাঠের পাশাপাশি ১৫০টি সাদা বস্তায় প্রচুর সুপারি উদ্ধার হয়। কাঠ এবং সুপারির কোনও বৈধ কাগজ মেলেনি বলে জানান পুলিশকর্তারা। কিছুক্ষণ বাদে অপর একটি বগি থেকে ৭৫ কেজি গাঁজাও উদ্ধার হয়।

সূত্রের খবর, রঙ্গিয়া ডিভিশনের আজরা স্টেশন থেকে ওই কাঠ মজুত করা হয়েছিল। ট্রেনটি গুজরাটের দিকে যাচ্ছিল। রেল দাবি করছে, একটি বেসরকারি লজিস্টিক সংস্থা ট্রেনটি ভাড়া করেছিল। সংস্থাটিই রঙ্গিয়া ডিভিশনের আজরা স্টেশন থেকে ওই কাঠ ট্রেনে তুলেছিল। ইতিমধ্যে রেলের তরফে ওই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে এনজেপিতে রেল আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। তবে বিপুল পরিমাণ সুপারি এবং গাঁজা কোথা থেকে এল তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।

বেড ফাঁকা, দেহ পড়ে বাইরে

মালদা, ৫ জুন : সঙ্গে থাকার অনুমতি না মেলায় রাতে অসুস্থ স্বামীকে ওয়ার্ডে রেখে বাইরেই রাত কাটিয়েছেন স্ত্রী। সকালে ওয়ার্ডে ঢুকে অবাক কাণ্ড! বেড ফাঁকা, দেখা নেই স্বামীর। স্বামী কোথায় বলতে পারছেন না ওয়ার্ডে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে নির্মীয়মাণ ভবনের কাছে উদ্ধার হয় ওই চিকিৎসাধীন রোগীর দেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা মেডিকেল চত্বরে। এই ঘটনায় মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে অভিযোগ দায়ের করেছে রোগীর পরিবার। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম দুখু আহেরি (৪৫)। পুরাতন মালদার ঝাড়পুকুরিয়া সুখানদিঘি এলাকার বাসিন্দা দুখু শ্রমিকের কাজ করতেন।

মেডিকেল সুপার প্রসেনজিৎ বর বলেন, 'শুনতে পেলাম হাসপাতালের একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ওই রোগী বেডে ছিলেন না। হয়তো রাতে কোনও সময় নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ওই রোগী ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল আমরা তা খতিয়ে দেখছি। ওই এলাকাতে সিসি ক্যামেরাও রয়েছে, সেসবও খতিয়ে দেখা হবে।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ জ্বর নিয়ে মালদা মেডিকেলে ভর্তি হন দুখু। জরুরি বিভাগ থেকে ওয়ার্ডে পাঠাতে অনেক রাত হওয়ায় স্বামীর সঙ্গেই ছিলেন স্ত্রী। হাসপাতাল ভবনের মেল মেডিকেল-১ বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী চিন্তামণি মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছিলেন, তাঁর স্বামী দুর্বল হওয়ার কারণে একা শৌচালয়ে পর্যন্ত যেতে পারছেন না। সেকথা বিবেচনা করে তাঁকে বুধবার রাতে সেখানে থাকতে দেওয়া হোক। কিন্তু পুরুষ বিভাগে রাতে থাকতে দেওয়া হয়নি চিন্তামণিকে। বৃহস্পতিবার সকালে ওয়ার্ডে গিয়ে চিন্তামণি দেখেন বেডে তাঁর স্বামী নেই। চিকিৎসাধীন ওই রোগীর খোঁজ দিতে পারেননি কর্মরত চিকিৎসক, নার্সরাও। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। দীর্ঘক্ষণ পর নির্মীয়মাণ পিজি ভবনের কাছে দুখুকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি তাঁকে ওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মৃতের স্ত্রী বলেন, 'অনেক অনুরোধ করার পরেও আমাকে থাকতে দেওয়া হয়নি। সকাল ৬টা নাগাদ ওয়ার্ডে ঢুকে দেখি স্বামী নেই। কর্তব্যরত নার্সদের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা কিছু বলতে পারেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অনেক দূরে স্বামীকে পড়ে থাকতে দেখেছি।'

চিন্তামণির অভিযোগ, 'যেখানে স্বামী নিজে শৌচালয়ে পর্যন্ত যেতে পারছিলেন না সেখানে অতদূরে গেলেন কীভাবে? এই ঘটনার সঙ্গে মেডিকেলের নিরাপত্তারক্ষীদের যোগ রয়েছে বলে মনে করি। আমরা সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মেডিকেল সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।'

২০০ গাছ রোপণ

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : পর্যটনমন্ত্রকের উদ্যোগে কলকাতাস্থিত ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিসের সহযোগিতায় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারির কাছে তরিবাড়িতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক। পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সংগঠনের তরফে ২০০টি গাছ লাগানো হয়েছে।

পাশাপাশি নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে। তরিবাড়ি ইকো ট্যুরিজম অ্যান্ড হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও এদিন অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতা করা হয়েছিল। ছিলেন বেঙ্গল সাফারির রেঞ্জ অফিসার সহ একাধিক বিশিষ্টজন। এইচএইচটিডিএনের পক্ষ থেকে সম্রাট সান্যাল বিষয়টি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ওই এলাকাজুড়ে আমরা গাছ লাগিয়েছি। পাশাপাশি নদীর আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে। গাছগুলিকে বড় করে তুলতে নজর রাখা হবে।'

গুলিবিদ্ধ এক

বহরমপুর, ৫ জুন : নিজের জমির সবজি কাটতে পাশের জমিকে পথ হিসেবে ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধল মুর্শিদাবাদের বহরমপুর মহকুমার নওদা এলাকায়। বৃহস্পতিবার চলল দেদার গুলি। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন এক তরুণ। ঘটনায় পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে জখম কমপক্ষে ৪-৫ জন। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়।

এদিন নওদা কোদালকাঠি এলাকার আজিজ মণ্ডল তাঁর জমির সবজি কাটার জন্য পড়শি লালচাঁদ মণ্ডল ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পাটের জমি দিয়ে যেতে গেলে, দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। তুমুল মারপিট, পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি বাদ যায়নি কিছুই। আজিজের পায়ে গুলি লাগলে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপরই আজিজকে বাঁচাতে তাঁর কাকা আজিজুল মণ্ডল সহ অন্যরা ছুটে আসেন। এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে আজিজকে উদ্ধার করে প্রথমে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কালচিনি, ৫ জুন : মেন্দাবাড়ি ১ নম্বর বাজার এলাকায় ৩১ সি জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ রায় (২৮)। তিনি নিমতি দোমোহনির বাসিন্দা ছিলেন। বুধবার রাতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিকল ট্রাকের পেছনে বাইক নিয়ে সজোরে ধাক্কা মারেন তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আবর্জনার পাহাড় সরাতে বায়োমাইনিং

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : ইস্টার্ন বাইপাস এবং সেবক রোডের সংযোগকারী প্রধান রাস্তা দিয়ে চলার ক্ষেত্রে নজরে পড়ে ধারে আবর্জনার পাহাড়। যা শহরবাসীর ডাম্পিং গ্রাউন্ড। অর্থাৎ এই পথে চলার ক্ষেত্রে নাকে রুমাল দেওয়াটা একপ্রকার বাধ্যতামূলক। বসন্তকালে তো এই পাহাড় শহরবাসীকে কাঁদিয়ে ছাড়ে। রাত হলেই শহরের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় সেসময় অগ্নিকাণ্ড এবং তার থেকে নির্গত ধোঁয়ায়।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন নাকি ঘটবে আগামী দুই বছরের মধ্যে। এমনই নাকি পরিকল্পনা নিয়েছে পুরনিগম। ওই পরিকল্পনামাফিক ১৫ জুলাই থেকে বায়োমাইনিং প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। এই বায়োমাইনিংয়ের মাধ্যমে লিগাসি ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণ করে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে গড়ে তোলা হবে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'দ্বিতীয় দফায় বায়োমাইনিংয়ের কাজ শুরু করা হচ্ছে। সুডা (স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) থেকে কাজটা করা হচ্ছে। একটি বেসরকারি সংস্থা কাজ পেয়েছে। তাঁদের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, ১১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন বর্জ্য পরিষ্কার করার কাজ দেওয়া হয়েছে ওই বেসরকারি সংস্থাটিকে। প্রতি মেট্রিক টন ৪১০ টাকা করে দেওয়া হবে ওই সংস্থাকে। দিল্লির একটি সংস্থা এই কাজটি করবে। সেইমতো বৃহস্পতিবার সংস্থাটির একটি দল মেয়রের সঙ্গে আলোচনা করেন। চলতি মাস থেকেই তারা প্রোসেসিং ইউনিট বসানোর কাজ শুরু করবে। আগামী মাসের দুই থেকে তিন তারিখের মধ্যে ইউনিট বসানোর কাজ শেষ করে ট্রায়াল শুরু হবে। এরপর ১৫ তারিখ থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। ৩০ মাসের মধ্যে সংস্থা কাজ শেষ করবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও পুরনিগম থেকে ১৪ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে।

পরিবেশ দিবসে পদযাত্রা

ইসলামপুর, ৫ জুন : বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ইসলামপুর পুরসভা শহরে০ একটি পদযাত্রার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এদিন পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা প্রসারের ওপর জোর দিয়ে পদযাত্রা থেকে স্লোগান তোলা হয়। অপরদিকে, ইসলামপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে অফিস চত্বরেই একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবির থেকে এদিন ১৪ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে বলে ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা জানিয়েছেন।

গ্রেপ্তার হবেন বিরাটের টিমের কর্তা

প্রথম পাতার পর

আরসিবি কর্তারা তাড়াহুড়োর পিছনে যুক্তি দিচ্ছেন, বিদেশিরা আগেই দেশে ফিরবেন বলে দ্রুত অনুষ্ঠান করতে হয়েছে।

এদিন এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ভি কামেশ্বর রাও এবং বিচারপতি সিএম যোশির ডিভিশন বেঞ্চে। আদালত পর্যবেক্ষণে বলে, 'বিজয়োৎসবের ইচ্ছেই বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ঘটনার কারণ ও প্রতিরোধের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে আমরা স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করছি।' জনস্বার্থ মামলাকারীর তরফে আইনজীবী অরুণ শ্যাম প্রশ্ন তোলেন, কোন কর্তৃপক্ষ আরসিবি-কে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং কেন?

এরই মধ্যে উঠে আসছে অনেক গাফিলতির কথা। পুলিশকর্তারা একান্তে বলছেন, অনুষ্ঠান পিছোনোর জন্য বারবার বলা সত্ত্বেও আরসিবি এবং রাজ্য সরকার মানতে চায়নি। অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে আশঙ্কা ছিল। কর্ণাটক বিধানসভা ভবন থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম পর্যন্ত হুডখোলা বাসে রোড শোয়ের সূচি বাতিল করা হয়। এমনকি বুধবারের বদলে রবিবার ছুটির দিনে ভিকট্রি প্যারেড করার প্রস্তাব দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে। যুক্তি ছিল, সবে মঙ্গলবার রাতে আইপিএল জিতেছে দল। বুধবার অনুষ্ঠান হলে সমর্থকদের ঊর্ধ্বমুখী আবেগ আরও মাত্রাছাড়া হবে। তা শোনা হয়নি।

ডিভিশন বেঞ্চের শুনানিতে অ্যাডভোকেট জেনারেল শশী কিরণ শেঠি জানান, মৃত ১১ জনের মধ্যে ৫ জন মহিলা ও ৬ জন পুরুষ। ঘটনার দিন প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছিলেন কমিশনারের নেতৃত্বে ১৪৮৩ জন পুলিশকর্মী।

ঘটনার সময় যথেষ্ট অ্যাম্বুল্যান্স ছিল না, একথা স্বীকার করে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, স্টেডিয়ামের ২১টি প্রবেশপথ খোলা ছিল। অনেক ভক্তকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হলেও প্রায় ২ লক্ষ মানুষ স্টেডিয়ামের বাইরে আটকে পড়েন, কারণ ভিতরে জায়গা ছিল না।

আগামী ১০ জুন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত। ওই দিন জনস্বার্থ মামলার শুনানিও হবে।

স্টেডিয়ামের দুর্ঘটনা নিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমি, আমরা কী যন্ত্রণা অনুভব করছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কল্পনাও করিনি এমন কিছু ঘটবে। এটা নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। ভুলগুলি সংশোধন করতে হবে।' যদিও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি তাঁর বা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার।

চিন্নাস্বামীর দুর্ঘটনার সঙ্গে কুম্ভমেলার তুলনা টেনে বিতর্ক বাড়ান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। পালটা বিজেপির তরফে বলা হয়, কংগ্রেস সরকারের কোনও পরিকল্পনা নেই। দলীয় সাংসদ তেজস্বী সূর্য বলেন, 'এই ঘটনা সরকারের তৈরি।

মুখ্যমন্ত্রীর সমাজমাধ্যমে খোলা আমন্ত্রণেই এত ভিড় হয়েছিল। এই দায় কার? আরসিবি, কোহলি বা ভক্তদের নয়, দায় সরকার ও কংগ্রেস নেতৃত্বের।'

এর মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুমারাস্বামী তাঁর ইস্তফা দাবি করে বলেন, 'উপমুখ্যমন্ত্রীই তো বকলমে রাজ্য চালাচ্ছেন। সব দায় তাঁর। ৩৫ হাজারের স্টেডিয়ামে তিন লক্ষ লোক ঢোকে কী করে!'

প্রশ্নের মুখে বিরাটরাও। এত বড় ঘটনার পরও কেন উৎসব চালিয়ে গেলেন তাঁরা? যদিও প্রাক্তন ক্রিকেটার অতুল ওয়াসনের দাবি, নিশ্চিত ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না বিরাট। জানলে অনুষ্ঠানে শামিল হতেন না। প্রাণ হারানো ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমীর পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা দিচ্ছে আরসিবি।

কিন্তু অর্থ দিয়ে সব ক্ষতির পূরণ সম্ভব? প্রশ্নটাকেই তুলে ধরলেন কপিল। 'খবরটা শোনার পর খারাপ লাগছে। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত আমাদের। আগামীদিনে এরকম ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকতে হবে। বিরাট ভুল। উৎসবের চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি। এটা মাথায় রাখতে হবে।'

দ্যাশে ফেরান

তিনের পাতার পর

কাজে জড়িয়ে পড়তেন তার দায় কে নিত? তাহলে কি পুলিশ বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে? যদিও দিনহাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন কোনও বাংলাদেশিই নাকি দিনহাটা থানায় যাননি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও উত্তর দেননি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে পাঁচজন পুরুষ, পাঁচজন মহিলা ও ছয়জন শিশু সহ মোট ১৬ জনের একটি দল কোতোয়ালি থানায় আসে। পুলিশের কাছে গিয়ে তাঁরা নিজেদের বাংলাদেশি বলে পরিচয় দেন। তাঁদের বাংলাদেশে ফেরানোর জন্য অনুরোধ করেন। তাঁদের মধ্যে মহম্মদ মজিদুল ইসলাম বলেছেন, 'দালালের মাধ্যমে আমরা অবৈধভাবেই ভারতে এসেছিলাম। কেউ ইটভাটার শ্রমিক, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করেছি। প্রথমে আমরা দিনহাটা থানায় গিয়েছিলাম। ওখান থেকে কোতোয়ালিতে পাঠিয়েছে।' আরেক ব্যক্তি বলেছেন, 'বাংলাদেশেই আমাদের আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। দালালের মাধ্যমেই এখান থেকে টাকা পাঠাতাম।'

ওই বাংলাদেশিরা জানিয়েছেন, তাঁরা কুড়িগ্রামের বাসিন্দা। কাঁটাতার পেরিয়ে দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে তাঁরা এদেশে প্রবেশ করেছিলেন। পুলিশ তো আপনাদের গ্রেপ্তার করবে, তাহলে পুলিশের কাছে এলেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেছেন, 'এখন চারদিকে দেখছি বাংলাদেশিদের ধরা হচ্ছে। আমরা তাই আত্মসমর্পণ করলাম। আমরা চাই পুলিশ আমাদের বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করুক।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : শিলিগুড়ির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজের এনএসএস ইউনিটের তরফে এবং শিলিগুড়ি টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে এক রক্তদান শিবির হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের তরফে অতুল ঝাওয়ার ও প্রিন্সিপাল ইনচার্জ ডঃ তৃষ্ণা গুরুং। এই শিবির থেকে মোট ৭২ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়।

বৃক্ষরোপণ

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শহরে সবুজায়ন অভিযানের অংশ হিসেবে মেডিকা নর্থবেঙ্গল ক্লিনিকের উদ্যোগে প্রধাননগরে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার গার্গী চট্টোপাধ্যায়। এখানে এলাকার ২৫টি দোকানে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। মেডিকার পরিচালক সঞ্জয় সিংহ মহাপাত্র বলেন,'শুধু হাসপাতাল হিসেবে নয়, এই শহরের দায়িত্বশীল অংশ হিসেবেই আমরা, এ কাজের অনুপ্রেরণা পাই।'

সাজশহরে

- ঋত্বিকের নাট্য উৎসবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দীনবন্ধু মঞ্চে কালিয়াগঞ্জ অনন্য থিয়েটারের নাটক 'ভাইস চ্যান্সেলার' ও মালদা শিল্পী সংসদের 'কাঞ্চন রঙ্গ'।

ফের খাবারে যৌথ অভিযান

খানা-মাছি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : বিরিয়ানির দোকানগুলিতে রাখা নানা ফুড কালার। প্রতিদিন সেগুলোই মেশানো হচ্ছে খাবারে। মিষ্টির দোকানগুলিতে খোলা অবস্থায় রয়েছে সব মিষ্টি। মাছি বসে রয়েছে মিষ্টিগুলোতে। আবার কোথাও মাছি মরে পড়ে রয়েছে মিষ্টির গামলাতেই। দোকানের বাইরে লাইন। আর সাধারণ মানুষকে সেই মিষ্টি, বিরিয়ানিই প্যাকেটে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

শিলিগুড়ি শহরজুড়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে খাদ্য দপ্তরের অভিযান। বৃহস্পতিবার শহর লাগোয়া ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় খাবারের দোকানগুলিতে অভিযান চালায় খাদ্য দপ্তর সহ আরও নানা বিভাগ। বাণেশ্বর মোড় থেকে আশিঘর মোড় পর্যন্ত চলে অভিযান। বাজেয়াপ্ত করা হয় ৩টি ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার।

স্বাস্থ্য বিভাগ, কনজিউমার ফোরাম, এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ফায়ার ব্রিগেড, খাদ্য দপ্তর, ভক্তিনগর থানা এবং আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের উপস্থিতিতে অভিযান চলে। খাবারের গুণগত মান সহ দোকানগুলিতে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, ফায়ার লাইসেন্স রয়েছে কি না, জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে কি না সেই বিষয়গুলিও দেখা হয়।

সেই অভিযান চলাকালীনই দেখা গেল কোনও বিরিয়ানির দোকানে নেই পর্যাপ্ত আলো, মেশানো হচ্ছে ফুড কালার। কোনও মিষ্টির দোকানে মাছি মরে পড়ে রয়েছে খাবারে। কোথাও মেয়াদ উত্তীর্ণ আইসক্রিম বিক্রি করা হচ্ছে। কোনও রেস্তোরাঁয় ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে। কারও বা জিএসটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, কারও বা ফায়ার লাইসেন্স নেই।

এদিন সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়। ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার যেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছিল সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই অভিযান লাগাতার চলবে এবং এরপর আইন অমান্য করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয় ব্যবসায়ীদের।

ছবি : সূত্রধর

ফুড সেফটি বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়, দোকান থেকে যে ফুড কালারগুলো পাওয়া গিয়েছে সেগুলো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা হবে। ন্যাচারাল রং ছাড়া কোনও সিন্থেটিক রং খাবারে ব্যবহার করা যাবে না।

যা মিলল

- বিরিয়ানির দোকানে নেই পর্যাপ্ত আলো, মেশানো হচ্ছে ফুড কালার
- কোথাও মাছি মরে পড়ে রয়েছে মিষ্টির গামলায় আর দোকানের বাইরে লাইন
- সাধারণ মানুষকে সেইসব মিষ্টি ও বিরিয়ানিই প্যাকেটে তুলে দেওয়া হচ্ছে
- কোথাও দেদার বিক্রি করা হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া আইসক্রিম

জ্যোৎস্নাময়ী স্কুলের প্রাচীর ভেঙে রাস্তা সম্প্রসারণ

কাঠগড়ায় কাউন্সিলার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ জুন : স্কুল কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে স্কুলের হস্টেলের সীমানা প্রাচীর ভেঙে রাস্তা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠল স্কুলেরই পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, বৃহস্পতিবার রীতিমতো পুরনিগমের রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকারা। শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। পাশাপাশি, কেন অনুমতি ছাড়া স্কুলের জমিতে রাস্তা তৈরি করা, সেই প্রশ্ন তুলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এদিনই শিলিগুড়ির মেয়র ও কমিশনারকে চিঠি দিয়েছে।

জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের হস্টেলের সীমানা প্রাচীর ভেঙে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ কয়েকদিন ধরে চললেও, বৃহস্পতিবারই বিষয়টি নজরে পড়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের। এরপরই পুরনিগমের রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করে দেন স্কুলের শিক্ষিকারা। শিক্ষিকাদের প্রতিবাদের ভাষা কানে পৌঁছাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এহেন কাজের সমালোচনা করতে থাকেন স্থানীয় অনেকেই। বাবুপাড়ার শ্রীমা সরণির পাশে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের হস্টেলের ১৮ কাঠা জমি রয়েছে। সেখানে সকালবেলা জ্যোৎস্নাময়ী প্রাইমারি স্কুল চলে। হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বছর দশেক আগে রেজোলিউশন করে হস্টেলের জমিটি প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষকে আলাদা ভবন তৈরির জন্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বনানী রায়ের দাবি, 'বাচ্চাদের সুবিধার জন্য রেজোলিউশন করে ওই জমিটি কেবল মৌখিকভাবে প্রাইমারি স্কুলকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে ওই জমিতে পুরনিগম রাস্তা সম্প্রসারণ করছে। এতে একটি বেসরকারি ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ এবং তিনটি ফ্ল্যাটের সুবিধা হবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের কিংবা প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষকে কিছুই জানানো হয়নি। গোটা বিষয়টির তদন্তের জন্য মেয়র ও কমিশনারকে চিঠি দিয়েছি।' অর্থাৎ রাস্তা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের বিষয়টিও তুলে ধরেছে হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস প্রাইমারির প্রধান শিক্ষিকা সঞ্চিতাচন্দ্র ভৌমিকের কথায়, 'পুরনিগম থেকে রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে জমি নেওয়ার বিষয়ে কোনও চিঠি পাইনি। গোটা বিষয়টি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ ভালো করে জানেন।' মৌখিকভাবেও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তীর দাবি, 'এখানে ব্যক্তিস্বার্থের কোনও প্রশ্ন নেই। স্থানীয়দের দাবিমতো রাস্তাটি সম্প্রসারণ করার বিষয়ে পুরনিগম কাজ শুরু করেছে। তাছাড়া শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অনুমতি নিয়েই টেন্ডার করে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ করা হচ্ছে। যে সীমানা প্রাচীর ভাঙা হয়েছে তা নতুন করে তৈরি করে দেওয়া হবে। মিড-ডে মিল শেড ও হলঘর তৈরি করে দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ যে প্রাইমারি স্কুলকে লিখিতভাবে জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে এনওসি দেয়নি, তা জানিয়েছেন শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'বছর দুয়েক আগে পুরনিগম রাস্তাটি সম্প্রসারণের জন্য জায়গা চেয়ে আবেদন করেছিল। শর্ত ছিল রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য জমি নিয়ে পুরনিগম স্কুল ভবন তৈরি করে দেবে। তবে জায়গাটি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের রয়েছে। বর্তমানে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

স্কুলের জমির ওপর দিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ আটকে দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ।

কাজ বন্ধ

- স্কুলের বিনা অনুমতিতে প্রাচীর ভেঙে রাস্তা সম্প্রসারণ
- পুরনিগমের কাজ বন্ধ করল জ্যোৎস্নাময়ী স্কুল কর্তৃপক্ষ
- ওয়ার্ড কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার অভিযোগ

NORTH BENGAL HANDICAPPED REHABILITATION SOCIETY
NEW TOWNSHIP, KAWAKHALI, SUSHRUTANAGAR, SILIGURI

INAUGURAL CEREMONY OF ACADEMIC BUILDING (2nd Floor)
of
UTTARAN
Special School for Children with Disabilities
& Teacher's Training College (Special Education)
DATE : 7TH JUNE, 2025 (SATURDAY) | TIME : 11.15 AM ONWARDS
VENUE : KAWAKHALI, SUSHRUTAGANAGAR, SILIGURI
Guest In Chief : Smt. Leena Gangopadhyay (Hon'ble Chairperson W.B, Commission for Women)
Guest of Honour : Ms. Archana Pandharinath Wankhede, IAS (CEO SJDA)
Inaugurator : Sri Ramabtar Berlia (Eminent Social Activitist)

WITH DEEPEST GRATITUDE, WE ACKNOWLEDGE OUR ESTEEMED DONORS BELOW
WHOSE GENEROSITY MAKES EVERYTHING POSSIBLE.

Sri Ajay Deora, Gannayak, Siliguri	Sri Radhey Shyam Agarwal, Indian Transport Co, Siliguri	Sri Manoj Sarawagi, SBM Gold, Siliguri	Sri Jaisingh Kundalia, Monika Ind., Siliguri	Sri Arun Dabriwal, Siliguri	Sri Shrawan Choudhary, City Gold Tea, Siliguri	Sri Pradeep Goyal, Navbharat, Kolkata	Sri Krishan Kr. Kallani, Siliguri
Sri Bijay Kumar Bardia, Tirupati Slg Plastic, Siliguri	Sri Sanjay Golecha, Sapphire Papers, Siliguri	Sri Pankaj Agarwal, Madhukamal, Siliguri	Sri Luv Dalmia, Ajanta Ispat Pvt. Ltd., Siliguri	Sri Deepak Kr. Todi, Asansol	Sri Suresh Kr. Agarwal, Satrodia, Siliguri	Sri Ramesh Agarwala, Silver Arts, Siliguri	Sri Manish Kr. Agarwal, RD, Siliguri
Sri Dwarka Pd. Agarwal, Gorakhpurwale	Sri Ajay Dhanothiwala, Siliguri	Sri Raj Kr. Agarwal, North Bengal Steel, Siliguri	Sri Mukesh Singhal, Pooja, Golden Plaza	Sri Kailash Kr. Sarawgi, Jindal Textiles, Siliguri	Sri Aswani Kr. Agarwal, Siliguri	Sri Satya Prakash Garg, Garg & Co., Siliguri	Sri Naval Kishore Goyal, Unique, Siliguri
Sri Kuldip Bansal, Tea Time, Siliguri	Sri Dashrath Pd. Agarwal, Burdwan	Sri Santosh Kr. Goyal, OSL Group, Siliguri	Sri Pradip Kr. Saraf, Hark Ind. (P) Ltd., Raniganj	Sri Madan Mohan Goel, Eastern Tea Co, Siliguri	Sri Dilip Kr. Dhanuka, Abhishek Steel, Siliguri	Sri Vijay Kr. Shah, Darjeeling Public School, Siliguri	Sri Prem Kr. Agarwal, (Mittal), Siliguri
Sri CA Manish Agarwal, DP, Siliguri	Sri Hiralal Agarwal, Durga Iron Store, Siliguri	Sri Subhash Chandra Arya, Siliguri	Sri Hariram Garg, Asian Group, Siliguri	Sri Naresh Kr. Agarwal, Mukku, Siliguri	Sri Kailash Nakipuria, Mansarovar, Siliguri	Sri Bijay Choudhary, Burdwan Road, Siliguri	Sri Sampatmal Sancheti, Sancheti Tea, Siliguri
Sri Nitin Agarwal, Hashtag, Siliguri	Sri Kundan Lal Mandiwal, Dheeraj Ent., Siliguri	Sri Ankit Kedia, Kedia Electricals, Siliguri	Sri Sanwarmal Alampuria, Amrit Bhog, Siliguri	Sri Pawan Agarwal, Zardawala, Siliguri	Sri Mahesh Agarwal, Mansarovar, Siliguri	Sri Dilip Kr. Choudhary, Siliguri	Sri Satya Narayan Agarwal, (Gargl, Siliguri
		Sri Deepak Kr. Mansinghka, Dwarika Group, Siliguri	Sri Subhash Chand Kumbhat, Siliguri	Sri Ramabtar Berlia, Siliguri	Sri Naresh Kr. Bansal, Suman Tea, Siliguri		

Syamal Kr Das
Chairman NBHRS
Mob. : 9734970407

Kailash Agarwal Nakipuria
Vice Chairman & Chairman Bulding Committee NBHRS
Mob. : 9434063100

Chandan Kr. Ghosh
Secretary NBHRS
Mob. : 9434057471

EVERYONE IS CORDIALLY INVITED TO JOIN US FOR THIS SPECIAL OCCASION

রিমেক আমার নতুন ক্যানভাস

এমনই মন্তব্য করেছেন আমির খান এবং একইসঙ্গে জানিয়েছেন, রিমেকই সারা জীবন তিনি বানিয়ে যাবেন। তিনি এখন ব্যস্ত সিতারে জমিন পর ছবির মুক্তি নিয়ে। এখনও পর্যন্ত অভিনেতার কেরিয়ারের ১০টি ছবিই রিমেক আর তার সবই হিট, শুধু লাল সিং চাড্ডা ছাড়া। সেই ছবি টম হ্যাঙ্কসের ফরেস্ট গাম্প-এর রিমেক, সিতারে জমিন পর রিমেক হয়েছে স্প্যানিশ ছবি ক্যাম্পিয়নস থেকে। তিনি বলেছেন, 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক, আমার প্রথম ছবি সেটাও রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট-এর রিমেক। আমি রিমেক করে যাব, যদি কারওর দেখতে ইচ্ছে না হয়, তিনি দেখবেন না। এটা তাঁদের পছন্দ। শেকসপিয়রের হ্যামলেট নিয়ে এখনও কেন ছবি হয়? এখনই এগুলো নিয়ে ট্রোল করা হচ্ছে, আগে হত না। স্প্যানিশ ফিল্ম ক্যাম্পিয়নস কেউ কি দেখবে? মানসিকভাবে, স্নায়বিক দিক দিয়ে যারা পিছিয়ে, তাদের গুরুত্ব দিয়েই ছবিটা করা হয়েছিল, সেখানকার মানুষ এই বিষয়ের গুরুত্ব বুছেছেন। আমাদেরও এভাবে ভাবা উচিত। অনেকেই জানে না, এই ধরনের মানুষের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার কেমন হবে। আমি মনে করি, সঠিক সময়েই আমি এই ছবি করেছি।' ট্রোলিং নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'ওই বয়কট বয়কট, পাকিস্তান চলে যাও—এসব কথার কোনও গুরুত্ব আমার কাছে নেই। যারা হলে গিয়ে সিনেমাটা দেখে, যাদের জন্য সিনেমা বানাই, তাদের মতামতই আমার কাছে প্রধান।'

এ প্রসঙ্গে আবার চলে আসে সেই প্রশ্ন, ওটিটি না ইউ টিউব—কোথায় সিতারে জমিন পর মুক্তি পাবে? তিনি বলেন, 'সিতারে জমিন পর সিনেমা হলে মুক্তি পাবে, আর কোথাও নয়। মুক্তির পর কী হবে আমি জানি না, বিশ্বাস করুন। এক বর্ণ মিথ্যে বলছি না। তবে অনেক অফার আছে। আমি না বলেছি। ওটিটির সঙ্গে কথা না বলে কোনও প্রোডিউসর আজ ছবি তৈরিই করে না। সম্ভবত আমিই এমন একজন, যে উলটো পথে হাঁটছি। কারণ আমি সিনেমায় বিশ্বাস করি, আমার দর্শকদের বিশ্বাস করি। হয়তো আমি বোকামি করছি, হয়তো আর্থিক ক্ষতি হবে আমার, তবে সেটা পরে ভেবে দেখব।' হাসেন আমির। তিনি ছবি হলে আনছেন, কারণ হলে ছবি পরপর ব্যর্থ হচ্ছে। সেই পরিস্থিতির বদল চান আমির। তাঁর কথায়, 'আমি বছরে ২-৩টি ছবি করি এবং সেসগুলো ভুল সময়ে আসে। যেমন এখন অ্যাকশন ছবি চলছে, আমি এই ছবিটা করলাম। গজনি-র সময়েও তাই হয়েছিল। তখন অ্যাকশন ফিল্ম চলছিল না। আমি করলাম, কারণ, ওই যে, আমি দর্শকদের ওপর ভরসা করি।'

সুপারহিরো হচ্ছেন আমির খান

আমির খানের ভক্ত? তাহলে সবচেয়ে বড় খবরটা জেনে নিন। না না। সিতারে জমিন পর-এর কথা বলছি না। সে ছবি তো ২০ জুন আসছে। তা নিয়ে যথেষ্ট প্রচার চলছে। মানে আমির করছেন, আর কি। তবে তার সঙ্গে আরও এক দুর্দান্ত খবর আছে। আমির খান এবার সুপারহিরোর চরিত্রে আসছেন। আগামী বছরের মাঝামাঝি থেকে শুটিং শুরু। ছবি পরিচালনায় দক্ষিণের বিখ্যাত পরিচালক লোকেশ কানাগারাজ। তাঁর 'কুলি' ছবিতে এক জবরদস্ত ক্যামিও চরিত্র করছেন আমির। বিশেষ করে আমিরের জন্যেই এই চরিত্রটা তৈরি। নইলে এ ছবি শুধুই রজনীকান্তের।

১৫ আগস্ট 'ওয়ার ২'র সঙ্গে লোকেশের 'কুলি'র লড়াই বাধবে। এ খবরটাও এখন থেকেই জেনে রাখুন। কারণ থালাইভা, নাগার্জুন, শ্রুতি হাসানের ছবিটা হৃত্বিক রোশনের ছবির সঙ্গে একই দিনে পর্দায় এসে পড়বে।

সে যাই হোক, 'সুপারহিরো' ঘরানার ছবিটা যে ঠিক কী নিয়ে, সে সম্পর্কে কিছু জানাননি আমির খান। এটুকু জানিয়েছেন যে, সইসাবুদ সব হয়ে গেছে। এবার রাজু হিরানির পরিচালনায় দাদাসাহেব ফালকের বায়োপিকের কাজ শেষ করেই এই ছবিতে হাত দেবেন আমির।

শাহরুখের তরুণ ফ্যান

তরুণ মনসুখানি-র ছবি হাউসফুল ৫ আসছে। ছবির প্রচারের সঙ্গে তিনিও প্রচারে চলে আসছেন। শুধু এই ছবি নয়, তাঁর শাহরুখ খান-সান্নিধ্যের বিবরণও তাঁকে মনোযোগের কেন্দ্রে এনেছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানা গিয়েছে, তিনি সহযোগী পরিচালক ও সহ অভিনেতা হিসেবে শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করছেন কুছ কুছ হোতা হ্যায়, কভি খুশি কভি গম, কাল হো না হো বা কভি আলবিদা না কহেনার মতো ছবিতে। তিনি বলেছেন, ' শাহরুখ খান শুধু নিজের কাজ করেই চলে যাওয়ার মানুষ নন। দেখেছি, বৃষ্টি নেমে গিয়েছে বলে শুটিং বন্ধ, তখন শাহরুখ অন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেটের চেয়ার সরাচ্ছেন। সে সময় তিনি সহকারী পরিচালকের মতোই কাজ করেছেন। তিনি বারবার বুঝিয়েছেন, অন্যদের থেকে তাঁকে আলাদা করে রাখা যাবে না। তাঁর রসবোধ তো অতুলনীয়, তার ওপর তিনি এমন মানুষ, যিনি আপনাকে সব সময় কিছু না কিছু শেখাবেনই।' তেমনই এক শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন, 'তখন আমি দোস্তানা-র শুটিং করছি, তিনি বলেছিলেন, তুমি যে ক্যামেরা সেট করছ বা শট নিচ্ছ, এগুলো পরিচালনার ১ শতাংশ, বাকি ৯৯ শতাংশ হল লোকজনকে সামলানো। তাঁর এই কথা আমি একেবারে বুকের ভিতরে রেখে দিয়েছি। এটাই আমার পরিচালনার মূল কথা।' আগামী ৬ জুন আসছে তাঁর পরিচালনায় হাউসফুল ৫। অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ, অভিষেক বচ্চন, সঞ্জয় দত্ত, নানা পাটেকর, জ্যকি শ্রফ সহ অজস্র তারকা আছেন ছবিতে।

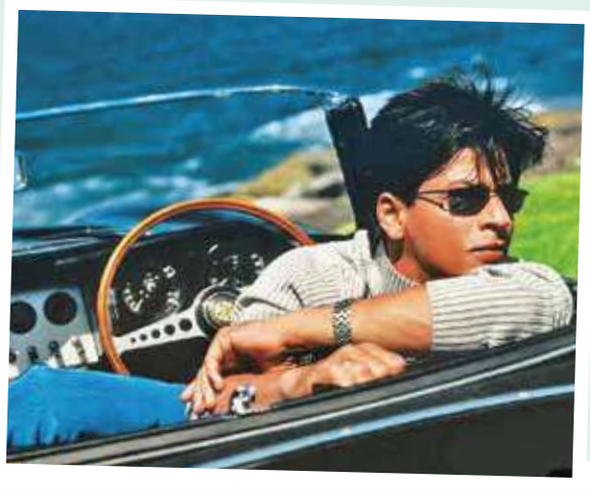

পাওয়ার কাপল? আমার কাছে সইফ, করিনা

মন্তব্য সারা আলি খানের। তাঁর আগামী ছবি মেট্রো ইন দিনোঁ নিয়ে এখন তিনি ব্যস্ত। ছবিতে তিনটি জুটিকে দেখা যাচ্ছে। আদিত্য রায় কাপুর-সারা আলি খান, পঙ্কজ ত্রিপাঠী-কঙ্কনা সেনশর্মা, অনুপম খের-নীনা গুপ্তা। এঁদেরই ভালোবাসা, সম্পর্কের কথা আছে ছবিতে। ছবির প্রচারে এসে সারাকে পড়তে হয় এক অদ্ভুত প্রশ্নের মুখে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বাস্তবে তাঁর প্রিয় পাওয়ার কাপল কারা? এতটুকু না ভেবে সারা উত্তর দেন, 'আমার কাছে আমার বাবা ও করিনা কাপুর।' উপস্থিত সকলেরেই তাঁর এই জবাব খুব পছন্দ হয়। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এই জুটিকে খুব পছন্দ করি।'

অরিন্দমের 'রাজনৈতিক' ছবিতে কুণাল

শিক্ষায় দুর্নীতি। এই নিয়ে ছবি করছেন অরিন্দম শীল। তবে ছবিতে যে সরাসরি শিক্ষায় দুর্নীতির কথা তুলে ধরা হবে, তা নয়। থাকছে মার্কশিটে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার জালিয়াতি।

নব্বইয়ের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রেজিস্ট্রার হারিয়ে গিয়েছিলেন, মনে পড়ে? তিনি আর ফিরে আসেননি। এই নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নিয়েই দীপান্বিতা সরকার লিখেছেন এক উপন্যাস, 'হারিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে'। সেই উপন্যাস পড়েছিলেন অরিন্দম শীল। তাঁর ভালো লাগে। তখনই ছবি বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। ছবির নাম রেখেছেন 'কর্পূর'। তবে সে সময় কোন সরকার ক্ষমতায়, এখন কে –এসবের সঙ্গে ছবির কোনও সম্পর্ক নেই, বলে জানিয়েছেন পরিচালক। নব্বইয়ের দশক থেকে ২০১৯ অবধি একটা বড় সময়কে এই ছবিতে ধরবেন তিনি। সেই অনুযায়ী চরিত্রদের পোশাক, ফ্যাশন বদলাবে। এখানে চরিত্রের নাম, রাজনৈতিক দলের নাম সবই কাল্পনিক।

ছবির মুখ্য চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাঁর স্বামীর চরিত্রে অরিন্দম নিজে। আর লালবাজারের এক দুঁদে গোয়েন্দার চরিত্রে ব্রাত্য বসু। আরও বেশ কয়েকজন নামি অভিনেতা রয়েছেন। তবে সবচেয়ে বড় খবর হল, কুণাল ঘোষ অভিনয় করবেন এই ছবিতে।

কুণাল অবশ্য বলছেন, অভিনেতারা রাজনীতিতে আসতে পারলে, একজন সাংবাদিক-রাজনীতিক অভিনয়ে আসতে পারবেন না কেন? চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য ওয়ার্কশপও করবেন বলে জানিয়েছেন কুণাল।

বিক্রান্ত, শানায়ার ছবির টিজার

সন্তোষ সিং পরিচালিত আখোঁ কি গুস্তাখিয়াঁ ছবির টিজার বেরোল বৃহস্পতিবার। অভিনয়ে বিক্রান্ত মাসে ও শানায়া কাপুর। ভিডিওতে দুজনের প্রথম প্রেমে পড়া এবং তার তীব্রতা দেখিয়ে যেন বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে, ভালোবাসা সত্যই অন্ধ কিনা। বিক্রান্তের চোখে কালো চশমা, শানায়ার চোখ কালো কাপড়ে ঢাকা। সঞ্জয় কাপুর ও মাহিপ কাপুরের মেয়ে শানায়া এই ছবির মাধ্যমেই অভিনয়ে পা রাখছেন। তাঁর আগমনকে স্বাগত জানিয়েছে নেটমহল। এই জুটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনেকেই কমেন্ট করেছে। আখোঁ কি গুস্তাখিয়াঁ মুক্তি পাবে ১১ জুলাই।

একনজরে সেরা

চুলের জন্য

অ্যানিম্যাল-এ রণবীর কাপুরের রাফ-টাফ লুক বহু প্রশংসিত। প্রথমে ওইরকম চুল-দাড়ি বাড়ছিল না। যতটুকু হচ্ছিল তাতে ওঁর লুক সঞ্জু ছবির মতো হয়, পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার তা পছন্দ হয়নি। সেলিব্রিটি হেয়ার স্টাইলিস্ট আলিম হাকিম তাঁকে বুঝিয়েছিলেন চুল-দাড়ি আর একটু বাড়লে ওঁর লুক বদলাবে। তাইই হয়েছিল। হালিম সম্প্রতি জানিয়েছেন।

সামির ওজন

২০০৬ সালে গায়ক আদনান সামির ওজন ছিল ১২০ কোজি। তাঁর বাবা তখন প্যানক্রিয়াসের ক্যানসারে আক্রান্ত। লন্ডনের চিকিৎসক সামিকে বলেছিলেন, তিনি একেবারে মৃত্যুর দোরগোড়ায়। তবুও তিনি খাওয়া ছাড়েননি। শেষে বাবার চোখের জল তাঁর বোধোদয় ঘটায়। পরের ৬ মাসে লাইগেশন ছাড়া ওজন কমিয়েছিলেন, ডাক্তারের ডায়েট চার্ট মেনে।

নতুন প্রেম

সুরজ বরজাতিয়া তাঁর নতুন ছবির শুটিং শুরু করবেন আগামী নভেম্বর মাস থেকে, চলতি বছরে। এবার সলমন খান নন, ছবিতে প্রেম হবেন আয়ুষ্মান খুরানা, তাঁর সঙ্গিনী শর্বরী ওয়াগ। ছোট পরিবারের প্রেক্ষাপটে প্রেমের গল্প নিয়ে ছবি হবে, থাকবেন বিশিষ্ট অভিনেতারা, যেমন সুরজের ছবিতে থাকেন। তাঁদের নির্বাচন এখনও বাকি।

বেমানান জুটি

পঙ্কজ ত্রিপাঠী ও অদিতি রাও হায়দরিকে নিয়ে বরুণ ভি শর্মা করছেন পারিবারিক মনুরঞ্জন। একেবারেই বেমানান এই জুটির ছবিটি অবশ্যই পারিবারিক হবে। শুটিং হবে ৫ জুন থেকে, লখনউতে। নির্মাতারা একেবারেই আনকোরা জুটি খুঁজছিলেন। দুই অভিনেতাই জানিয়েছেন, গল্পের সারল্য, তার অচেনা বাঁকবদল এবং অফুরান মজার জন্যই ছবিটি করছেন।

বহিরাগত বলেই

মুজাম্মিল ইব্রাহিম রণবীর কাপুরের সঙ্গে একই বছরে অভিনয়ে পা রাখেন। মুজাম্মিল বলেছেন, ধোঁকা ছবিতে আমি যে পারফর্ম করেছি, তার জন্য আমার সেরা ডেবিউ পুরস্কার পাবার কথা, শাহরুখ স্যারও তাই বলেছিলেন। কিন্তু পেল রণবীর। ইন্ডাস্ট্রি বহিরাগতদের সঙ্গে এমনই করে, এটা কাম্য নয়।

বলিউডে ফের নতুন জুটি

বলিউডে আবার একটা নতুন জুটি আসছে। প্রয়াত ইরফান খানের ছেলে বাবিল খান আর আলায়া এফ এবার জুটি বাঁধছেন। তাঁদের একসঙ্গে একই ছবিতে নিয়ে আসছেন বৌধায়ন রায়চৌধুরি। এই বৌধায়নই বিক্রান্ত মেসি অভিনীত 'সেক্টর ৩৬' ছবির গল্প লিখেছিলেন।

তবে এবারের ছবিটা কিন্তু রোমান্টিক ছবি নয় একেবারেই। সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, কিন্তু আসলে এক ক্রাইম থ্রিলার। বাবিল নিজেও খুব একটা চকোলেট হিরো গোত্রের চরিত্র পছন্দ করেন না। সুতরাং সবদিক দিয়ে এই ছবিটা দুজনের পক্ষেই বেশ মানানসই হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

নায়ক সেই 'বুড়ো' রোনাল্ডো

গোলের সেলিব্রেশন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। বুধবার রাতে মিউনিখে।

২৫ বছরের খরা কাটিয়ে জার্মান বধ পর্তুগালের

মিউনিখ, ৫ জুন : থামছেন না নাকি থামানো যাচ্ছে না?

চল্লিশেও অপ্রতিরোধ্য পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। যাঁর গোলে ২৫ বছরের 'জার্মান অভিশাপ' থেকে মুক্ত পর্তুগাল। ভারতীয় সময় বুধবার রাতে উয়েফা নেশনস লিগ সেমিফাইনালে জার্মানিকে তাদের ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ এরিনাতে ২-১ গোলে হারিয়েছে রবার্তো মার্টিনেজের দল।

সেমিফাইনালে জার্মান দলে জামাল মুসিয়ালা, অ্যান্টোনিও রুডিগার, কাই হাভার্জের মতো তারকারা ছিলেন না। কিন্তু তারপরও তাদেরকে কোনওভাবে দুর্বল বলা যাবে না। কারণ ফ্লোরিয়ান রিৎজ, সার্জ গ্যানাব্রি, নিকোলাস ফুলক্রুগরা বিশ্বের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখেন। তার ওপর ম্যাচটা ছিল তাদের ঘরের মাঠে।

জার্মানরা শুরুটাও করেছিল ফেভারিট হিসেবে। এমনকি ৪৮ মিনিটে প্রথম গোলটাও করে ফেলেছিল তারা। অধিনায়ক জোশুয়া কিমিচের পাস থেকে জার্মানিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রিৎজ। কিন্তু কিমিচরা ভুলে গিয়েছিলেন তখনও মাঠে রোনাল্ডো রয়েছেন। নিজের দিনে যে কোনও পরিসংখ্যানকে পালটে দিতে পারেন। এর আগেও রোনাল্ডো একাধিকবার আলিয়াঞ্জ এরিনাকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। এদিনও তাই করলেন তিনি।

৬৩ মিনিটে গোল করে রোনাল্ডোদের সমতায় ফেরান ফ্রান্সিসকো কনসেকাও। এই ম্যাচের আগে ২০০০ সালে শেষবার জার্মানিকে হারিয়েছিল পর্তুগাল। সেই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন ফ্রান্সিসকোর বাবা সের্জিও। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ফ্রান্সিসকো এদিন জার্মানির জাল কাঁপিয়ে দেন। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই চাপা পড়ে যায় মিনিট পাঁচেক পরেই। নুনো মেন্ডেসের পাস থেকে জয়সূচক গোলটি করেন স্বয়ং সিআর সেভেন। এটি তাঁর ১৩৭তম আন্তর্জাতিক গোল।

পর্তুগালের হয়ে সমতা ফেরানোর পর ফ্রান্সিসকো কনসেকাও।

ম্যাচের পর যোগ্য দল হিসেবে পর্তুগাল জিতেছে বলেই মন্তব্য করেছেন জার্মান কোচ নাগেলসম্যান। তিনি বলেছেন, 'পর্তুগাল যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছে। ওরা আমাদের থেকে অনেক ভালো খেলেছে।' পরে রোনাল্ডোর প্রশংসা করে তিনি বলেন, '৪০ বছর বয়সেও নিজের ফিটনেস ধরে রেখেছে রোনাল্ডো। নিজেকে ফিট রাখার জন্য ও প্রচুর সময় ব্যয় করে। এদিন রোনাল্ডো গোলটা কিন্তু ভাগ্যের জোরে করেনি। পুরোটাই পরিশ্রমের ফসল।'

এদিকে, রোনাল্ডো ২০২৬ সালে বিশ্বকাপ জিততে পারে বলে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন জার্মান তারকা জুরগেন ক্লিন্সম্যান। তিনি বলেছেন, '৪০ বছর বয়সে রোনাল্ডো যা খেলেছে তাতে ওকে মোটেও বৃদ্ধ বলা যাবে না। ও একজন যোগ্য নেতার মতো পর্তুগালকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পেনাল্টি বক্সে এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ফিনিশারদের একজন রোনাল্ডো। একাই ম্যাচের রং বদলানোর ক্ষমতা ওর রয়েছে। পরবর্তী বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর খেলা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, আগামী বিশ্বকাপটা রোনাল্ডো পর্তুগালকে জেতাতে পারে।'

আপাতত রোনাল্ডোর দৌলতে দ্বিতীয়বার নেশনস লিগ জয়ের স্বপ্নে বিভোর পর্তুগাল।

> ৪০ বছর বয়সে রোনাল্ডো যা খেলেছে তাতে ওকে মোটেও বৃদ্ধ বলা যাবে না। ও একজন যোগ্য নেতার মতো পর্তুগালকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পেনাল্টি বক্সে এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ফিনিশারদের একজন রোনাল্ডো। একাই ম্যাচের রং বদলানোর ক্ষমতা ওর রয়েছে। পরবর্তী বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর খেলা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, আগামী বিশ্বকাপটা রোনাল্ডো পর্তুগালকে জেতাতে পারে।
>
> – জুরগেন ক্লিন্সম্যান

জীবনের দাম অনেক বেশি : কপিল

বিদেশি ক্রিকেটাররা চলে যাবে, তাই বুধবারই সেলিব্রেশন

বেঙ্গালুরু, ৫ জুন : উৎসবের রাত। উৎসবও হল। যদিও তা করতে গিয়ে চলে যায় ১১ তরতাজা প্রাণ। আহতের সংখ্যা অনেক। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রত্যাশামাফিক চলছে চাপানউতোর। দাবি, পালটা দাবি, রাজনৈতিক তর্জা জারি। দায় এড়ানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন, সংগঠকদের তরফেও।

ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরু পুলিশ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রশাসনিক কমিটি ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা ডিএনএ নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। কেন্দ্রীয় ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ শেখর এইচ. টেক্কান্নাভার এই তথ্য দিয়েছেন।

এত মানুষ প্রাণ হারানোর পরও কেন উৎসব বন্ধ হল না, তা নিয়ে সোচ্চার প্রাক্তনদের অনেকেই। কপিল দেব অসন্তোষ প্রকাশ করে লিখেছেন, উৎসবের চেয়ে প্রাণের মূল্য অনেক বেশি।

তিরাশির বিশ্বজয়ে কপিলের অন্যতম অস্ত্র মদন লাল তো আরসিবি-র বিরুদ্ধে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মতে, চূড়ান্ত গাফিলতি। যার জেরেই এতগুলি মানুষ প্রাণ হারালেন, তাঁদের পরিবারের চরম ক্ষতি হয়ে গেল। কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা ও আরসিবি-কে সেই দায় নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির উচিত ১০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের মামলা করা।

বিভিন্ন সূত্রের খবরেও গাফিলতির কথা সামনে আসছে। অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে আশঙ্কা ছিল। কর্ণাটক বিধানসভা ভবন থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম পর্যন্ত হুডখোলা বাসে রোড শোয়ের সূচি বাতিল করা হয়। এমনকি বুধবারের বদলে রবিবার ছুটির দিনে ভিকট্রি প্যারেড করার প্রস্তাব দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে। যুক্তি ছিল, সবে মঙ্গলবার রাতে আইপিএল জিতেছে দল। বুধবার অনুষ্ঠান হলে সমর্থকদের ঊর্ধ্বমুখী আবেগ আরও মাত্রাছাড়া হবে। রবিবার উৎসব হলে আবেগ কিছুটা থিতু হবে। তাছাড়া রবিবার ছুটির দিন। বুধবার অনুষ্ঠান হলে অপ্রীতিকর কিছু ঘটার সম্ভাবনা নিয়ে সরকার ও আরসিবি ম্যানেজমেন্টকেও সতর্ক করা হয়। যদিও আরসিবি নাকি রাজি হয়নি সেই প্রস্তাবে। যুক্তি, বিদেশি ক্রিকেটাররা দেশে ফিরে যাবেন। রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুশকিল। অতএব বুধবারই সেলিব্রেশন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক আরও দাবি করেন, আরসিবি-র সঙ্গে সায় দেয় সরকারও। নিরাপত্তার বদলে আইপিএল জয়ের উৎসবকে নিজেদের প্রচারে কাজে লাগাতে বেশি ব্যস্ত ছিলেন রাজনৈতিক কর্তারা। তাছাড়া আরসিবি-র প্রস্তাব খারিজ করে জনরোষের মুখে পড়ার ঝুঁকি নিতেও রাজি হয়নি সরকার। ফলে বুধবার অনুষ্ঠান করতে ছাড়পত্র।

বাকিটা সবার সামনে। বেঙ্গালুরু পুলিশ বুধবার ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত পর্যন্ত তাদের সর্বশক্তি দিয়ে রাস্তায় নামলেও সামলাতে পারেনি লাখো মানুষের ক্রিকেট-উন্মাদনাকে। ফলস্বরূপ, বিরাট কোহলিদের আইপিএল জয়ের উৎসবে রক্তের দাগ। প্রশ্নের মুখে বিরাটরাও। এত বড় ঘটনার পরও কেন উৎসব চালিয়ে গেলেন তাঁরা? যদিও প্রাক্তন ক্রিকেটার অতুল ওয়াসনের দাবি, নিশ্চিত ঘটনার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না বিরাট। জানলে কখনোই অনুষ্ঠানে শামিল হতেন না।

বিরাট কোহলিদের আইপিএল জয়ের উৎসবে সাক্ষী থাকতে লাগামছাড়া আবেগে ভেসেছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সমর্থকরা।

পদপিষ্ট হয়ে আহত খুদে সমর্থককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুধবার বেঙ্গালুরুতে।

আরসিবি-র তরফে মর্মান্তিক ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার কথা ঘোষণা করেছে আইপিএল জয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রাণ হারানো ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমীর পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা দিচ্ছে আরসিবি। তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির যন্ত্রণার শরিক আমরাও। প্রতিটি পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।' কিন্তু অর্থ দিয়ে সব ক্ষতির পূরণ সম্ভব? প্রশ্নটাকেই তুলে ধরলেন কপিল। বলেছেন, 'খবরটা শোনার পর খারাপ লাগছে। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত আমাদের। আগামীদিনে এরকম ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকতে হবে। বিরাট ভুল। উৎসবের চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি। এটা মাথায় রাখতে হবে।'

- ■ বেঙ্গালুরু পুলিশ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রশাসনিক কমিটি ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা ডিএনএ নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে।
- ■ মৃত ১১ ক্রিকেটপ্রেমীর পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা দিচ্ছে আরসিবি।
- ■ বুধবার অনুষ্ঠান হলে অপ্রীতিকর কিছু ঘটার সম্ভাবনা নিয়ে সরকার ও আরসিবি ম্যানেজমেন্টকে সতর্ক করা হয়েছিল।
- ■ এত মানুষ প্রাণ হারানোর পরও উৎসব বন্ধ না করা নিয়ে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রাক্তনদের অনেকেই।

'আরসিবি নেটে টেস্ট প্রস্তুতি বিরাটের'

চাঞ্চল্যকর দাবি স্টার্কের ক্রিকেটার স্ত্রীর

বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বইয়ে ফিরলেন সস্ত্রীক বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : টেস্ট অবসরের পর অনেক দিন পার।

মাঝের সময়ে প্রথমবার আইপিএল জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। যদিও বিরাট কোহলির টেস্ট অবসরের নেপথ্য ঘটনা নিয়ে বিতর্ক কিছুতেই থামছে না। যে বিতর্কে ঘি ঢাললেন মিচেল স্টার্কের ক্রিকেটার স্ত্রী অ্যালিসা হিলি। স্টার্ক এবার দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেছেন। ইউপি ওয়ারিয়র্সের হয়ে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ খেলার পর আইপিএলে স্টার্কের সফরসঙ্গী ছিলেন হিলি।

আর সেই অভিজ্ঞতা থেকে অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের অ্যালিসা হিলির দাবি, আইপিএলের মাঝেও বিরাট কোহলি নাকি 'টেস্ট' প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। সাদা বলের মেগা লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নেট সেশনে মাঝেমধ্যেই লাল বলে (টেস্টে ব্যবহৃত) ব্যাটিং অনুশীলন সারতেন! আর সেটা পরবর্তী ইংল্যান্ড সফরের কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত করতেন!

অ্যালিসা বলেছেন, 'আইপিএলের সময় একটি ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে ওকে লাল বলে ব্যাটিং করতে দেখেছিলাম। গত কয়েক সপ্তাহে অনেক কিছু ঘটছে। জানি না, ওটা কী কারণে। তবে বিরাটের লাল বলে প্র্যাকটিস বেশ ইন্টারেস্টিং। মনে হয়নি ও টেস্ট থেকে অবসর নিতে তৈরি ছিল।' হিলির যে দাবি গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বিরাটের সম্পর্কের রসায়ন বিতর্ক উসকে দিচ্ছে। পুরোনো প্রশ্নটা আবার সামনে আসছে, স্বেচ্ছায় নাকি গম্ভীরের চাপে পড়ে অবসর নেন কিং কোহলি?

এদিকে আইপিএল জয়ের পর বিরাটের কান্না ছুঁয়ে গিয়েছে রিকি পন্টিংকে। আরসিবি-র কাছে নিজের দলের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হলেও বিরাটকে নিয়ে আবেগতাড়িত পাঞ্জাব কিংস হেডকোচ। পন্টিংয়ের কথায়, ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে বিরাটের চোখের জল বাঁধ মানছিল না। যা বুঝিয়ে দেয় আইপিএল ট্রফির গুরুত্ব। চেন্নাই সুপার কিংস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স একাধিকবার জিতেছে। কিন্তু আইপিএল কঠিন চ্যালেঞ্জ। আর লম্বা প্রতীক্ষার পর যে হার্ডল পেরোনোর গুরুত্ব তাই একটু বেশিই। বিরাটের আবেগে তারই প্রতিফলন।

চেতেশ্বর পূজারা আবার মজেছেন টি২০ ফরম্যাটে বিরাটের ব্যাটিং-স্টাইলে। পূজারা বলেছেন, 'স্ট্রাইক রেট নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ও এখনও অন্যতম ফিট ক্রিকেটার। একই সঙ্গে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। শেখার দরজা সবসময় খোলা রাখে। ওর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রচুর কথা বলা হয়। আশা করি, এবার সমালোচকরা উত্তর পেয়ে গিয়েছেন। নতুন রূপে দেখা গিয়েছে বিরাটকে। স্ট্রাইক রেটও ১৫০ প্লাস।'

আইপিএলে সুপার স্ট্রাইকারের পুরস্কার হাতে বৈভব সূর্যবংশী।

পরের বছরের ভাবনায় বৈভব

ফাইনালে তুলতে চান রাজস্থানকে

নয়াদিল্লি, ৫ জুন : অভিষেকেই বুঝিয়ে দিয়েছে লম্বা রেসের ঘোড়া সে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে আইপিএল মাতিয়ে দিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের 'বিস্ময়বালক' বৈভব সূর্যবংশী।

সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে বৈভব ২৫২ রান করেছে। স্ট্রাইক রেট ২০৬.৫৫। সেই সঙ্গে জিতে নিয়েছে 'সুপার স্ট্রাইকার অফ দ্য সিজন'-এর পুরস্কার। তবে এখানেই থেমে থাকতে চান না বৈভব। আগামী মরশুমে ভালো খেলে দলকে ফাইনালে তোলাই তার লক্ষ্য।

সম্প্রতি আইপিএল ওয়েবসাইটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বৈভব বলেছেন, 'প্রথম বছর অনেককিছু শিখেছি। তবে মূল শিক্ষা হল, এই বছর যা খেলেছি, পরেরবার আরও ভালো খেলতে হবে। শুধু ভালো নয়, দ্বিগুণ ভালো খেলতে হবে যাতে আমার দল ফাইনালে ওঠে। এটাই এখন আমার লক্ষ্য।'

আগামী বছর আইপিএলের আগে নিজের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চায় বৈভব। বলেছেন, 'প্রত্যেক ক্রিকেটারের স্বপ্ন থাকে আইপিএলে খেলার। এটা আমার আইপিএলে প্রথম বছর ছিল। অনেক ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছি। অনেক কিছু শিখেছি। আগামী বছর আইপিএলের আগে নিজের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চাই। চেষ্টা করব দলের হয়ে আরও ভালো পারফরমেন্স করার।'

আইপিএলে দুরন্ত পারফরমেন্সের সুবাদে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলে নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন বৈভব। সামনেই অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ইংল্যান্ড সফর রয়েছে। সেখানেও নিজেকে প্রমাণ করতে চান চোদ্দোর বৈভব।

> প্রত্যেক ক্রিকেটারের স্বপ্ন থাকে আইপিএলে খেলার। এটা আমার আইপিএলে প্রথম বছর ছিল। অনেক ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছি। অনেক কিছু শিখেছি। আগামী বছর আইপিএলের আগে নিজের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চাই। চেষ্টা করব দলের হয়ে আরও ভালো পারফরমেন্স করার।
>
> বৈভব সূর্যবংশী

ধীরাজকে ছাড়ছে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুন : গোলরক্ষক ধীরাজ সিং মৈরাংথেমকে ছেড়ে দিচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শোনা যাচ্ছে, তিনি পাঞ্জাব এফসি-তে যোগ দিতে চলেছেন। এদিকে সুহেল আহমেদ বাট, টাইসন সিং ও রাজ বাসফোরের সঙ্গে চুক্তি বৃদ্ধি করতে চাইছে মোহনবাগান। এই নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে তারা।

সাদার্ন সমিতির কোচ সুজাতা

কলকাতা, ৫ জুন : কলকাতা ফুটবলে পুরুষ দলের প্রশিক্ষকের ভূমিকায় এক মহিলা। নজিরবিহীনভাবে বছর দুয়েক আগে অস্থায়ী কোচ হিসাবে কেবল একটি ম্যাচের জন্য সাদার্ন সমিতির দায়িত্বে দেখা গিয়েছিল সুজাতা করকে। আসন্ন কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে স্থায়ীভাবে সাদার্নের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি।

বিদায় সিন্ধুর, শেষ আটে সাত্ত্বিকরা

জাকার্তা, ৫ জুন : সিঙ্গাপুর ওপেনের পুনরাবৃত্তি ইন্দোনেশিয়া ওপেনে। সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি ছাড়া শেষ আটে উঠতে ব্যর্থ বাকি ভারতীয় শাটলাররা।

বৃহস্পতিবার ইন্দোনেশিয়া ওপেন থেকে বিদায় নিয়েছেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। তিনি শেষ ষোলোর লড়াইয়ে থাইল্যান্ডের প্রনপায়ি চোচুয়াংয়ের কাছে ২২-২০,১০-২১,১৮-২১ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছেন। প্রথম গেমে জিতলেও বাকি দুটিতে পরাজিত হন এই ভারতীয় তারকা। মহিলাদের ডবলস থেকে বিদায় নিয়েছেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। তাঁরা ইয়ুকি ফুকুশিমা-মায়ু মাতসুমোটোর কাছে হারেন ১৩-২১, ২২-২৪ পয়েন্টে। মিক্সড ডবলসে সতীশ করুণাকরণ-আদ্যা ভারিনাথ পরাজিত হয়েছেন থাইল্যান্ডের দেচাপল-সুপিসারার ৭-২১, ১২-২১ পয়েন্টে। তবে ইন্দোনেশিয়া ওপেনে ভারতের আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন সাত্ত্বিক-চিরাগ। তাঁরা ডেনমার্কের রাসমুস-ফেডেরিককে ১৬-২১, ২১-১৮, ২২-২০ পয়েন্টে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। শেষ আটে তাঁদের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়ার ওয়েই চং মান-কাই উন তি।

ম্যাচের মাঝে আলোচনায় সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

চোট পেয়ে হংকং ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন শুভাশিস

থাইল্যান্ড এগিয়ে, স্বীকারোক্তি মানোলোর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জুন : থাইল্যান্ডের বিপক্ষে হারের পর ভারতীয় দল তো বটেই হেড কোচকে নিয়েও সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন এদেশের ফুটবল সমর্থকরা।

এদিনই ২৫ জনের দল নিয়ে হংকং পৌঁছে গেলেন সুনীল ছেত্রীরা। ম্যাচের দিন দুয়েক আগে পর্যন্ত অবশ্য দলের প্রায় আট ফুটবলারের হংকং ভিসা পাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। যা গত মঙ্গলবার কেটেও যায়। এই ভিসা সমস্যায় পড়েন গত ম্যাচের অধিনায়ক সন্দেশ ঝিংগান, শুভাশিস বসুরা। ব্যাংকক থেকে হংকংগামী বিমানে সন্দেশ উঠলেও অবশ্য মেহতাব সিং ও ঋতিক তিওয়ারির সঙ্গে দেশে ফিরে এলেন শুভাশিস। বাকি দুইজন পারফরমেন্সের ভিত্তিতে বাদ পড়লেও ফেডারেশনের বর্ষসেরার চোট বলে জানা গিয়েছে। তিনি থাইল্যান্ড ম্যাচের শুরুর আগে চোট পান বলে দল সূত্রে খবর। ভারতীয় দল এদিন পৌঁছে পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে শুক্রবার থেকে হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করবে।

বুধবার ভারতের ০-২ গোলে হার নিয়ে অবশ্য সমালোচনার ঝড় এদেশের ফুটবল মহলে। অনেকেই মনে করছেন, মানোলো মার্কুয়েজ নিজের পছন্দের ফুটবলার নিয়ে দল গড়তে গিয়ে বিপদ ডেকে আনছেন। তেমনি আবার কারও মতে, তাঁর মন এফসি গোয়ায় পড়ে আছে। তাই জাতীয় দলের হয়ে সেরাটা মেলে ধরতে পারছেন না। একইভাবে গত ম্যাচে মনবীর সিং ও আয়ুষ ছেত্রীর পারফরমেন্স নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বহু ফুটবলভক্ত প্রশ্ন তুলেছেন কেন এই দুজনকে দল থেকে বাদ দেওয়া হল না? মানোলো অবশ্য নিজের মতো করে যুক্তি সাজিয়েছেন, 'ঘটনা হল, সহজ সুযোগ পেয়েও গোল করতে না পারলে ম্যাচ হেরে আসতে হয়। থাইল্যান্ড অত্যন্ত ভালো দল। দারুণ সব ফুটবলার আছে। এরকম দলের বিপক্ষে কম সুযোগই আসবে। আর সেটা কাজে লাগাতে হবে।' তাঁর দাবি, দল আগের থেকে উন্নতি করেছে।

অধিনায়ক সন্দেশ অবশ্য এই ম্যাচের ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলছেন। ম্যাচের পর স্থানীয় সম্প্রচারকারী টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমরা অনেক কিছুই ভুল করেছি। এখন আমাদের ভিডিওরুমে গিয়ে সেগুলো দেখতে হবে এবং সেসব শুধরে উন্নতি করতে হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়েছি। হংকংয়ের বিপক্ষে আসল ম্যাচে মাঠে নামার আগে আমরা এই যে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলে নিলাম এতে আমাদের সুবিধা হল। আশা করছি আমরা ১০ তারিখ ভালো করব।' তিনি যাই বলুন না কেন, তাঁদের কাছ থেকে আর বিশেষ ভালো কিছুর আশা আর রাখছেন না এদেশের ফুটবল জনতা। এমনকি ভারত ২০২৭ সৌদি আরব এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **ঋষিকা দেবনাথ :** খুশির তরীটি চলুক জীবনভরে, আনন্দে আর সাফল্যে - সেখানে থাকুক বড়দের স্নেহাশিস আর আশীর্বাদ। এই কামনাই রইল তোমার ১৭তম শুভ জন্মদিনে। **দাদা- রাজু বসাক,** ভেটপাট্টি।

বিবাহবার্ষিকী

☺ **সুবর্ণজয়ন্তী : প্রদীপ কুণ্ডু-আল্পনা কুণ্ডু :** পাঁচ দশকের ভালোবাসা, হাসি ও স্মৃতির জন্য রইল প্রাণভরা শুভেচ্ছা। তোমাদের বৈবাহিক জীবনের সুবর্ণজয়ন্তী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক। অভিবাদনে- **পার্থ, জয়তী, রাজসিক, পিয়ালী, হিয়া ও হৃষিতা।** হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

ব্যালন যুদ্ধে দেশঁর সমর্থন ডেম্বেলেকেই

স্টুটগার্ট, ৫ জুন : ছবিটা এখনও বদলাতে পারে। তা মেনে নিয়েও ব্যালন ডি'অরের যুদ্ধে ওসমানে ডেম্বেলেকেই এগিয়ে রাখছেন দিদিয়ের দেশঁ।

মরশুমের অনেকটা সময় ব্যালনের দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন স্পেনের তরুণ তুর্কি লামিনে ইয়ামাল। শেষবেলায় পিছিয়ে পড়েছেন। বিশেষত উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বার্সেলোনার বিদায়ের পর। সেই জায়গায় এই মরশুমে ফরাসি লিগ ওয়ানের যুগ্ম সবাধিক গোলদাতা ডেম্বেলে। প্যারিস সাঁ জাঁ-র চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অন্যতম কারিগর তিনিই। সেই সুবাদে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা ফুটবলারও নির্বাচিত হয়েছেন। ক্লাব ফুটবলে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই মরশুমে তাঁর গোলসংখ্যা ৩৩। এছাড়াও আরও ১৫টি গোলে অবদান রেখেছেন। এতকিছুর পর এবারের ব্যালন ডি'অর ডেম্বেলের 'প্রাপ্য' বলে মনে করছেন ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচ দেশঁ।

মরশুম এখনও শেষ হয়নি। নেশনস লিগ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ বাকি রয়েছে। দেশঁর ধারণা, এই দুই প্রতিযোগিতায় পারফরমেন্সের প্রভাবও পড়বে ব্যালনের লড়াইয়ে। তা সত্ত্বেও পুরস্কারটা ডেম্বেলের হাতেই ওঠা উচিত। ফরাসি কোচ বলেছেন, 'ডেম্বেলের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে। নেশনস লিগ বা ক্লাব বিশ্বকাপের পর অনেক কিছু বদলাতে পারে। তবুও আমি ওকেই বাছব। এবারের ব্যালন ডি'অর ওর প্রাপ্য।'

জয়ী ভুটানিরঘাট

ফালাকাটা, ৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের ফালাকাটা কেন্দ্রের খেলায় বৃহস্পতিবার ভুটানিরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে ছয়মাইল ভ্রাতৃ সংঘকে হারিয়েছে। ভুটানিরঘাটের মানিক মণ্ডল, ফিরদৌস হোসেন ও ম্যাচের সেরা দীপ বর্মন গোল করেন। ছয়মাইলের গোলটি সমীর বর্মনের। সোমবার মুখোমুখি হবে একতা সংঘ ও বাগানবাড়ি যুব সংঘ।

জেতালেন সাগর

জলপাইগুড়ি, ৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার জেওয়াইএমএ ১-০ গোলে হারিয়েছে আরওয়াইএ-কে। সাগর ওরাওঁ গোল করেন। ম্যাচের সেরা জেওয়াইএমএ-র অমৃত ওরাওঁ।

বিরাটদের শূন্যতা পূরণে সময় লাগবে শুভমান

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক শুভমান গিল ও কোচ গৌতম গম্ভীর।

মুম্বই, ৫ জুন : মিশন ইংল্যান্ড। নতুন ভারতের নয়া সফর। আক্ষরিক অর্থেই শুরু গৌতম গম্ভীর জমানারও। পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। নতুন ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ অভিযান শুরুর সিরিজও। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন উত্তর-পর্বে শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন তরুণ ভারতের সামনে বড় পরীক্ষা।

২০ জুন হেডিংলেতে প্রথম টেস্ট। এদিন যে টেস্টের দলও ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। সিরিজ শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে ভারত। গুরুত্বপূর্ণ যে বিলেত সফরে ইংল্যান্ডগামী বিমানে ওঠার আগে প্রাক-সফর সাংবাদিক সম্মেলনে সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন শুভমান, গম্ভীররা।

বিরাট-রোহিতের অনুপস্থিতি

শুভমান প্রতিটি সফরই চাপের। আর দুইজনেই (বিরাট, রোহিত) অত্যন্ত অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। দীর্ঘসময় ধরে দলের দায়িত্ব সামলেছে। দলকে বহু জয় এনে দিয়েছে। যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা পূরণ করা সহজ নয়। সময় লাগবে। তবে অতিরিক্ত চাপ নেই দলের ওপর।

ব্যাটিং অর্ডার

শুভমান ইংল্যান্ডে গিয়ে ঠিক করব। ওখানে নিজেদের মধ্যে ইন্ট্রা স্কোয়াড প্রস্তুতি ম্যাচ খেলব। লন্ডনে ১০ দিনের শিবিরও রয়েছে। সবকিছু দেখেই ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা হবে।

গম্ভীর পরিস্থিতি, পরিবেশ অনুযায়ী সেরা দল নামানো অগ্রাধিকার পাবে। টেস্টে সফল হতে ২০ উইকেট দরকার। প্রয়োজনমতো বিশেষজ্ঞ বোলারদের সঙ্গে স্পিন-অলরাউন্ডার নাকি পেস-অলরাউন্ডার ব্যবহার করা হবে, তা ঠিক করব।

বুমরাহর ওয়ার্কলোড

গম্ভীর দলে একঝাঁক বোলার রয়েছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে দলকে জেতানোর ক্ষমতা রাখে এই বোলিং ব্রিগেড। তবে জসপ্রীত বুমরাহর মতো বোলারের বিকল্প পাওয়া কঠিন। দেখা যাক ওকে কতগুলি টেস্টে পাওয়া যায়।

ডিউক বল

শুভমান ডিউক বলে বাড়তি সুইং হয়। আমার বিশ্বাস, ডিউক বল সামলাতে সক্ষম হবে দলের ব্যাটাররা। ডিউক বলের বিরুদ্ধে কার কীরকম ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি, পরিকল্পনা হবে, সেটা নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে।

অধিনায়কত্ব

শুভমান এই মুহূর্তে অধিনায়ক হিসেবে আমার নির্দিষ্ট কোনও স্টাইল নেই। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব স্টাইল তৈরি হবে। প্লেয়ারদের মতামতকে গুরুত্ব দেব। সবার সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া গড়ে তোলার চেষ্টা করব। প্রত্যেকের শক্তি ও দুর্বলতা বুঝে চেষ্টা করব সেরাটা আদায় করে নিতে।

কঠিন সফর, বাড়তি চাপ

গম্ভীর ভারতীয় দলের দায়িত্ব মানে চাপ থাকবে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ থেকেই চাপ শুরু। অস্ট্রেলিয়া সফরেও চাপে ছিলাম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলেও সেখানেও চাপ সামলাতে হয়েছে। আসলে ফলাফল যাই হোক না কেন, হেডকোচ হিসেবে চাপ সবসময় থাকবে।

চিন্নাস্বামীর দুর্ঘটনা

গম্ভীর আমি এরকম রোড শোয়ের পক্ষে একেবারেই নই। যখন ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, তখনও একই মত ছিল। উৎসবের তুলনায় মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান। ভবিষ্যতে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা সবাই দায়ী। আশা করি, আগামী দিনে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

করুণ নায়ার

গম্ভীর ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে ছিল। চলতি সফরে 'এ' দলের হয়ে দ্বিশতরানও করেছে। এক-দুইটি ম্যাচ দিয়ে বিচার করতে রাজি নই ওকে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ বাকিদের মতো নায়ারও পাবে।

শ্রেয়স আইয়ার

গম্ভীর যারা ফর্মে রয়েছে, তাদের নিয়ে এরকম প্রশ্ন উঠবেই। কিন্তু সমস্যা হল ১৮ জনের বেশি নেওয়া সম্ভব নয়। আর সেই আঠারোতে ও নেই কেন, এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র নির্বাচকরাই দিতে পারবেন।

বাজবল

শুভমান ইংল্যান্ডের খেলার নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। ভারতের মাটিতে গত সিরিজে ইংল্যান্ডকে দেখেছি। তবে বাজবলের আগ্রাসী ক্রিকেট সুযোগ তৈরি করে দেয় প্রতিপক্ষের সামনেও। লক্ষ্য থাকবে, পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

ইংল্যান্ডের সাদা বলের স্কোয়াডের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিলেন বেন স্টোকস। তাঁকে পেয়ে খুশি আদিল রশিদও।

গিলদের থামাতে তরুণ পেস ব্রিগেড

প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ৫ জুন : আইপিএল শেষ। টি২০ লিগ ছেড়ে এবার চোখ টেস্ট ক্রিকেটে।

পাঁচ টেস্টের ইংল্যান্ড সফর। ৫ ম্যাচের দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ যে সফর দিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন বৃত্ত শুরু করবে থ্রি লায়ন্স। এদিন যে সিরিজের ডঙ্কা বাজিয়ে ২০ জুন শুরু হেডিংলির প্রথম টেস্টের ১৪ জনের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড।

অনভিজ্ঞ ভারতীয় ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের পেস ব্রিগেডে তারুণ্যে ভরসা। চোট-আঘাতে মার্ক উড, ওলি স্টোন, জোফ্রা আর্চাররা আগেই ছিটকে গিয়েছেন। একই কারণে গাস অ্যাটকিনসনকে পাচ্ছে না তারা। গত মাসে জিম্বাবোয়ে সিরিজে চোট পেয়েছিলেন। আশঙ্কা সত্যি করে প্রথম টেস্টের ঘোষিত দলে নেই অ্যাটকিনসন। সব মিলিয়ে কিছুটা অনভিজ্ঞ বোলিং ব্রিগেড। ক্রিস ওকস ছাড়া বাকি পেসাররা হলেন ডারহামের ব্রাইডন কার্স ও নটিংহামশায়ারের জোশ টাঙ্গ।

বছর তিনেক পর টেস্ট দলে ডাক পড়েছে পেস অলরাউন্ডার জেমি ওভারটনেরও। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেডিংলিতেই শেষ টেস্ট খেলেছিলেন ওভারটন। তারপর লম্বা বিরতির পর ডাক। প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা সেই হেডিংলিতেই। ঘোষিত ইংল্যান্ড দলে একমাত্র স্পিনার সমারসেটের শোয়েব বশির। দল গঠনে পরিষ্কার, ভারতীয় তরুণ, অনভিজ্ঞ ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে পেসকেই হাতিয়ার করতে চলেছেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকসরা।

ব্যাটিং অবশ্য বেশ শক্তিশালী এবং একঝাঁক ম্যাচ উইনারে ঠাসা। প্রতিভাবান টপ অর্ডার ব্যাটার সম্প্রতি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলা জেকব বেথেলও ডাক পেয়েছেন। টপ থ্রি-জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট ও ওলি পোপ। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছেন পোপ। জো রুট, হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে রয়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার জ্যামি স্মিথ। মিশন ইংল্যান্ডে নিঃসন্দেহে কড়া চ্যালেঞ্জ থাকবে ভারতীয় বোলারদের জন্য।

জসপ্রীত বুমরাহ নিঃসন্দেহে যে দ্বৈরথে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। ইংল্যান্ডের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ কীভাবে সামলায় বুমরাহকে, তার ওপর সিরিজের ভাগ্য নির্ভর করবে। উইকেটকিপার-ব্যাটার স্মিথের বিশ্বাস, বুমরাহর বিরুদ্ধেও 'বাজবল' অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবেন তাঁরা। সতীর্থদের যে বাজবলের আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাকি কাজটা সারবেন সাত নম্বরে নেমে। স্মিথ সম্ভাব্য দ্বৈরথ সম্পর্কে বলেছেন, 'আশা করি আমি সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামব। আমার নামার আগে বুমরাহকে সামলানোর দায়িত্বটা বাকিরা ভালোভাবেই সামলাতে সক্ষম হবে।'

ঘোষিত টেস্ট দল

বেন স্টোকস (অধিনায়ক), শোয়েব বশির, জেকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, স্যাম কুক, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, ওলি পোপ, জো রুট, জ্যামি স্মিথ, জোশ টাঙ্গ ও ক্রিস ওকস।

রেকর্ড গড়ে সিনারের সামনে জকোভিচ

প্যারিস, ৫ জুন : কথায় আছে, পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। বাংলায় বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ সার্বিয়ান নোভাক জকোভিচ শুনেছেন কি না জানা নেই। তবে বুধবার রাতে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার্র ফাইনালে ৪-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে তৃতীয় বাছাই এই অভিজ্ঞতা উপভোগ করার জন্য। এটা আমার নিজের কাছে প্রমাণ যে এখনও সর্বোচ্চ স্তরে খেলার ক্ষমতা রাখি। প্রমাণ অন্যদের জন্যও।'

রোলাঁ গারোয় সেমিফাইনালে পৌঁছানোর সঙ্গে একাধিক রেকর্ড গড়লেন ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক।

প্রথমবার ফরাসি ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কা

ইগা সোয়াতেকের শট ফেরাতে মরিয়া আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

আলেকজান্ডার ভেরেভকে হারালেন জোকার।

প্রথম সেট হেরেও ৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিটের লড়াইয়ে জিতে নোভাক বলেছেন, 'এই রকম বড় মঞ্চে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কে হারানোর জন্যই এত পরিশ্রম করি। এখনও প্রতিদিন নিজেকে তাড়া দিই এই রকম কঠিন ম্যাচ খেলার জন্য, ফরাসি ওপেনে গত ৫৭ বছরে বয়স্কতম হিসেবে শেষ চারে উঠলেন আটত্রিশের নোভাক। এটাই তাঁর কেরিয়ারের ৫১তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনাল। পুরুষদের টেনিসে যা রেকর্ড। সামনে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা খেলোয়াড় ক্রিস এভার্ট।

ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্টে বুধবার সন্ধ্যায় হাওয়া চলছিল ভালোই। এই রকম পরিবেশে খেলার কৌশল বদলেই বাজিমাত করলেন জকো। বলেছেন, 'আমার কৌশল ছিল যত বেশি সম্ভব ড্রপ শট খেলা। তাই টানা তিন, চারটা ড্রপ শটও খেলেছি। আপনারা হয়তো টিভিতে দেখে বুঝতে পারবেন না, তবে কোর্টের একদিক থেকে টানা হাওয়া চলছিল। ফলে দ্বিগুণ জোরে শট মারছিলাম। মনে হচ্ছিল বল যেন যাচ্ছিলই না। তাই কৌশল বদলে ড্রপ শটে জোর দিই। চেষ্টা করছিলাম বিপক্ষকে নেটের কাছে টেনে নিয়ে আসতে।'

ক্লে কোর্টে ১০১তম জয়ের সুবাদে সেমিফাইনালে জকোর প্রতিপক্ষ শীর্ষ বাছাই জানিক সিনার। জকোভিচ-সিনারের মুখোমুখি সাক্ষাতের পরিসংখ্যান ৪-৪। শেষ দুই সাক্ষাতে সাংহাই ওপেনের ফাইনাল ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে জয়ী সিনার।

মহিলাদের সিঙ্গলসে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত শীর্ষবাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কার। ফাইনালে উঠে কেরিয়ারের প্রথম ফরাসি ওপেন জয়ের দিকে একধাপ এগিয়ে গেলেন তিনি। এদিন সাবালেঙ্কা সেমিফাইনালে ৭-৬ (৭/১), ৪-৬, ৬-০ গেমে চারবারের চ্যাম্পিয়ন পোল্যান্ডের ইগা সোয়াতেককে হারিয়েছেন। এদিনের হারের ফলে ফরাসি ওপেনে টানা ২৬ ম্যাচে জয়ের দৌড়ে দাঁড়ি পড়ল।

অবাছাই লোইস বয়সঁর সোনালি দৌড় থেমে গেল সেমিফাইনালে। তাঁকে ৬-১, ৬-২ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ফরাসি ওপেনের ফাইনালে উঠলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফ।

রোলাঁ গারোয় ১৩ নম্বর বার সেমিফাইনালে উঠে নোভাক জকোভিচ। বৃহস্পতিবার।

হারের হতাশা থেকেই ক্ষোভ কার্লসেনের

অসলো, ৫ জুন : হারের পর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

খেলার দুনিয়ায় এমন ঘটনার একাধিক উদাহরণ রয়েছে। দাবার মঞ্চেও বেনজির নয়। ডোম্মারাজু গুকেশের কাছে হারের পর ম্যাগনাস কার্লসেনের প্রতিক্রিয়াও ঠিক তেমনই। বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ুর তকমা এখনও ম্যাগনাসের দখলেই। অন্যদিকে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট গুকেশের মাথায়। স্বভাবতই দুই তারকার সাক্ষাৎ মানেই মর্যাদার লড়াই। ঠিক সেই কারণেই বোধহয় ভারতীয় দাবাড়ুর কাছে হারটা হজম করতে পারেননি কার্লসেন। তবে বিশ্ব দাবা সংস্থা ফিডে এই ঘটনার পর নরওয়ের দাবাড়ুকে কি সতর্ক করবে? সংস্থার সহ সভাপতি বিশ্বনাথন আনন্দ জানালেন, খুব শীঘ্রই হয়তো এব্যাপারে তাঁরা আলোচনায় বসবেন।

নরওয়ে দাবায় গুকেশের কাছে হেরে মেজাজ হারানোয় প্রবল সমালোচিত হচ্ছেন ম্যাগনাস। আনন্দ মনে করছেন, হারের পর আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি নরওয়ের দাবাড়ু। বলেছেন, 'কার্লসেনের কাছে প্রতিটা ম্যাচের গুরুত্বই সমান। তবে গুকেশের সঙ্গে ওর দ্বৈরথ অন্য মাত্রা নিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'নিশ্চিতভাবে ডোম্মারাজুর বিরুদ্ধে দুই পর্বেই জিততে চেয়েছিল ম্যাগনাস। কারণ ম্যাচটা মর্যাদার লড়াই। জিতে হয়তো অনেককিছু প্রমাণ করতে চেয়েছিল। তার চেয়েও বড় কথা, জেতার মতো জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পর কেউই হারতে চায় না। ঠিক সেটাই হয়েছে ম্যাগনাসের ক্ষেত্রে। হয়তো সেই কারণেই আরও বেশি হতাশ হয়েছে।'

মত আনন্দের

ম্যাচের সেরা হয়ে মৌরিশ তামাং।

বিধানকে আটকাল ভিবজিওর স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার গ্রুপ 'বি'-তে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র করেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৮ মিনিটে মৌরিশ তামাং ভিবজিওরকে এগিয়ে দেন। ৩৯ মিনিটে সমতা ফেরান সঞ্জু বর্মন। ৪৯ মিনিটে বাবুলাল মুর্মুর গোলে ম্যাচে এগিয়ে গিয়েছিল বিধান। কিন্তু তিন মিনিট বাদে ২-২ করেন মৌরিশ। ৬৭ মিনিটে সুদামা বর্মন ভিবজিওরকে জয়ের রাস্তায় এনে দিয়েছিলেন। তবে সংযুক্তি সময়ে চন্দন মার্ডি গোল করে বিধানকে ১ পয়েন্ট এনে দেন। ম্যাচের সেরা হয়ে মৌরিশ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শুক্রবার গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে রবীন্দ্র সংঘ ও অগ্রগামী সংঘ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা কিরন সেখ - কে 19.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 54L 17744 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কোটিপতি হওয়ার সুযোগটি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির মাধ্যমে এসেছিল যার জন্য আমি সর্বদাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনাদের সকলকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করছি কারণ আমার এলাকা এবং আশেপাশে অসংখ্য বিজয়ী আছেন, যারা আমাকে ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বাল্যবন্ধু বংশীকার সঙ্গে বাগদানের পর কুলদীপ যাদব। শুভেচ্ছা জানাতে হাজির ছিলেন রাজ্য ও জাতীয় দলে তাঁর সতীর্থ রিঙ্কু সিং।

সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটের ফাইনাল খেলতে শিলিগুড়ি দল বৃহস্পতিবার কলকাতা রওনা হল। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে খেতাবি লড়াইয়ে শিলিগুড়ির প্রতিপক্ষ মেদিনীপুর। প্রাথমিকভাবে ফাইনাল ৭ জুন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে, ইদের কারণে একদিন পিছিয়ে ফাইনাল ৮ জুন শুরু হবে।

বাংলা দলের ট্রায়ালে আরমান

বেলাকোবা, ৫ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৬ বাংলা দলের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে রাজগঞ্জের বেলাকোবা হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর মহম্মদ আরমান আলি। কলকাতার সল্টলেকে ৭-১১ জুন চলবে ট্রায়াল। বৃহস্পতিবার আরমান রওনা হয়েছে কলকাতার উদ্দেশে। তার কোচ রাজা রজক বলেছেন, 'আরমান বেলাকোবা পাবলিক লাইব্রেরি ক্রিকেট কোচিংয়ে চার বছর ধরে কোচিং নিচ্ছে। পেস বোলার আরমান সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৬ অম্বর রায় ট্রফি, আন্তঃ জেলা ও আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেটে ভালো পারফরমেন্সের জন্য এই সুযোগ পেয়েছে।'